NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ 'আত্মসমালোচনার বদলে নাটক', দাবি সুকান্তর

অনিকেত মামলায় রাজ্যের অবস্থান জানতে চাইল আদালত ৩

কলকাতা ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ ১ পৌষ ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ১৮৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 17.12.2025, Vol.19, Issue No. 183, 8 Pages, Price 3.00

মুখ্যমন্ত্রীর রাজধর্ম নাকি ভোটই বালাই

ক্রীড়ামন্ত্রীর ইস্তফা গ্রহণ

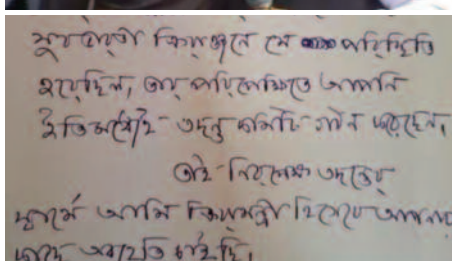

নিজস্ব প্রতিবেদন: যুবভারতীতে লিওনেল মেসির অনুষ্ঠানে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার ঘটনার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ক্রীড়ামন্ত্রী পদ থেকে অরূপ বিশ্বাসকে অব্যাহতি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিরপেক্ষ তদন্ত বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত বলে নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে। ক্রীড়া দপ্তরের দায়িত্ব আপাতত নিজেই সামলাবেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে অরূপ বিশ্বাস বহাল থাকছেন।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, যুবভারতীর ঘটনার দায় নিয়ে নিজেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী পদ থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন অরূপ বিশ্বাস। সেই চিঠিতে তিনি লেখেন, গত ১৩ ডিসেম্বর বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লিওনেল মেসির অনুষ্ঠানে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তার তদন্তের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থেই তিনি নিজেকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে রাখার আবেদন জানান।

অরূপ বিশ্বাসের সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী চিঠিতে জানান, যুবভারতীর ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাওয়ার সিদ্ধান্তকে তিনি প্রশংসনীয় বলে মনে করেন। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ক্রীড়া দপ্তরের দায়িত্ব তিনি নিজেই পালন করবেন বলেও স্পষ্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, যুবভারতীতে মেসির অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলার ঘটনার পরেই একাধিক প্রশাসনিক পদক্ষেপ করে রাজ্য সরকার। প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, বিধাননগর পুলিশ কমিশনার মুকেশ কুমার এবং যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের প্রধান সচিব রাজেশ কুমার সিন্‌হাকে শোকজ করা হয়। বিধাননগরের এক আইপিএস আধিকারিককে সাময়িক ভাবে বরখাস্তও করা হয়েছে। পাশাপাশি তদন্ত কমিটির সুপারিশ মেনে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে।

এই ঘটনার পর রাজ্যপালের তরফ থেকেও ক্রীড়ামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি ওঠে। রাজভবনের পক্ষ থেকে বলা হয়, মেসির কলকাতা সফরকে ঘিরে যে ঐতিহাসিক মুহূর্তের কথা ছিল, তা ভিআইপি সংস্কৃতি ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণে বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে। সেই প্রেক্ষিতে ক্রীড়ামন্ত্রীর নৈতিক দায়িত্ব নেওয়া উচিত বলেও মন্তব্য করা হয়।

নবান্নের বক্তব্য, তদন্ত প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ রাখতে কোনওরকম প্রশ্নচিহ্ন না রাখতেই এই সিদ্ধান্ত। যুবভারতীর ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শেষ হলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

জবাব তলব রাজীবেরও

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারকে শোকজ। শোকজ করল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে নির্দেশে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম কুমার রায়ের নেতৃত্বে তৈরি হওয়া ওই কমিটি। আর এই শোকজের জবাব চাওয়া হয়েছে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে। যেখানে মুখ্যসচিব ও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম কুমার রায় জানিয়েছেন, ঘটনার দিন পুলিশের ভূমিকা কী ছিল, কীভাবে ব্যবস্থাপনা সাজানো হয়েছিল, কীভাবে চলছিল নজরদারি, সেই বিষয়ে রিপোর্ট দিতে হবে পুলিশকে। পুলিশ ও ক্রীড়া দপ্তরের কাছ থেকেও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। শুধু রাজ্য পুলিশের ডিজি-ই নন, পাশাপাশি বিধাননগর পুলিশ কমিশনার মুকেশ কুমার, যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব রাজেশ কুমার সিন্‌হাকেও শোকজ করা হয়েছে। প্রশাসনিক স্তরে আরও কঠোর পদক্ষেপ হিসেবে সাসপেন্ড করা হয়েছে ডিসি অনীশ সরকারকে। একই সঙ্গে অবিলম্বে বরখাস্ত করা হয়েছে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সিইও দেবকুমার নন্দনকে। তবে এভাবে রাজীব কুমারকে শোকজ করার ঘটনা কখনও ঘটেছে বলে মনে করতে পারছেন না কেউই।

এর পাশাপাশি বলে রাখা শ্রেয়, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম কুমার রায়ের নেতৃত্বাধীন ওই কমিটিতে ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, স্বরাষ্ট্র সচিব নন্দিনী চক্রবর্তীও। সেই কমিটির দেওয়া প্রাথমিক রিপোর্ট জমা

পড়ে মঙ্গলবার। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায়ের নেতৃত্বাধীন তদন্ত কমিটির প্রাথমিক রিপোর্টে যে সমস্ত ত্রুটি ও অনিয়মের কথা উঠে এসেছে, তার ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ বলে নবান্ন সূত্রে খবর। বিশেষ করে নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যর্থতা, স্টেডিয়ামের ভিতরে নিষিদ্ধ সামগ্রী প্রবেশ এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণে গাফিলতির বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়।

শুধু তাই নয়, এর পাশাপাশি তদন্ত কমিটির সুপারিশ মেনে যুবভারতীতে ভাঙচুরের পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখতে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করা হয়েছে। সিটের সদস্য হিসেবে থাকছেন জাভেদ শামিম, মুরলীধর শর্মা, সুপ্রতিম সরকারের মতো উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা। এই সিট ঘটনার পেছনের দায়িত্ব নির্ধারণ, সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির ভূমিকা এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রুখতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, তা বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখবে।

প্রসঙ্গত, গত শনিবার ফুটবলার লিওনেল মেসির উপস্থিতিতে তুমুল বিশৃঙ্খলার ছবি সামনে আসে। মেসিকে দেখতে না পেয়ে ভাঙচুর চালায় ক্ষুব্ধ জনতা। কয়েক মিনিটের মধ্যে তছনছ হয়ে যায় গোটা স্টেডিয়াম। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এই ভাঙচুরের ঘটনায় প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট সামনে আসতেই একগুচ্ছ কড়া শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের তরফে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, এই ঘটনায় দায়িত্বহীনতা বা নিরাপত্তায় গাফিলতি কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।

প্রসঙ্গত, ঘটনার দিন মেসি মাঠে প্রবেশ করার আগেই উপস্থিত হয়েছিলেন রাজীব কুমার। ঘটনার পর সাংবাদিক বৈঠকও করেন ডিজি। সেই ঘটনায় এবার শোকজ করা হল রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারকে। তবে এটা ঠিক যে রাজীব কুমারকে শোকজের ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে সেভাবে কখনও অভিযোগ উঠতে দেখা যায়নি।

ছাঁটাইয়ের আঁচ দুই শিবিরেই ● আতঙ্ক নয়, বলছে কমিশন

মাথাব্যথা ভবানীপুর? বিশেষ বৈঠক নেত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের খসড়া তালিকায় নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার ভোটারের নাম বাদ পড়তেই তৎপর হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার ভবানীপুরের আট জন কাউন্সিলর এবং বিএলএ-টুদের নিয়ে বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বার্তা দেন, কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে শুনানি পর্বে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে হবে এবং নাম পুনরায় তালিকাভুক্ত করতে সব রকম সাহায্য করতে হবে।

নবান্ন ও দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, খসড়া তালিকায় ভবানীপুরে মোট ৪৪ হাজার ৭৭০ জনের নাম বাদ পড়েছে। এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর নিজের বুথ, মিত্র ইনস্টিটিউশন বুথেও ১২৭ জনের নাম নেই। ওই ১২৭ জনের মধ্যে ১৩ জন মৃত হিসেবে চিহ্নিত হলেও, অধিকাংশ ভোটারকে 'অনুপস্থিত' বা 'স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত' দেখানো হয়েছে। এই পরিস্থিতির পরেই বৈঠক ডাকেন মুখ্যমন্ত্রী।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও সুব্রত বক্সী। এছাড়া দক্ষিণ কলকাতা জেলা তৃণমূলের সভাপতি দেবাশীস কুমার, সন্দীপ রঞ্জন বক্সী, অসীম বসু-সহ ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলররাও উপস্থিত ছিলেন। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন, মৃত ও স্থানান্তরিত হিসেবে চিহ্নিত ভোটারদের তালিকা বিশেষ ভাবে খতিয়ে দেখতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে জীবিত ভোটারদের মৃত দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে, সেগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে যাচাই করার কথাও বলেন তিনি।

বিশেষ করে ভবানীপুরের ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের দিকে বাড়তি নজর দিতে স্থানীয় কাউন্সিলর অসীম বসুকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। অতীতে এই এলাকায় বহিরাগতদের বসবাস এবং ভোটার তালিকা সংক্রান্ত অভিযোগ উঠেছিল। সেই কারণেই ওই ওয়ার্ডে বাড়তি সতর্কতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে দলীয় সূত্রের খবর। একই সঙ্গে খিদিরপুর-সহ ভবানীপুর বিধানসভা এলাকার একাধিক ওয়ার্ডে নজরদারির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ফিরহাদ হাকিমকে। কালীঘাট সংলগ্ন ওয়ার্ডগুলির ক্ষেত্রে দেবাশীস কুমারকে বিশেষ ভাবে দেখভালের নির্দেশ দিয়েছেন দলনেত্রী।

শুনানি পর্ব শুরু হলে প্রতিটি যোগ্য ভোটারের পাশে দাঁড়াতে হবে বলেও নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। আগের মতো এলাকাভিত্তিক ক্যাম্প করে, প্রয়োজনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের সাহায্য করার কথা বলা হয়েছে। রাজ্য সরকারের 'মে আই হেল্প ইউ' ক্যাম্পে ভোটারদের নিয়ে গিয়ে কাগজপত্র সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতেও বলা হয়েছে। বহুতল এলাকাগুলিতে বিশেষ নজর রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিএলএদের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কেও খোঁজ নেন। অনেক বিএলএ জানান, তাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। যাঁরা ফর্ম ফেরত দেননি, তাঁদের সঙ্গেও আবার যোগাযোগ করতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন, কোনও বৈধ ভোটারের নাম যাতে বাদ না যায়, তা নিশ্চিত করা প্রশাসন ও দলের সকলের দায়িত্ব।

খসড়া তালিকা প্রকাশের পর গোটা রাজ্যেই প্রায় ৫৮ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। তার মধ্যেই ভবানীপুরে বিপুল সংখ্যক নাম বাদ যাওয়াকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্তরে তৎপরতা বাড়ল বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

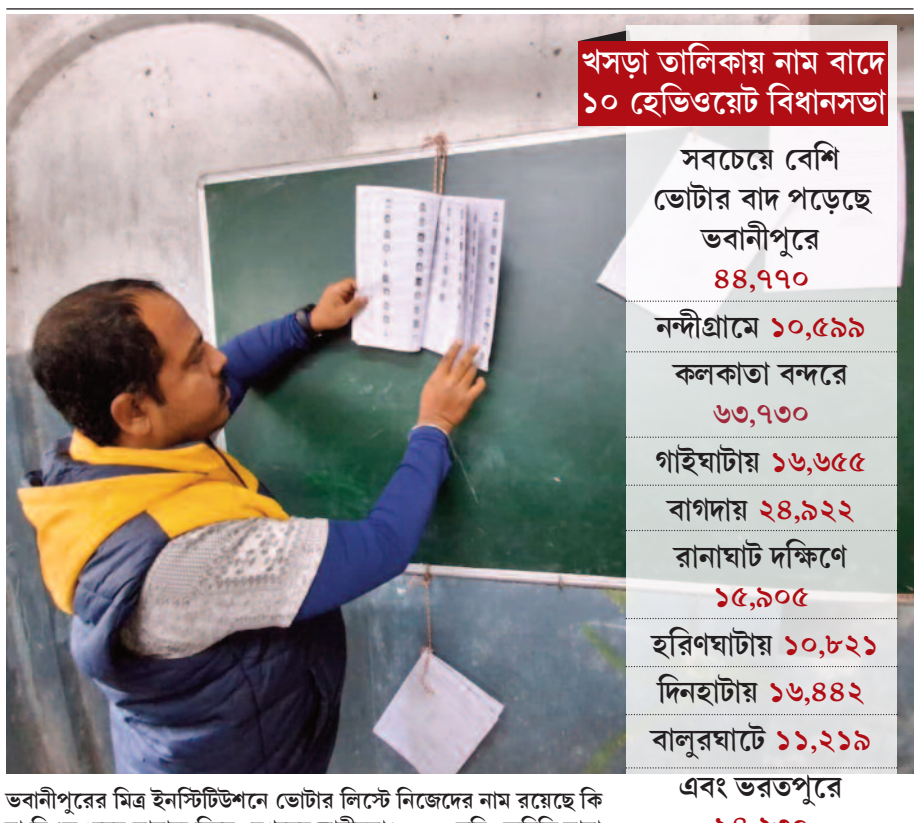

ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশনে ভোটার লিস্টে নিজেদের নাম রয়েছে কি না বিএলওদের সাহায্য নিয়ে দেখছেন স্থানীয়রা। ছবি: অদিতি সাহা

প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকার স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) ঘিরে যে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক টানাপোড়েন চলছিল, খসড়া তালিকা প্রকাশের পর তা নতুন মাত্রা পেল। মঙ্গলবার তালিকা সামনে আসতেই স্পষ্ট হয়ে গেল, ছাঁটাইয়ের আঁচ লেগেছে ক্ষমতা ও বিরোধী শিবিরের শীর্ষ নেতৃত্বের নিজস্ব ভোটকেন্দ্রেও।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভা ক্ষেত্র ভবানীপুরে আগেই আশঙ্কা করা হচ্ছিল বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ পড়তে পারে। খসড়া তালিকা সেই আশঙ্কাকেই বাস্তবে রূপ দিল। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান বলছে, মুখ্যমন্ত্রী যে বুথে ভোট দেন, সেখানেই তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে ১২৭ জনের নাম। গোটা ভবানীপুর জুড়ে এই সংখ্যা কয়েক দশক হাজারে পৌঁছতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রে আগে ইঙ্গিত মিলেছিল।

একই ছবি ধরা পড়েছে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ক্ষেত্রেও। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকে জয়ী হন তিনি। সেই কেন্দ্রেই এসআইআর প্রক্রিয়ায় প্রায় ১০ হাজার নাম বাদ পড়তে পারে বলে আগাম অনুমান ছিল। খসড়া তালিকা অনুযায়ী, শুভেন্দু যে বুথের ভোটার, সেখানে ১১ জনের নাম আর নেই তালিকায়।

তবে এই দুই কেন্দ্র কোনও ব্যতিক্রম নয়। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সারা পশ্চিমবঙ্গে ৫৮ লক্ষেরও বেশি ভোটারের নাম খসড়া তালিকা থেকে ছাঁটাই হয়েছে। রাজ্যের প্রায় প্রতিটি বুথেই একাধিক ভোটারের নাম বাদ পড়ার নজির মিলছে। এর মধ্যেই একাধিক জায়গা থেকে অভিযোগ উঠছে, ভুয়ো নয়, বরং প্রকৃত ও নিয়মিত ভোটারদের নামও তালিকা থেকে হারিয়ে গিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে আতঙ্কে না ভোগার বার্তা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী এক মাস ধরে বুথে বুথে উপস্থিত থাকবেন বুথ লেভেল অফিসাররা (বিএলও)। তাঁদের কাছেই থাকবে খসড়া ভোটার তালিকার মুদ্রিত কপি। অনলাইনে নাম খুঁজে না পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ভোটারকে নিজের বুথে গিয়ে বিএলও-র সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকেই নাম যাচাই ও প্রয়োজনীয় সহায়তা মিলবে।

এছাড়াও প্রতিটি বুথে এএসডি তালিকা টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের ওয়েবসাইটেও এই সংক্রান্ত তথ্য আপলোড করা রয়েছে। কমিশন আরও জানিয়েছে, এত কিছুর পরও যদি কারও নাম খসড়া তালিকায় না পাওয়া যায়, তাহলে অনলাইনে ফর্ম-৬ পূরণ করে পুনরায় নাম নথিভুক্ত করার আবেদন করা যাবে। আবেদন জমা পড়ার পর সংশ্লিষ্ট ভোটারকে শুনানির জন্য ডাকা হবে। উপযুক্ত নথি যাচাইয়ের পরেই চূড়ান্ত তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

খসড়া তালিকা প্রকাশের পর রাজ্যজুড়ে যে প্রশ্নটা সবচেয়ে জোরালোভাবে উঠছে, এই ছাঁটাইয়ের জালে শেষ পর্যন্ত কতজন প্রকৃত ভোটার পড়লেন, আর কতজনই বা নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় নিজেদের ভোটাধিকার ফেরত পাবেন? উত্তর মিলবে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের দিনই।

শুনানিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ: কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পর্ব শুরু হল মঙ্গলবার থেকে। এ দিন খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পরই শুরু হয়েছে দাবি, আপত্তি ও শুনানির পর্যায়, যা চলবে আগামী ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। এই পর্ব শুরু হতেই কমিশনের প্রকাশিত 'লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সি' বা যুক্তিগত অসঙ্গতির তথ্য ঘিরে নতুন করে নজর পড়েছে একাধিক জেলায়, বিশেষত দক্ষিণ ২৪ পরগনায়।

নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্যে দেখা যাচ্ছে, যুক্তিগত অসঙ্গতির সাতটি ক্যাটাগরির মধ্যে চারটিতেই শীর্ষে রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা। কমিশনের পরিভাষায় যুক্তিগত অসঙ্গতি বলতে মূলত ভোটার ফর্মে পারিবারিক সম্পর্ক, নাম বা বয়স সংক্রান্ত এমন কিছু তথ্যকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে স্বাভাবিক যুক্তির সঙ্গে অমিল রয়েছে।

এই তালিকায় প্রথমেই রয়েছে এমন ফর্ম, যেখানে একজন ভোটারকে বাবা বা মা হিসেবে দেখিয়ে ছয় বা তার বেশি সন্তানের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে। কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, এই ধরনের ফর্ম সবথেকে বেশি জমা পড়েছে মুর্শিদাবাদ জেলায়-মোট ৪ লক্ষ ৭ হাজার ৬৫টি। সবচেয়ে কম এই ধরনের ফর্ম পাওয়া গিয়েছে ঝাড়গ্রাম জেলায়, ৭ হাজার ৭২৭টি।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা যেসব ক্যাটাগরিতে শীর্ষে রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম বাবার নামে গড়মিল। এই জেলায় এমন ফর্ম জমা পড়েছে ৯ লক্ষ ৩৩ হাজার ৮৭২টি। তুলনায় সবচেয়ে কম এই ধরনের ফর্ম পাওয়া গিয়েছে কালিম্পং জেলায়, ৪৪ হাজার ২০টি। একই ভাবে বাবা-মায়ের সঙ্গে সন্তানের বয়সের ফারাক ১৫ বছর বা তার কম, এমন যুক্তিগত অসঙ্গতির ক্ষেত্রেও দক্ষিণ ২৪ পরগনা শীর্ষে। ওই জেলায় এমন ফর্ম জমা পড়েছে ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭০২টি। এই ক্যাটাগরিতে সবচেয়ে কম ফর্ম জমা পড়েছে কালিম্পং জেলায়, ১০ হাজার ৫৬৯টি।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্যাটাগরি হল, ৪৫ বছর বা তার বেশি বয়সে প্রথম বার ভোটার তালিকায় নাম তোলার আবেদন। এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি আবেদন জমা পড়েছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, ২ লক্ষ ৫৯ হাজার ৮৮১টি। এখানে সবচেয়ে কম এই ধরনের ফর্ম জমা পড়েছে কালিম্পং জেলায়, ১১ হাজার ৯৪৭টি।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, এই ধরনের যুক্তিগত অসঙ্গতি থাকা ফর্মের মোট সংখ্যা প্রাথমিক ভাবে ধরা হয়েছে প্রায় ১ কোটি ৬৩ লক্ষ ৫১ হাজার ১৭৩টি। তবে এর মধ্যে বহু ফর্মেই একাধিক ক্যাটাগরির অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। প্রাথমিক ঝাড়াই-বাছাইয়ের পর প্রকৃত সংখ্যাটি ১ কোটি ৩৬ লক্ষের কাছাকাছি নামতে পারে বলে কমিশনের অনুমান। কমিশনের তরফে এটাও স্পষ্ট করা হয়েছে, পুনরায় যাচাইয়ের পর এই সংখ্যাও আরও কমে আসবে।

কমিশনের বক্তব্য, এই যুক্তিগত অসঙ্গতি মানেই কোনও ভোটার বাদ পড়বেন, এমন নয়। শুনানি ও যাচাই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই প্রতিটি ক্ষেত্র খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সেই কারণেই খসড়া তালিকা প্রকাশের পরবর্তী এই শুনানি পর্বকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বলে মনে করছে নির্বাচন কমিশন।

আইপিএলের মিনি নিলামে মেগা বস কেকেআর

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাতে ছিল ৬৩ কোটিরও বেশি টাকা। আইপিএল মিনি নিলামে তাই শুরু থেকেই নজর ছিল কেকেআরের দিকে। টার্গেটের এক নম্বরে যে নামটি ছিল, তা নিয়ে কোনও দ্বিধাই ছিল না, ক্যামেরন গ্রিন। প্রত্যাশা অনুযায়ীই ইতিহাস গড়ল নাইট শিবির। সর্বকালের রেকর্ড ভেঙে ২৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকায় অজি অলরাউন্ডারকে দলে নিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। আগামী মরশুমে বেগুনি জার্সিতেই দেখা যাবে গ্রিনকে।

সংক্ষিপ্ত বা মিনি নিলাম সাধারণত দল গড়ার বড় মঞ্চ নয়। বেশির ভাগ ফ্র্যাঞ্চাইজি এটাকে দেখে ফাঁকফোকর ভরাট বা 'ফাইন টিউনিং'-এর জায়গা হিসেবে। কিন্তু এবারের কেকেআরের পরিস্থিতি ছিল আলাদা। গত মেগা নিলামে কাঙ্ক্ষিত ভারসাম্য গড়ে ওঠেনি। তার উপর বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারকে রিলিজ করায় দলে তৈরি হয়েছিল একাধিক শূন্যস্থান। সবচেয়ে বড় ঘাটতি ছিল একজন পাওয়ার হিটার অলরাউন্ডারকে নিয়ে। আন্দ্রে রাসেলের অবসরের পর সেই শূন্যতা কার্যত প্রকট হয়ে উঠেছিল। মিডল অর্ডারে দাপট, ডেথ ওভারে ছক্কার ঝড় এবং প্রয়োজনে বল হাতেও অবদান;এই তিনের মিশেল খুঁজছিল কেকেআর। ক্যামেরন গ্রিন সেই অর্থে আদর্শ প্যাকেজ। ব্যাট হাতে ম্যাচের রাশ নিজের দিকে টেনে নিতে পারেন তিনি। আবার দরকারে মিডিয়াম পেসে কয়েক ওভার বল করতেও সক্ষম। বয়স কম হওয়ায় ভবিষ্যতের দিক থেকেও

বিনিয়োগটা নিরাপদ বলেই মনে করছে নাইট শিবির।

নিলামের শুরু থেকেই গ্রিনের জন্য ঝাঁপায় কেকেআর। মাঝপথে রাজস্থান রয়্যালস কিছুক্ষণ লড়াই করলেও আসল টানাপোড়েন তৈরি হয় চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত ২৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকার বিডে সিএসকেকে টপকে যায় নাইটরা। যদিও এই পুরো অঙ্ক গ্রিনের পকেটে যাবে না। নিয়ম অনুযায়ী একটি অংশ যাবে বিসিসিআইয়ের প্লেয়ার্স ওয়েলফেয়ার ফান্ডে। তবু এত বড় অঙ্ক খরচ করেও সন্তুষ্ট কেকেআর। সিইও বেঙ্কি মাইশোর স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, 'আমরা আমাদের নির্ধারিত সীমার মধ্যেই পছন্দের ক্রিকেটারকে পেয়েছি।'

গ্রিনের পাশাপাশি কেকেআরের আরেক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল একজন উইকেটরক্ষক ব্যাটার। মিনি নিলামের আগে নাইট শিবিরে কোনও বিশেষজ্ঞ উইকেটরক্ষকই ছিলেন না। সেই অভাব পূরণ করতে ফিন অ্যালেনের দিকে ঝাঁপায় তারা। টপ অর্ডারে আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি উইকেটের পিছনে নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে অ্যালেনের। এছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ে খুব বেশি তারকার পেছনে যায়নি কেকেআর। ভেঙ্কটেশ আইয়ারের জন্য কিছুদূর লড়াই চললেও শেষ পর্যন্ত ৭ কোটি টাকায় তিনি চলে যান রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে। সব মিলিয়ে মিনি নিলামে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে কেকেআর, দল পুনর্গঠনের পথে তারা ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত, আর সেই ঝুঁকির মুখ ক্যামেরন গ্রিন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৪/০৯/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৯৫১০ নং এফিডেভিট বলে আমি Bodrul Alam Sarkar S/o. Yeakub Ali Sarkar, R/o. Taragun, Hoera, Magra, Hooghly-712147, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Bodrul Alam Sarkar নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Badrul Alam Sarkar নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Bodrul Alam Sarkar & Badrul Alam Sarkar S/o. Yeakub Ali Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/১২/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৯৪৫ নং এফিডেভিট বলে Sujoy Datta S/o. Subhash Chandra Datta ও Sujoy Dutta, Sujay Dutta S/o. Suvash Chandra Dutta, S. Dutta, S. Ch. Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/০৮/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭২৩১ নং এফিডেভিট বলে আমি Hapija Khatun D/o. Khorsed Ali, R/o. Taragun, Hoera, Magra, Hooghly-712147, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Hapija Khatun D/o. Khorsed Ali বিবাহের পর নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Haphija Alam Sarkar W/o. Badrul Alam Sarkar, D/o. Sk Khorsed Ali নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Haphija Alam Sarkar W/o. Badrul Alam Sarkar, D/o. Sk Khorsed Ali & Hapija Khatun D/o. Khorsed Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৯৪৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Swapan Debnath ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bijoy Debnath ও B. K. Debnath সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৭ই ডিসেম্বর। ১ লা পৌষ। বুধ বার। ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ ও বিংশত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তত‌অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

(আজ পক্ষবর্ধিনী মহা দ্বাদশী তিথি।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ১৬/১২/২০২৫, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৮১৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Nuresha Khatun (old name) W/o. Md Ibrahim, R/o. Bandel Manushpur Basti, Bandel, Chinsurah, Hooghly-712123, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Nuresha Khatun নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Nurasha Begam (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Nurasha Begam & Nuresha Khatun W/o. Md Ibrahim সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Md Najim.

নাম-পদবী

আমি Nilima Malik D/o. Sailen Malik গত ইং ১৮/০১/২০০৮ তারিখে বিবাহের পর Nilima Malik Begam @ Mamtaj Begam W/o. Sk. Badsha সাং খানপুর, গুড়াপ, হুগলী, নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ০৩/০৫/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী কোর্টে ৩৪২০ নং এফিডেভিট বলে Nilima Malik Begam, Nilima Malick Begam, Nilima Malik ও Mamtaj Begam W/o. Sk. Badsha, D/o. Sailen Malik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Pratima Bag D/o. Late Basu Bag ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া বিবাহের পর Muskan Begum W/o. Sekh Rahim সাং দশঘড়া, স্টেশন বাজার, ধনিয়াখালী, হুগলী, নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ২৫/১১/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী কোর্টে ১১০৪০ নং এফিডেভিট বলে Muskan Begum W/o. Sekh Rahim ও Pratima Bag D/o. Late Basu Bag সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Pinky Das D/o. Sudhanya Das ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া বিবাহের পর Jinnatara Bibi W/o. Sekh Muktar Mondal সাং চেঁচুয়া, ধনিয়াখালী, হুগলী, নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ২৫/১১/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী কোর্টে ১১০৩৯ নং এফিডেভিট বলে Jinnatara Bibi W/o. Sekh Muktar Mondal ও Pinky Das D/o. Sudhanya Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Jhori Malik D/o. Sanyasi Malik গত ইং ০১/০১/১৯৯৫ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Sahida Begam সাং পোড়া বাজার, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৩০৫, নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ০২/১২/২০২৫ তারিখে S.D.E.M., চুঁচুড়া, হুগলী কোর্টে ৪৬ নং এফিডেভিট বলে Sahida Begam ও Jhori Malik D/o. Sanyasi Malik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Payel Belel D/o. Provas Belel & Kakali Belel ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Khadija Khatun সাং খানপুর পশ্চিমপাড়া, চন্ডীতলা, হুগলী-৭১২৭০২, নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ২৭/০১/২০২৫ তারিখে নোটারী পাবলিক, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৭১ নং এফিডেভিট বলে Khadija Khatun ও Payel Belel D/o. Provas Belel & Kakali Belel সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/১২/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৯৪৬ নং এফিডেভিট বলে Mousam Kr. Laha ও Mousam Kumar Laha S/o. Mihir Kumar Laha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/১২/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৮৬২ নং এফিডেভিট বলে Sk Kader Ali S/o. Sk Akram Ali ও Kader Ali S/o. Ekram Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/১২/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৯৪৪ নং এফিডেভিট বলে Sujit Kumar Bhar S/o. Lakshmi Narayan Bhar ও Sujit Bhar S/o. L. N. Bhar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/১২/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৯৪৩ নং এফিডেভিট বলে Swarup Kumar Das S/o. Sanat Kumar Das ও Swarup Das S/o. Sanat Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬২০৯ নং এফিডেভিট বলে Biplab Bhattacharyya S/o. Satya Narayan Bhattacharyya ও Biblap Bhattacharjee S/o. S. Bhattacharjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

আমি, SEKH MD RAJAB ALI MONDAL (পুরানো নাম), পিতা- BHIKU MONDAL, ঠিকানা- এন/৩২, কোটরা রোড, সাউথ সিটি, কাজীপাড়া, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১২৫। আমার নাম পরিবর্তন করেছি এবং এখন থেকে MD RAJAB ALI MONDAL (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। যেমনটি নোটারী এফিডেভিট বারাসাত উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ যার হলফনামা নম্বর ৪৮৭ তাং- ইংরেজী ১৫/১১/২০২৫ তারিখে ঘোষণা করা হয়েছে। SEKH MD RAJAB ALI MONDAL (পুরানো নাম)ও MD RAJAB ALI MONDAL (নতুন নাম) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

I, **MD ALAMIN,** S/O-ABDUL AZIM SARKAR (FATHER) AND JAHANARA BIBI (MOTHER) Residing at Notipota Road, South Kazipara, Near 4 No Railgate, P.O-Kazipara & P.S-Barasat, Dist- North 24 Pgs. W.B. PIN-700125 that in my Birth Certificate (No- Reg No-8844) my father's name was recorded as MD AJIM in the place of ABDUL AZIM SARKAR and my mother name is not written, On dated 11/08/2025 after the affidavit by 1st Class Judicial at Barasat Court vide no-3937, MD AJIM (OLD NAME) (FATHER of DECLARANT) and ABDUL AZIM SARKAR (NEW NAME) (FATHER of DECLARANT), is the same and one identical person in the eye of law.

নোটিশ

In the Court of Ld. District Delegate at Ranaghat
Misc (probate) case No. 23/2022
Petitioner : Yubaraj Karmakar
VS
Citees: Sabitri Karmakar & others

এতদ্বারা সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, Petitioner Yubaraj Karmakar উপরোক্ত আদালতে মৃত শান্তি বালা কার্মকার ওরফে শান্তি কার্মকার একখানি Will কে কেন্দ্র করিয়া Citee- Sabitri Karmakar & others এর বিরুদ্ধে অত্র Probate Suit আনায়ন করিয়াছেন। যদি উক্ত Probate Suit Citee No.3 Saturani Karmakar, W/O Ramen Karmakar, C/O Debraj Karmakar, residing at vill- 9/371/0 Jannagar Road, P.O & P.S- Srirampur, Dist- Hooghly, PIN-742201 বা তাহার কোন আত্মীয় বা চেনা পরিচিত ব্যক্তি বা কাহারও কোন অভিযোগ থাকে তাহা অদ্য হইতে আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে জানাইতে হইবে। অন্যথায় Petitioner পক্ষে একতরফা শুনানী হইয়া আদেশ হইবে।

আদেশানুসারে
Pritimay Das
সেরেস্তাদার
In the Court of Ld. District Delegate at Ranaghat

CHANGE OF NAME

I, **ABDUL KABIR KARIM,** S/O- ABDUL AZIM SARKAR (FATHER) AND JAHANARA BIBI (MOTHER) Residing at Notipota Road, South Kazipara, Near 4 No Railgate, P.O-Kazipara & P.S-Barasat, Dist- North 24 Pgs. W.B. PIN-700125 that in my Birth Certificate (No- Reg No-3228) my name was recorded as KABIR AZIM in the place of ABDUL KABIR KARIM, my father's name was recorded as AZIM KARIM in the place of ABDUL AZIM SARKAR and my mother name is not written, on dated 11/08/2025 after the affidavit by 1st Class Judicial at Barasat Court vide no-3014, KABIR AZIM (OLD NAME) and ABDUL KABIR KARIM (NEW NAME) & AZIM KARIM (OLD NAME) (FATHER of DECLARANT) and ABDUL AZIM SARKAR (NEW NAME) (FATHER of DECLARANT), are the same and one identical person in the eye of law.

নাম পরিবর্তন

আমি **Tisha Majumder** পিতা Rabin Das, স্বামী Subho Majumder নিবাস -১/১/৬০, ধরমবীর কলোনি, মাঙ্গিপাড়া লেন, ওয়ার্ড নং ১, আনখা, পো : কাঁচরাপাড়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩১৪৫ মহামান্য এসডিইএম (ফার্স্টক্লাস) কল্যাণী সমীপে তারিখ ৭.৪.২০২৫ হলফনামা দাখিল বলে ঘোষণা করছি যে, Shivyia Majumder আমার কন্যা এবং তার জন্ম তারিখ ০২.১২..২০২৩, হেলথ কেয়ার নার্সিংহোমে কিন্তু তার নাম পরিবর্তন করে Shrinidhi Majumder হিসেবে গণ্য হতে আগ্রহী। Shrinidhi Majumder এবং Shivyia Majumder এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

AFFIDAVIT

I, **Md. Badaruddin** S/O Late Md. Abdul residing at Holding No. 5/1, Mulajore Road, Jagaddal, Bhatpara (M), Dist.- North 24 Parganas, W.B. do hereby declare vide affidavit filed in the Court of the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore dated 09.12.2025 that my actual and correct name is Md. Badaruddin and it is recorded in my Aadhar, PAN, Ration Card and Identity Card of ESIC but in my PF record vide UAN- 101876441617 and Member ID-0000010114, my name has been recorded as Badaruddin Ansari inadvertently. Md. Badaruddin and Badaruddin Ansari is the same and one identical person.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১. শ্রী রবি কুমার নন্দী, ২. শ্রী ভানু নন্দী, উভয়ের পিতা- মৃত রমেশ চন্দ্র নন্দী, ৩. শ্রীমতী সরস্বতী টুডু, স্বামী- শ্রী মশাই টুডু, ৪. শ্রীমতি মালতি ধর, স্বামী- শ্রী ফটিক চন্দ্র ধর, ৫. শ্রী নিতাই নন্দী, ৬. শ্রী বিশ্বনাথ নন্দী, ৭. শ্রী ভোলানাথ নন্দী, ৮. শ্রীমতী গীতা শীল, স্বামী- শ্রী রবী শীল, ৯. শ্রীমতী গৌরি বিশ্বাস, স্বামী- শ্রী অমর বিশ্বাস, ১০. শ্রী স্বপন নন্দী ১১. শ্রী বপন নন্দী, উভয়ের পিতা- মৃত হরেকৃষ্ণ নন্দী, ১২. শ্রী বিপ্লব নন্দী, পিতা- মৃত জিতেন নন্দী, ১৩. শ্রীমতী আরতী দাস, স্বামী- মৃত কার্ত্তিক দাস, সকলের সাং- সন্ধ্যা মেছুয়াপাড়া, পোঃ- ঘূর্ণি, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০৩ সকলের পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত করা হয় গত ইং ১৮/১১/২০২২ তাং I-13774/22 নং আমমোক্তার দলিল বলে ১. শ্রী সুভাষ চন্দ্র, পিতা- মৃত সুকুমার চন্দ্র, ২. শ্রী তরুন সরকার, পিতা- মৃত দ্বারিকানাথ সরকার, ৩. শ্রী রাজ প্রবীর দেবনাথ, পিতা- মৃত শীতল কানু দেবনাথ, উক্ত আমমোক্তারগন হইতে গত ইং ২৩/০৫/২০২৫ তাং I-5553/25 নং দলীল বলে ৯৭ নং সোন্দা মৌজার খাতিয়ান নং- আর.এস.১৫১ ও এল.আর.৮৪৩/৪ নং এর দাগ নং আর.এস. ও এল.আর. ৬৪৩ এর মোট ৩.৩০ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন শ্রী মিঠুন বিশ্বাস, পিতা- স্বপন বিশ্বাস, সাং- সন্ধ্যা দাস পাড়া, পোঃ- ঘূর্ণি, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০৩ এবং ২৮/১১/২০২৫ তাং I-11773/2025 নং দলীল বলে উপরিউক্ত মৌজা ও খতিয়ান ও দাগ নং আর.এস. ও এল.আর. ৬৭৯,৬৪৩ এর মোট ৩.৭৫ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন মহাদেব বিশ্বাস, পিতা- বিশ্বনাথ বিশ্বাস, সাং- সুভাষপল্লী, পোঃ- বাঙ্গালঝি, থানা- চাপড়া, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১২৩, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন অভিযোগ থাকলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর- ১ B.L.&L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

নোটিশ

আমি মানিক চন্দ্র মিস্ত্রী, পিতা- ঁভুবন চন্দ্র মিস্ত্রী, ঠিকানা- ভেরিকুঠি, পো ও থানা- মগরা, জেলা, হুগলী- ৭১২১৪৮, এতদ্বারা জানাইতেছি যে, আমি বিগত ০৫ (পাঁচ) বৎসর অধিক কাল সময় চুঁচুড়া আদালতে ল' ক্লার্ক হিসাবে কর্মরত আছি। আমি পশ্চিমবঙ্গ ল' ক্লার্কস স্টেট কাউন্সিল কলকাতায় আমার লাইসেন্স ও এনরোলমেন্টের দরখাস্ত করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে কাউন্সিল অফিসে আপত্তি করিবেন।

নোটিশ

আমি রতন চন্দ্র মিস্ত্রী, পিতা -ঁ ভুবন চন্দ্র মিস্ত্রী, ঠিকানা- ভেরিকুঠি, পো ও থানা-মগরা, জেলা, হুগলী-৭১২১৪৮, এতদ্বারা জানাইতেছি যে, আমি বিগত ০৫ (পাঁচ) বৎসর অধিক কাল সময় চুঁচুড়া আদালতে ল' ক্লার্ক হিসাবে কর্মরত আছি। আমি পশ্চিমবঙ্গ ল' ক্লার্কস স্টেট কাউন্সিল কলকাতায় আমার লাইসেন্স ও এনরোলমেন্টের দরখাস্ত করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে কাউন্সিল অফিসে আপত্তি করিবেন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমারা, ১) শ্রী নিমাই পদ বিশ্বাস, পিতা- মৃত ঋষিকেশ বিশ্বাস, থানা- চাকদহ, সাং- বিষ্ণুপুর, পোঃ- পূর্ববিষ্ণুপুর, জেলা- নদীয়া, ২) শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস, পিতা- মৃত ঋষিকেশ বিশ্বাস, সাং- ২৩, নয়ন চাঁদ দত্ত স্ট্রীট, কোলকাতা- ৭০০০০৬, উক্ত ২ নং দাতা পক্ষে বিগত ইং ২৩/০৩/২০১০ তারিখে IV-1234 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী প্রতীম বিশ্বাস, পিতা- শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস, সাং- ২৩, নয়ন চাঁদ দত্ত স্ট্রীট, কোলকাতা- ৭০০০০৫, মহাশয়, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং ১৬/১১/২০১০ তারিখে I-4314/10 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা নাবালক সঞ্জয় বাইন, পিতা- শ্রী বিষু বাইন, পক্ষে অভিভাবিকা মাতা ও স্বয়ং শ্রীমতি পূর্ণিমা বাইন, স্বামী- শ্রী বিষু বাইন, সাং- বিষ্ণুপুর, পোঃ- পূর্ববিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, মহাশয় ও মহাশয়া মৌজা- ১৫১ নং পূর্ববিষ্ণুপুর, খতিয়ান নং- L.R. ৩০৬ ও ৩৪৩, দাগ নং- R.S.&L.R. ৯২২, মোট ১৩.২ শতক জমি ক্রয় করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে চাকদহ B.L.&L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, শ্রী বাবলু তালুকদার, পিতা- মৃত রাধাগোবিন্দ তালুকদার, সাং- মথুরগাছি, পোঃ- পূর্ববিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পক্ষে বিগত ইং ১৯/১২/২০১৩ তারিখে I-5275/13 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী তাপস সরকার, পিতা- মৃত রতন সরকার, সাং- বিষ্ণুপুর, পোঃ- পূর্ববিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, মহাশয়, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং ২০/০১/২০২৩ তারিখে I-325/23 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা শ্রী সুশীল কুমার বিশ্বাস, পিতা- মৃত দেবদাস বিশ্বাস, সাং- হাঁড়িপুকুর, পোঃ- পূর্ববিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, মহাশয়, মৌজা- ১৫২ নং মথুরগাছি, খতিয়ান নং- R.S. ৮৯৫ ও L.R. ৬৫৬, মোট ১০.২ শতক জমি ক্রয় করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে চাকদহ B.L.&L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, শ্রী বিশ্বনাথ রায়, পিতা- মৃত মনোরঞ্জন রায়, সাং- চুয়াডাঙ্গা, পোঃ- গৌরীপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পক্ষে বিগত ইং ২০/০২/২০১৫ তারিখে I-834/15 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, পিতা- মৃত মাধব চন্দ্র বিশ্বাস, সাং- চুয়াডাঙ্গা, পোঃ- গৌরীপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, মহাশয়, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং ১৬/০৬/২০১৫ তারিখে I-2558/15 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা শ্রী বিল্টু দত্ত, পিতা- মৃত হীরালাল দত্ত, সাং- চুয়াডাঙ্গা, পোঃ- গৌরীপুর, পিন- ৭৪১২২৩, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, মহাশয়, মৌজা- ১৬০ নং দুবড়া, খতিয়ান নং- R.S. ৬৯৬, L.R. ৬১, ৫৯০ ও ৭৮৫, দাগ নং- R.S. & L.R. ১৪৮১, মোট ০৪.২ শতক জমি ক্রয় করেন। পরবর্তীকালে উক্ত কোবলা গ্রহীতা বিগত ইং ১৯/০২/২০১৯ তারিখে I-1671/19 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা শ্রী জয়কৃষ্ণ বাউল, পিতা- শ্রী নিধন বাউল, সাং- চুয়াডাঙ্গা, পোঃ- গৌরীপুর, পিন- ৭৪১২২৩, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, মহাশয়, উপরিউক্ত মৌজা, খতিয়ান ও দাগে মোট ৪.২ শতক জমি ক্রয় করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে চাকদহ B.L.&L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা, ১) শ্রী সুধীন্দ্র নারায়ন দাস রায়, পিতা- মৃত সুরেন্দ্র নাথ দাস রায়, সাং- বিষ্ণুপুর, গোঃ পূর্ববিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, ২) শ্রী গোবিন্দ বাড়ুই, পিতা- শ্রী সুনীল বাড়ুই, সাং- হাড়িপুকুর, পোঃ- পূর্ববিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, উভয়ের জেলা- নদীয়া, উক্ত ২নং দাতা পক্ষে বিগত ইং ০৭/১২/২০১৭ তারিখে IV- 300/17 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী অভিজিৎ বিশ্বাস, পিতা- শ্রী অমিত বিশ্বাস, সাং- সহিষপুর, পোঃ- গৌরীপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, মহাশয়, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং ০৮/০৪/২০১৯ তারিখে I-1137 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা শ্রী কার্তিক বিশ্বাস, পিতা- মৃত গুরুপদ বিশ্বাস, সাং- নেউলিয়া, পোঃ- পূর্ববিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, মহাশয়, মৌজা- ১৫১ নং পূর্ববিষ্ণুপুর, খতিয়ান নং- R.S. ৪৫০, ৯৬৪, ও ৯৬৫, L.R. ১৬, ২৮৭৭, দাগ নং- R.S. & L.R. ১০৯৭ ও ১১৫১, মোট ০৫ শতক জমি ক্রয় করেন। পরবর্তীকালে উপরিউক্ত কোবলা গ্রহীতা বিগত ইং ০১/০৩/২০২৪ তারিখে I-1102/24 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা ১) শ্রী গোগাল কুমার রায়, পিতা- শ্রী প্রফুল্ল কুমার রায়, ২) শ্রীমতি রিক্তা রায়, স্বামী- শ্রী গোপাল কুমার রায়, উভয়ের সাং- কলেজপাড়া, পোঃ ও থানা- বনগ্রাম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, মহাশয়, উপরিউক্ত মৌজা, খতিয়ান ও দাগে মোট ০৫ শতক জমি ক্রয় করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে চাকদহ B.L. & L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণ দের জানানো হইতেছে যে মূল দলিল যাহা এ.ডি.এস.আর. সদর হুগলী অফিসে ২০০৩ সালে রেজিস্ট্রিকৃত, যাহার দলিল নাম্বার ০৫৬১৪, বুক নং-০১, ভলুম নং-১০৬, পাতা ৩৭৭-৩৮৪, (যেখানে **চন্দনা মল্লিক চন্দ্র বিক্রেতা** এবং **কল্যাণ কুমার সিংহ ক্রেতা**), জেলা হুগলী, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস চুঁচুড়া, থানা-চুঁচুড়া, হুগলী চুঁচুড়া পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ড এর অন্তর্গত, প্রতাপপুর মহল্লাস্থিত, মৌজা- হুগলীর সামিল, জে.এল. নং-১৯, আর. এস দাগ নং- ২২৭৯ যাহার আর. এস খতিয়ান নং- ৮২৯, এল. আর. দাগ নং- ২১৫২ যাহার হাল এল.আর. খতিয়ান নং-৬৭৬৬, **দিব্যেন্দু মুখার্জ্জী** নামে রেকর্ড ভুক্ত), জমি বাংলা মাপে ০১ কাঠা ১৪ ছটাক ০৭ বর্গফুট, যাহা আমার মক্কেল **দিব্যেন্দু মুখার্জ্জী** হারাইয়া ফেলেছেন এবং সেটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। একটি **জি.ডি. ই. ০২/১২/২০২৫** তারিখে **চুঁচুড়া থানার** অধিনে রুজু করা হইয়াছে, যাহার নং- ৯৫, এবং একটি হলফনামা (নোটারী পাবলিক চন্দননগর কোর্ট হুগলী, যাহার নং-০৮, তারিখ ০২/১২/২০২৫) জমা করেছেন। যদি কোনও ব্যক্তির বা সংস্থার উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে স্বত্বের অধিকার থাকে বা উক্ত দলিলে কোনও দাবি থাকে সেক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি থেকে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে নিচে উল্লেখিত ব্যক্তির সঙ্গে তথ্য প্রমান সহিত যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় মনে করা হবে সম্পত্তিতে কোনো দায় নেই এবং তৎপর কোনো দাবি স্বীকৃত হবে না।

শুভ্রজিত দত্ত (এ্যাডভোকেট)
ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট হুগলী, চুঁচুড়া
মো: ৭০০৩৪৩১৭৬১

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, **১) শ্রীমতী মালারাণী পাল**, স্বামী- শ্রী বংশী পাল, সাং-রঘুনাথপুর, পোঃ-মালবন্দি, থানা - গড়বেতা, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন নং - ৭২১১২৭। **২) শ্রীমতী শীলা বাগ**, স্বামী-শ্রী লক্ষন বাগ, সাং- মির্জাপুর, পোঃ-রাধাবল্লভপুর, থানা- গোঘাট, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৬১৬।

উপরোক্ত ব্যক্তিগণের নামিত ঘাটাল থানার অন্তর্গত গম্ভীরনগর মৌজায়, জে.এল. নং- ৩২, ৪৯৮ নং খতিয়ানে রেকর্ড হইতেছে, উপরোক্ত ব্যক্তিগণ I-1004-2023 নং volume এর A.D.SR. Ghatal Office ৩১.০১.২০২৩ তারিখে ৩৪২ নং রেজিষ্ট্রীকৃত পাওয়ারনামা প্রদান করিয়াছেন, পাওয়ারনামা প্রাপক হলেন **শ্রী সঞ্জিত বেরা**, পিতা-মৃত গান্ধীলাল বেরা, সাং-গম্ভীরনগর, পোঃ ও থানা–ঘাটাল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন নং– ৭২১২১২। এবং ৪) **শ্রীমতী অর্চ্চনা দোলুই**, স্বামী-শ্রী লক্ষীকান্ত দোলুই, সাং-রঘুনাথপুর, পোঃ–পিলখাঁ, থানা- খানাকুল, জেলা -হুগলী, পিন - ৭১২৬১৩। **৫) শ্রীমতী ললনা সামন্ত**, স্বামী- শ্রী ভূপাল সামন্ত, সাং ও পোঃ-ঘোড়াদহ, থানা-খানাকুল, জেলা - হুগলী, পিন – ৭১২৪১৭। **৬) শ্রীমতী কল্পনা খাঁড়া**, স্বামী-শ্রী সন্তোষ খাঁড়া, সাং-আড়খানা, পোঃ - সাহাপুর, থানা- দাসপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৬৪১। উপরোক্ত ব্যক্তিগণের নামিত ঘাটাল থানার অন্তর্গত গম্ভীরনগর মৌজায়, জে. এল. নং-৩২, ১৫৮৫, ১৫৮৬, ১৫৮৭ নং খতিয়ানে রেকর্ড হইতেছে, উক্ত ব্যক্তিগণ IV-1004-2015 নং volume এর A.D.S.R. Ghatal Office ২০.১১.২০১৫ তারিখে ৮০ নং রেজিষ্ট্রীকৃত পাওয়ারনামা প্রদান করিয়াছেন, পাওয়ারনামা প্রাপক হলেন **শ্রী অজিত বেরা**, পিতা-মৃত গোপাল বেরা, সাং-গম্ভীরনগর, পোঃ ও থানা-ঘাটাল, জেলা–পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন নং - ৭২১২১২ । উপরোক্ত পাওয়ারনামা মূলে পাওয়ার নামা প্রাপকগণ ঘাটাল সাব রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত 12.03.2024 তারিখে সম্পাদিত I–1417 নং দলিল মূলে **শ্রী শুভেন্দু সামন্ত**, পিতা-শ্রী গোবিন্দলাল সামন্ত, সাং- রঘুনাথচক্, পোঃ ও থানা–ঘাটাল, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন নং – ৭২১২১২ কে গম্ভীরনগর মৌজায় জে.এল. নং-৩২ সাবেক তথা হাল ০৫ নং দাগে মোট ২৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন ওজর আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে ঘাটাল বি.এল. এন্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Goutam Bera (Advocate)
Ghatal Court
Enrol. No.- F/1638/1631/1999

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণ দের জানানো হইতেছে যে মুল দলিল যাহা ডি.এস.আর.-১, অফিসে ২০০৮ সালে রেজিস্ট্রীকৃত, যাহার দলিল নাম্বার ০০৩৫২/ ২০০৮, বুক নং-০১, ভল্যুম নং-০৮, পাতা ২০৭-২১৬, (যেখানে সেখ অনাহার মন্ডল এবং ফিরদৌসি বেগম বিক্রেতাগন এবং উত্তম পাত্র ক্রেতা) এবং একই অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত, যাহার দলিল নাম্বার ০৮৬৬/২০১৫, বুক নং-০১, ভল্যুম নং-০৬০১/ ২০১৫, পাতা ৬১৩২৮/ ৬১৩৪১, (যেখানে উত্তম পাত্র বিক্রেতা এবং অনুয়া পাল ক্রেতা), উভয় দলিলের জেলা হুগলী, সাবরেজিষ্ট্রি অফিস চুঁচুড়া, থানা-পোলবা, মৌজা-অমরপুরের সামিল, জে.এল. নং- ৭৪, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নাম্বার-৩১৯, যাহার হাল এল.আর. খতিয়ান নং-১৪৩৯,(শ্রীমন্ত হেমব্রম নামে রেকর্ড ভুক্ত), জমি বাংলা মাপে ০২ কাঠা ০৮ ছটাক ০৬ বর্গফুট, যাহা আমার মক্কেল শ্রীমন্ত হেমব্রম হারাইয়া ফেলেছেন এবং সেটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একটি জি.ডি.ই. ০৭১২/২০২৫ তারিখে বাঁশবেরিয়া মিল টাউন আউট পোস্ট, মগরা থানার অধিনে রুজু করা হইয়াছে, যাহার নং-১৭৩ এবং একটি হলফনামা (এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট চুঁচুড়া কোর্ট হুগলী, যাহার নং-৩০, তারিখ ০৮/ ১২/ ২০২৫) জমা করেছেন। যদি কোনও ব্যক্তির বা সংস্থার উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে স্বত্বের অধিকার থাকে বা উক্ত দলিলে কোনও দাবি থাকে সেক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি থেকে ১৫(পনেরো) দিনের মধ্যে নিচে উল্লেখিত ব্যক্তির সঙ্গে তথ্য প্রমান সহিত যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় মনে করা হবে সম্পত্তিতে কোনো দায় নেই এবং তৎপর কোনো দাবি স্বীকৃত হবে না।

শুভ্রজিত দত্ত
এডভোকেট
মোবাইল নং- ৭০০৩৪৩১৭৬১

বিজ্ঞপ্তি

IN THE COURT OF LEARNED DISTRICT JUDGE, HOOGHLY AT CHINSURAH
Ref: Misc. Case No. 47 of 2024

In the matter of: - An application under Section 8 of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 for granting permission to sale the share of minor's in respect of schedule mentioned property.

AND

In the matter of: - **Sri Arunangshu Ghosh**, son of Late Nakuleswar Ghosh, aged about 54 years, of 136/1, Ramlal Dutta Road, Bhadrakali, P.O. Bhadrakali, P.S. - Uttarpara, Dist. Hooghly, Pin-712232. At present residing at "YUMANA RESIDENCY", of 1/11, Patel Colony. Jamnagar, Gujrat, Pin-361006. ....**Petitioner**

Versus

Miss Arnistha Ghosh, daughter of Sri Arunangshu Ghosh, of 136/1, Ramlal Dutta Road, Bhadrakali, P.O.- Bhadrakali, P.S.- Uttarpara, Dist. - Hooghly, Pin-712232. At present residing at "YUMANA RESIDENCY", of 1/11, Patel Colony, Jamnagar, Gujrat, Pin - 361006. ...**Opposite Party**

LIC Housing Finance Ltd., 1st Floor, Above Chitrajeet Furniture, Khadina More, Mukherjee Bagan, P.O.-Chinsurah R.S., P.S. - Chinsurah, Dist. - Hooghly, Pin-712102.
........**Pro-forma Opposite Party**

এতদ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে- অত্র মোকর্দ্দমার উপরিউল্লিখিত দরখাস্তকারী **শ্রী অরুনাংশু ঘোষ** উপরিউল্লিখিত প্রতিপক্ষ গনের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার প্রার্থনা করিয়া অত্র উপরিউল্লিখিত আদালতে এই মোকর্দ্দমাটি রুজু করিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তির কোন আপত্তি থাকে তবে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপযুক্ত নথিসহ উকিলবাবু মারফৎ অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় মোকর্দ্দমাটি আইন অনুযায়ী নিষ্পত্তি হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

District-Hooghly, P.S.- Uttarpara, J.L. No. 9, Mouza- Bhadrakali, under Uttarpara-Kotrung Municipality, 136/1, Ramlal Dutta Road, R.S. Khatian No. 1977, L.R. Khatian No. 8107, R.S. Dag No.- 2678/5783, present L.R. Dag No. 4852, Bastu land, area of land 0.037 acre (2 cottah 4 chittak), a two-storied building standing thereon. Butted and Bounded by:- East:- Flat of Other Person, West: Land of Seller, North: Land of Other Person, South: Municipal Road and 3ft. wide Common passage

দরখাস্তকারীর উকিলবাবু
শ্রীযুক্ত অলোক কুমার মুখোপাধ্যায়
অভিজিৎ ব্যানার্জী (Sheristadar)
District Judges Court Hooghly,
22-9-25

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, **১) শ্রীমতী ঝর্ণা হাইত**, স্বামী- শ্রী অমিত হাইত, সাং-মিলপাড়া, পোঃ ও থানা কাটোয়া, জেলা-বর্ধমান, পিন নং-৭১৩১৩০। **২) শ্রীমতী অপর্ণা জানা**, স্বামী- শ্রী অশোক জানা, সাং-উদয়পুর, পোঃ ও থানা-খানাকুল, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪০৬। ৩। **শ্রীমতী সুপর্ণা জানা**, স্বামী- শ্রী মানস জানা, সাং-১৬৮/২ তালপুকুর রোড, পোঃ- সরশুনা, থানা-ঠাকুরপুকুর, জেলা-দক্ষিন ২৪ পরগণা, পিন নং-৭০০০৬১। উপরোক্ত ব্যক্তিগণের নামিত ঘাটাল থানার অন্তর্গত গম্ভীরনগর মৌজায়, জে.এল নং-৩২, ১৬০১, ১৬০২, ১৬০৩ নং খতিয়ানে রেকর্ড রহিয়াছে, উক্ত ব্যক্তিগণ IV 1004-2017 নং volume এর A.D.S.R. Ghatal Office ০৬.০১.২০১৭ তারিখে ২ নং রেজিস্ট্রীকৃত পাওয়ারনামা প্রদান করিয়াছেন, পাওয়ারনামা প্রাপক হলেন **শ্রী স্বপন বেরা**, পিতা- মৃত বলাই চন্দ্র বেরা, সাং-গম্ভীরনগর, পোঃ ও থানা ঘাটাল, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন নং- ৭২১২১২। এবং **৪) শ্রীমত্যা লক্ষী রাণী বেরা**, স্বামী মৃত গোবিন্দ বেরা, সাং- গম্ভীরনগর, পোঃ ও থানা ঘাটাল, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১২১২। **৫) শ্রীমতী শিপ্রা মাইতি**, স্বামী - শ্রী সুব্রত মাইতি, সাং - রামনগর, পোঃ - আড়িশাভা, থানা- পাঁশকুড়া, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১১৩৯। **৬) শ্রী কাশীনাথ বেরা**, পিতা-মৃত শম্ভু চরণ বেরা, সাং- গম্ভীরনগর, পোঃ ও থানা ঘাটাল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১২১২।

উপরোক্ত ব্যক্তিগণের নামিত ঘাটাল থানার অন্তর্গত গম্ভীরনগর মৌজায়, জে. এল. নং- ৩২, ১৮০০, ১৮০৪, ১৫৯০ নং খতিয়ানে রেকর্ড হইতেছে, উক্ত ব্যক্তিগণ I-1004-2023 নং volume এর A.D.S.R. Ghatal office ৩১.০১.২০২৩ তারিখে ৩৪২ নং রেজিস্ট্রীকৃত পাওয়ারনামা প্রদান করিয়াছেন, পাওয়ারনামা প্রাপক হলেন **শ্রী সঞ্জিত বেরা**, পিতা-মৃত গান্ধীলাল বেরা, সাং- গম্ভীরনগর, পোঃ ও থানা ঘাটাল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন নং-৭২১২১২।

উপরোক্ত পাওয়ারনামা মূলে পাওয়ারনামা প্রাপকগণ ঘাটাল সাব রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১২.০৩.২০২৪ তারিখে সম্পাদিত I-1472 নং দলিল মূলে **শ্রীমতী প্রিয়াংকা মন্ডল**, স্বামী-শ্রী কমল মন্ডল, সাং-রঘুনাথচক্ পোঃ ও থানা-ঘাটাল, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন নং-৭২১২১২ কে গম্ভীরনগর মৌজায় জে.এল. নং-৩২ সাবেক তথা হাল ০৫ নং দাগে মোট ২৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন ওজর আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে ঘাটাল বি.এল. এন্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় এক তরফা মতে শুনানী সম্পন্ন হইবে।

Goutam Bera (Advocate)
Ghatal Court
Enrol. No.- F/1638/1631/1999

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী মহামান্য সিভিল জজ, জুনিয়ার ডিভিশন, দ্বিতীয় আদালত চুঁচুড়া
রেফা:- দেওয়ানী মোকর্দ্দমা নং ২৩/২০১২
বাদী :- শ্রী চিত্তরঞ্জন মণ্ডল
- বনাম -
বিবাদী :- মানিক কর্মকার দীং

(১) শ্রী মানিক কর্মকার, পিতা- মৃত কালীপদ কর্মকার, সাং - গ্রাম বেড়েলা, গয়লাপুকুর, পোঃ বেড়েলা, থানা- পাণ্ডুয়া, জেলা-হুগলী।
এতদ্বারা আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী চিত্তরঞ্জন মণ্ডল** পিতা মৃত রসিকলাল মণ্ডল, সাকিম- গ্রাম বেড়েলা, গয়লা পুকুর, পোষ্ট বেড়েলা, থানা - পাণ্ডুয়া, জেলা- হুগলী, অপর ব্যক্তির সহিত আপনার বিরুদ্ধে জেলা -হুগলী, থানা- পাণ্ডুয়া, জে.এল. নং ৬, মৌজা বেড়েলা, আর.এস. ও এল.আর. ৩৭৭৪ নং দাগের ১১ আনা পরিমানে .৩৭ শতকের মধ্যে উত্তর পূর্ব কোণে রাস্তার ধার হইতে দক্ষিণ দিকে লম্বা .০৮ শতকে মধ্যে পূর্ব দিকে অর্ধাংশে ০৪ শতক বাদে পশ্চিম দিকের বক্রী ০৪ শতক মাত্র তদুপরিস্থিত পাকা গৃহাদী যাহার চৌহদ্দি- উত্তরে পঞ্চায়েতের মোরাম পথ, দক্ষিনে ও পশ্চিমে ৩৭৭৪ নং দাগের বক্রী অংশ ও পুর্বে- উক্ত বাদীর গৃহ ও তাহার পর চার ফুট চওড়া গলি পথ বিষয়ে স্বত্ব সাব্যস্ত দাবী ও চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দাবী লইয়া উক্ত নং মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন, উক্ত নং মোকর্দ্দমা বিষয়ে আপনার কোনোরূপ বক্তব্য বা আপত্তি থাকিলে আপনি নিজে অথবা ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে উহা অত্র আদালতে আসিয়া দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক বাদীর অনুকূলে মোকর্দ্দমা মঞ্জুর হইবে।
বাদীর পক্ষে :
শীর্ষেন্দু বন্দোপাধ্যায় (উকিলবাবু)
আদালতের অনুমত্যানুসারে
সৌমিত্র চক্রবর্তী (সেরেস্তাদার)
সিভিল জজ, জুনিয়ার ডিভিশন, দ্বিতীয় আদালত চুঁচুড়া, হুগলী, 26.11.25

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৫০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬২৬৩৩

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার
সবর্ণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার গুড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪০৩১৬৮৯১৮।

ডিংগ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯২২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৮৬৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ
শ্রীধর অঙ্কন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৬৩৩২২০৬৫৯।

অবসর
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনস্থ অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৮৮৯৬/ ৭০৭৪৪৮৯৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭৭৬৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র কুন্ডু, ঠিকানা: হোল্ডিং নং- ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, মোঃ ৯৯৩৩৫০৩৩৩

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৭৭১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬৩০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন
প্রপ্রয়ে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩১২৬৭১।

A2Advantage Ad Agency
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গা, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৬০৮১৬৩৬৫৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাগড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওড়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওড়া-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১ পৌষ ১৪৩২, বুধবার

‘আত্মসমালোচনার বদলে নাটক’, দাবি সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ঘটনাকে ঘিরে ফের একবার শাসক দল ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। মঙ্গলবার দেওয়া এক কড়া বিবৃতিতে তিনি বলেন, গোটা বিশ্বের দরবারে পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশের মাথা হেঁট করার পরেও মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর প্রশাসনের মধ্যে ন্যূনতম অনুশোচনার চিহ্ন দেখা যায়নি। বরং দ্বিগুণ দম্ভ নিয়ে মিথ্যা প্রচার চালাতেই ব্যস্ত থেকেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেখানে তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ‘চরম ব্যর্থ’ আখ্যা দিয়ে বলেন, রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং রাজনৈতিক মদতেই যুবভারতীতে প্রকাশ্যে বেআইনি কার্যকলাপ চলেছে।

সুকান্তের অভিযোগ, রাজ্যবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভ ও লাগাতার প্রতিবাদের চাপে পড়েই এদিন মুখ্যমন্ত্রী লোক দেখানো পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছেন। মুখ্যসচিবকে দিয়ে কয়েকজন পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে তথাকথিত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁর দাবি, সাধারণ মানুষ ভাল করেই জানেন;এই সব প্রতীকী ও বাহ্যিক পদক্ষেপের কোনও বাস্তব গুরুত্ব নেই, এগুলি নিছক ধুলো দেওয়ার কৌশল।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, আসল অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আদৌ কী পদক্ষেপ করা হয়েছে? মুখ্যমন্ত্রীর মন্ত্রিসভার সেই কুখ্যাত ‘সেলফি-সম্রাট’ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এখনও কেন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি? কেন এখনও পর্যন্ত তাঁর গ্রেপ্তারের নির্দেশ জারি হয়নি, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি। সুকান্তের বক্তব্য অনুযায়ী, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফুটবল তারকা লিওনেল মেসিকে জোর করে আলিঙ্গন করা, নিরাপত্তা বিধি ভেঙে প্রকাশ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা এবং অশালীন সেলফি-নাটকে মেতে ওঠা, এই সব গুরুতর অভিযোগ সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী দিব্যি আইনের বাইরে রয়েছেন। তাঁর দাবি, পরে বাড়িতে বসে নাটকীয় পদত্যাগের ভান করে সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করলেও, বাংলার

যুবভারতী বিতর্ক

মানুষ এই ফাঁপা অভিনয়ে গলবে না। বিবৃতির শেষে সুকান্ত মজুমদার স্পষ্ট করে দেন, বিশ্ব দরবারে পশ্চিমবঙ্গের সুনাম ক্ষুণ্ণ করা কোনও সামান্য অপরাধ নয়। এর পরিণতি অনিবার্য, এবং সেই শাস্তি এড়ানোর কোনও রাস্তা নেই, এই বার্তাই তিনি শাসক শিবিরকে দিতে চেয়েছেন।

সুকান্তের অভিযোগ, ১৩ ডিসেম্বর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে নিরাপত্তা বিধি উপেক্ষা করে দর্শকদের কাছে জলের বোতল বিক্রি করা হয় অস্বাভাবিক উচ্চ মূল্যে। এই ঘটনার পর এতদিন কেটে গেলেও পুলিশ কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে। প্রতিমন্ত্রীর দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এই বেআইনি জলের ব্যবসার সূত্র ধরেই উঠে এসেছে এক রহস্যজনক নাম,‘বাবুসোনা’। সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য অনুযায়ী, গুরুতর অভিযোগ রয়েছে যে এই ব্যক্তি শাসক দলের এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর বিশেষ স্নেহধন্য। সেই মন্ত্রীই নাকি মেসির অনুষ্ঠানের দিন ফুটবল তারকার আশপাশে ঘোরাঘুরি করে অপ্রয়োজনীয় আলিঙ্গন ও ছবি তোলার চেষ্টা করছিলেন।

সুকান্তর আরও দাবি, প্রকাশ্যে আসা একাধিক ছবিতে দেখা যাচ্ছে, এই ‘বাবুসোনা’ ওই মন্ত্রীর সঙ্গে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার বৈঠকে একই টেবিলে বসে রয়েছেন। শুধু তাই নয়, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দপ্তর ও বাসভবনে তাঁর অবাধ যাতায়াত রয়েছে বলেও অভিযোগ। বিবৃতির শেষে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় দাবি করেন, রাজ্য পুলিশকে অবিলম্বে জনসমক্ষে সত্য তুলে ধরতে হবে। ‘বাবুসোনা’ আসলে কে, কোন ক্ষমতার জোরে তিনি ধরাছোঁয়ার বাইরে, এই সব প্রশ্নের উত্তর রাজ্যবাসী জানতে চায়।

অনিকেত মামলায় রাজ্যের অবস্থান জানতে চাইল আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোর বদলি সংক্রান্ত মামলায় মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর বেঞ্চ জানায়, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্য সরকারকে দু’সপ্তাহ সময় দেওয়া হল। এই সময়ের মধ্যে অনিকেত মাহাতোকে আরজি কর হাসপাতালে কাজে যোগদান করাতে হবে। একইসঙ্গে আদালতের নির্দেশ, আগামী ২ জানুয়ারি রাজ্যকে আদালতে জানাতে হবে, তারা কী পদক্ষেপ নিয়েছে।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে অনিকেত মাহাতোকে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ হাসপাতালে বদলি করা হয়। এই বদলি নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে তিনি হাইকোর্টে মামলা করেন। এই মামলায় বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর সিঙ্গল বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, বদলির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দফতর স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর মানেনি। এরপরই আদালত বদলি নির্দেশ খারিজ করে অনিকেতকে অবিলম্বে আরজি কর হাসপাতালে কাজে যোগদানের নির্দেশ দেয়।

রাজ্য সরকার সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায়। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চও সেই রায় বহাল রাখে। এরপর রাজ্য সুপ্রিম কোর্টে যায়। সুপ্রিম কোর্টও স্পষ্ট নির্দেশ দেয়, অনিকেত মাহাতোকে দু’সপ্তাহের মধ্যে আরজি কর হাসপাতালে কাজে যোগদান করাতে হবে। এই প্রসঙ্গে ড. অনিকেত মাহাতোর বক্তব্য, তাঁর র‍্যাঙ্ক ছিল ২৪। এদিকে আরজি কর হাসপাতালে অ্যানাস্থেশিয়া বিভাগে চারটি শূন্যপদ ছিল। একটি পদে তাঁর আগে থাকা একজনকে নিয়োগ করা হয়। দু’টি পদে ২৬ ও ৩৪ র‍্যাঙ্কধারী চিকিৎসক নিয়োগ পান। অথচ তিনি ২৪ র‍্যাঙ্ক নিয়েও নিয়োগ পাননি। সঙ্গে এও জানান, ৮৭১ জনের মধ্যে ৮৬৯ জনের পোস্টিং এসওপি মেনে হয়েছে, কিন্তু তাঁর ও আরও একজনের ক্ষেত্রে তা হয়নি। অনিকেতের অভিযোগ, বদলির সিদ্ধান্তে স্বচ্ছতার অভাব ছিল। এরপরই মঙ্গলবার আদালত জানায়, ২ জানুয়ারি রাজ্যকে জানাতে হবে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী তারা কী পদক্ষেপ নিয়েছে। আদালতের নজর এখন রাজ্যের কার্যকলাপের দিকে।

প্রেমিকাকে কুপিয়ে ৪ তলা থেকে ঝাঁপ প্রেমিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার পোস্তা থানা এলাকার শিবঠাকুর লেনে মঙ্গলবার সকালে প্রেমিকার বাড়িতে গিয়ে তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করার পর চারতলার বারান্দা থেকে ঝাঁপ দেন এক যুবক। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। আক্রান্ত তরুণী বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শিবঠাকুর লেনের বাসিন্দা শিখা সিংহের স্বামী দীপু সিংহের মৃত্যু হয়েছে প্রায় দু’বছর আগে। দুই সন্তানকে নিয়ে সংসার চালাচ্ছেন তিনি। দীপু জীবিত থাকতেই শিখার সঙ্গে পরিচয় হয় জগমোহন মল্লিক লেনের বাসিন্দা রাজেন্দ্র শর্মার। পরে তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে এবং প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

সূত্রের দাবি, দীপুর মৃত্যুর পর শিখা বিয়ের জন্য চাপ দিতে শুরু করেন। কিন্তু রাজেন্দ্র উপার্জন না-থাকায় বিয়েতে রাজি ছিলেন না। এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে অশান্তি চলছিল। মঙ্গলবার সকালে শিখা একাই বাড়িতে ছিলেন। সেই সময় রাজেন্দ্র হাজির হন। কিছুক্ষণের মধ্যেই শিখার আর্তচিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। তাঁরা দেখেন, রক্তাক্ত অবস্থায় সিঁড়ি দিয়ে নামছেন শিখা। অন্যদিকে স্থানীয়রা দেখেন, রাস্তায় ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ছটফট করছেন রাজেন্দ্র। খবর পেয়ে পোস্তা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাজেন্দ্রকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। শিখাকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে, বিয়ে নিয়ে বিবাদের জেরেই রাজেন্দ্র শিখাকে এলোপাথাড়ি কোপান এবং পরে আত্মঘাতী হন। তবে নেপথ্যে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ প্রতিবেশীদের বয়ান নিচ্ছে এবং ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে।

যুবভারতী-কাণ্ডে টাকা ফেরতই অগ্রাধিকার নবান্নের

নিজস্ব প্রতিবেদন: যুবভারতীতে মেসির অনুষ্ঠানের টিকিট কেটে যাঁরা মাঠে ঢুকতে পারেননি, তাঁদের টাকা ফেরানোই এখন নবান্নের অগ্রাধিকারের তালিকায় শীর্ষে। সরকারের অবস্থান, টিকিটের টাকা ফেরাতেই হবে, এর অন্য কোনও বিকল্প নেই। কী ভাবে সেই টাকা ফেরানো যায়, তা নিয়ে প্রক্রিয়াগত খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখা শুরু করেছে রাজ্য প্রশাসন।

নবান্নের বক্তব্য, টাকা ফেরানোর পদ্ধতি আদতে খুব জটিল নয়। তবে পারিপার্শ্বিক কিছু কারণে এখনও সেই প্রক্রিয়া শুরু করা যায়নি। সেই বিষয়গুলিই এখন খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইভেন্ট ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত মহলের মতে, এই ধরনের বড় অনুষ্ঠানে দর্শকদের টাকা ফেরানোর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে, এ কথা মাথায় রেখেই সাধারণত আয়োজন করা হয়। সেই কারণেই টাকা ফেরানোর নির্দিষ্ট পন্থা ও সময়সীমাও থাকে। শহরের এক নামী ইভেন্ট ব্যবস্থাপনা সংস্থার কর্ণধারের বক্তব্য, প্রস্তাবিত শোয়ের দিন থেকে সাধারণত ৯০ দিনের সময়সীমা ধরা থাকলেও বাস্তবে সাত থেকে দশ দিনের মধ্যেই টাকা ফেরানো সম্ভব। তাঁর কথায়, সারা বিশ্বেই এমন ঘটনা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে, তাই এই প্রক্রিয়া সহজ হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবারের অনুষ্ঠানে যুবভারতীর গ্যালারির জন্য প্রায় ৪৮ হাজার টিকিট ছাড়া হয়েছিল। এর মধ্যে প্রায় ১৪ হাজার ছিল সৌজন্যমূলক টিকিট, যার জন্য কোনও টাকা নেওয়া হয়নি। বাকি প্রায় ৩৪ হাজার টিকিট বিক্রি করা হয়। সেই টিকিট কাটা দর্শকরাই টাকা ফেরত পাওয়ার দাবিদার হবেন।

তবে প্রক্রিয়াটি জটিল না-হলেও একটি বড় প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা সামনে এসেছে। শতদ্রুর সংস্থার আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি নিজেই সর্বেসর্বা। তাঁর অনুপস্থিতিতে কে সংস্থার হয়ে আর্থিক নির্দেশ দেবেন, কে সই করবেন, এই প্রশ্নগুলির স্পষ্ট উত্তর এখনও নেই। শতদ্রু বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে থাকায়, তাঁকে দিয়ে দ্রুত এই প্রক্রিয়া শুরু করা আইনি ভাবে কতটা সম্ভব, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

সিবিআই আদালতে হাজিরা এড়ালেন আখতার আলি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের বহুল আলোচিত দুর্নীতি মামলায় নতুন মোড়। প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি মঙ্গলবার আলিপুর বিশেষ সিবিআই আদালতে এড়িয়ে গেলেন হাজিরা। সম্প্রতি এই মামলায় তাঁকে অভিযুক্ত করে সিবিআই চার্জশিট পেশ করেছে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, আখতার আলি ও শশীকান্ত চন্দককে সশরীরে হাজিরা দিতে সমন পাঠানো হয়েছিল।

শশীকান্ত চন্দক আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন পান। কিন্তু আখতার আলি আদালতে উপস্থিত না থেকে কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন জানান। তাঁর আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি আদালতে জানান, ১৯ ডিসেম্বর বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর বেঞ্চে এই আবেদন নিয়ে শুনানি হবে। তিনি দ্রুত শুনানির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন এবং বিচারপতি সেনগুপ্ত মামলা গ্রহণের অনুমতি দেন।

আলিপুর আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী আখতার আলিকে ২৩ ডিসেম্বর সশরীরে হাজিরা দিতে হবে। সিবিআই আদালতও জানিয়েছে, হাইকোর্টে শুনানি নির্ধারিত রয়েছে ১৯ ডিসেম্বর। ফলে এই মামলার পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আইনি মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। এই ঘটনায় স্পষ্ট যে, আরজি কর দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে সিবিআই। তবে আখতার আলির আগাম জামিনের আবেদন আদালত কীভাবে বিবেচনা করে, সেটিই এখন মূল প্রশ্ন।

পশ্চিমি ঝঞ্ঝায় শীত বাধাপ্রাপ্ত সুপর্ণা...

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমি ঝঞ্ঝায় শীত বাধাপ্রাপ্ত সুপর্ণা...।

পৌষের দোরগোড়ায়ও শীতের প্রাবল্য নেই। কারণ, পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রবেশে শীতের পথ কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তাই হঠাৎ করে পারদ পতনের বদলে উলটে তার ঊর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

গত দু’দিন ধরে রাজ্যে তাপমাত্রা বাড়ার ছবি ধরা পড়েছে। এর মূল কারণ উত্তর-পশ্চিম ভারতে সক্রিয় পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী কয়েক দিন রাত ও দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি বা সামান্য উপরে থাকবে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, মঙ্গলবার দিনের আকাশ থাকবে পরিষ্কার। ভোরে কুয়াশার দাপট বজায় থাকবে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে ঘোরাফেরা করবে।

এদিকে সোমবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দক্ষিণবঙ্গের শীতলতম স্থান ছিল শ্রীনিকেতন। ১১.৪ ডিগ্রি

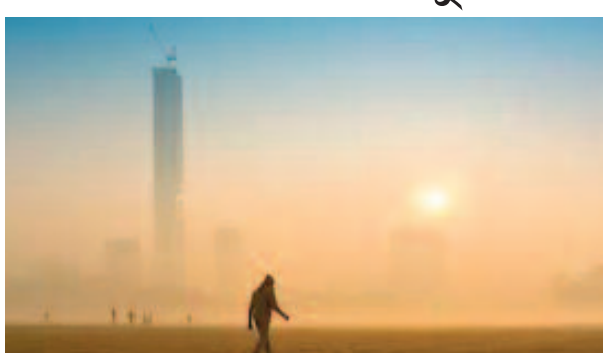

সেলসিয়াস। চলতি মরশুমে শ্রীনিকেতন বারবার পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রামকে পিছনে ফেলছে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি হলেও দক্ষিণবঙ্গে এখনও জমাট শীতের আমেজ আসেনি। তবে উত্তরবঙ্গে শীতের কামড় যথেষ্ট তীব্র। বিশেষত ওপরের পাঁচটি জেলায়। সোমবার উত্তরবঙ্গের সমতলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর দার্জিলিংয়ে রেকর্ড হয়েছে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা গোটা রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে কম।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া চলবে। সমুদ্রে কোনও নিম্নচাপ বা ঘূর্ণাবর্তের ইঙ্গিত নেই। তাই বড় কোনও পরিবর্তন আসছে না। আগামী পাঁচ থেকে সাত দিন কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। সোমবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৭ ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ০.১ ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ ৯০ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৪২ শতাংশ।

ভোটার হিয়ারিংয়ে ‘নোটিস বন্যা’, ২৩ ডিসেম্বর শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের ভোটার হিয়ারিং প্রক্রিয়া শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১৭ বা ১৮ ডিসেম্বর থেকে ভোটারদের কাছে সরাসরি নোটিস পৌঁছে দেওয়া হবে। এই নোটিস পৌঁছে দেবার দায়িত্বে থাকবেন প্রতিটি বুথের বিএলও। তবে নোটিস পাঠানোর জন্য এসএমএস বা ফোন কলের মাধ্যমে ডাক পাঠানো হবে কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়।

কমিশন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, হিয়ারিং শুরু হবে ২৩ ডিসেম্বর থেকে এবং তা বিডিও, এসডিও ও ডিএম অফিসে আয়োজন করা হতে পারে। প্রতিটি বিধানসভা এলাকা ধরে একজন ইআরও এবং ১০ জন এইআরও দায়িত্বে থাকবেন। মোট ১১ জনের এই টিম প্রতিটি হিয়ারিং টেবিলে উপস্থিত থাকবেন।

প্রাথমিক পরিকল্পনায় প্রতিদিন ৫০ জন ভোটারকে ডাকা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর ধারণা করা হচ্ছে যে হিয়ারিংয়ে ডাক পড়বে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোটারের। তাই প্রতিদিন একশো জনকে ডাকা হতে পারে, যাতে এই পর্ব দ্রুত সম্পন্ন করা যায়। নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপ ভোটার তালিকায় স্পষ্টতা আনার পাশাপাশি যে কোনও ত্রুটি দ্রুত সংশোধন করার সুযোগ দেবে। ভোটারদের সচেতন থাকার পাশাপাশি সময়মতো উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

খসড়া ভোটার তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের ১০ হেভিওয়েট কেন্দ্রের অবস্থা প্রকাশিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ভোটার ভবানীপুরে, সংখ্যা ৪৪,৭৮৭। নন্দীগ্রামে ভোটার ১০,৫৯৯, কলকাতা বন্দর ৬৩,৭৩০, গাইঘাটা ১৬,৬৫৫। বাগদায় ২৪,৯২২, রানাঘাট দক্ষিণে ১৫,৯০৫, হরিণঘাটায় ১০,৮২১, দিনহাটায় ১৬,৪৪২, বালুরঘাট ১১,২১৯ এবং ভরতপুরে ১৪,২৩০ ভোটার রয়েছেন। এই কেন্দ্রগুলো রাজ্যের ভোটারের ঘনত্ব ও রাজনৈতিক প্রভাবের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। ভোটার তালিকার এই খসড়া প্রকাশ প্রার্থীদের জন্য প্রস্তুতির পাশাপাশি জনসাধারণের তথ্য যাচাইয়ের সুযোগ দিচ্ছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এটি গুরুত্বপূর্ণ।

খসড়া তালিকায় বড় কাটছাঁট, অস্বস্তিতে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: কমিশনের হিসেব অনুযায়ী, ২ কোটি ৯৩ লক্ষ ৬৯ হাজার ১৮৮ জন ভোটারকে এমন শ্রেণিতে রাখা হয়েছে, যাঁদের নিজের নাম ২০০২ সালের তালিকায় নেই, তবে বাবা-মা বা আত্মীয়ের নাম রয়েছে। এঁরা প্রজন্মভিত্তিক ম্যাপিংয়ের আওতায় পড়েছেন। রাজ্যে এই ধরনের ভোটারের সংখ্যা ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ ৫৫ হাজার ৯৩৯।

এ ছাড়া প্রায় ৩০ লক্ষ ভোটারের ক্ষেত্রে ২০০২ সালের তালিকার সঙ্গে কোনও নাম বা পারিবারিক সূত্রই পাওয়া যায়নি। সব মিলিয়ে ভোটার তালিকার খসড়া প্রকাশের পর রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে অনিশ্চয়তা।

খসড়া তালিকা ঘিরে ক্ষোভ ও শুনানি সূচি নিয়ে বিক্ষোভ বিএলও ঐক্য মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকার খসড়া প্রকাশকে ঘিরে রাজ্যের সিইও দপ্তরের সামনে ফের মঙ্গলবার উত্তেজনা ছড়াল। তৃণমূলপন্থী বিএলও ঐক্য মঞ্চের সদস্যদের অভিযোগ, নির্ধারিত নিয়ম মেনে খসড়া তালিকা প্রকাশ হয়নি। সেই সঙ্গে কবে থেকে শুনানি শুরু হবে, তা নিয়েও নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকায় স্পষ্টতার অভাব রয়েছে বলে দাবি উঠেছে।

এই পরিস্থিতিতে বৈধ ভোটারদের নাম অকারণে বাদ যাওয়ার অভিযোগ তুলে পথে নামেন তৃণমূলপন্থীরা। তাঁদের অভিযোগ, বহু ক্ষেত্রে কোনও আগাম নোটিস বা যথাযথ যাচাই ছাড়াই ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ও আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, শুনানির তারিখ, স্থান ও প্রক্রিয়া নিয়ে পরিষ্কার নির্দেশ না থাকায় সমস্যার সমাধান আরও জটিল হয়ে উঠছে। দ্রুত স্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করে বাদ পড়া নাম ফের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো হয়েছে নির্বাচন কমিশনের কাছে। ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত না-হলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াই প্রশ্নের মুখে পড়বে, এই আশঙ্কাই এখন রাজনৈতিক মহলে সবচেয়ে জোরালো। মঙ্গলবার এসআইআর খসড়া তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, সঙ্গে মৃত, স্থানান্তরিত, ভুয়ো ভোটারের তালিকাও প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ২৩ ডিসেম্বর থেকে শুনানি শুরু হবে বলেও জানিয়েছে সিইও দপ্তর।

জাল ভোট ছাড়া তৃণমূলের কোনও গতি নেই: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের খসড়া ভোটার তালিকা। বাদ পড়েছে ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার ৮৯৮ জনের নাম। খসড়া তালিকা প্রকাশের পরবর্তী ধাপ হিসেবে শুনানি পর্বের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। খসড়া তালিকা প্রকাশের পর এদিন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, জাল ভোট ছাড়া তৃণমূলের কোনও গতি নেই। তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে ভোটের ব্যবধান ৪০ লক্ষ। তার মধ্যে ২০ লক্ষ সংখ্যালঘু ভোট। প্রকৃতপক্ষে ভোটের পার্থক্য মাত্র ৩ শতাংশ। তাঁর দাবি, জাল ভোট তৃণমূল দিত। তাই ভোটার তালিকা থেকে জাল ভোট বাদ গেলে তৃণমূলেরই ক্ষতি। বিজেপি নেতা অর্জুন সিং আরও বলেন, তৃণমূলের চুরি ছাড়া আর কোনও গতি নেই। এসআইআর প্রক্রিয়ার সময় তৃণমূলের বুথ লেভেল এজেন্টরা ছিলেন। কিন্তু রিপোর্ট জমা দেবার সময় তৃণমূলের বিএলএ-রা নথিতে সই করেননি। দল থেকে নাকি ওদের সই করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে বিজেপির বিএলএ-রা নথিতে সই করেছেন। প্রসঙ্গত, এসআইআর প্রক্রিয়ার পর ভাটপাড়ায় মোট ভোটারের প্রায় ২০ শতাংশ ভোটারের নাম বাদ গেছে। এপ্রসঙ্গে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, কর্মসূত্রে ভিন রাজ্য থেকে অনেকেই জুটমিলে কাজ করতে এসেছিলেন। অবসর নেওয়ার পর তাঁরা নিজের দেশে ফিরে গিয়েছেন। তবে প্রকৃত ভোটারেরা বিজেপিকে ভোট দেয়। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল ভোট মেশিনারি ও পুলিশকে কাজে লাগিয়ে জাল ভোট দেয়। স্বভাবতই, জাল ভোটারদের নাম বাদ যাওয়ায় তৃণমূলের ক্ষতি তো হবেই। প্রাক্তন

সাংসদের সংযোজন, ভাটপাড়ায় ভোটার তালিকা থেকে জাল ভোটারের নাম বাদ গেলে বিজেপির কোনও ক্ষতি হবে না। তাছাড়া প্রতি বছর ছয় থেকে সাত হাজার নতুন ভোটারদের নাম ওঠে। তাঁর দাবি, স্বচ্ছ তালিকায় বিজেপির জেতার মার্জিন অনেক বাড়বে। প্রসঙ্গত, তুলনামূলকভাবে নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রে বাদ যাওয়া ভোটারের শতাংশ কিছুটা কম।

এপ্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, নৈহাটিতে যারা বিএলও হয়েছেন তাঁরা অধিকাংশ সিপিএম কর্মী। পার্থ ভৌমিক ওখানে বিএলও-দের ম্যানেজ করে নিয়েছিল। তথাপি নির্বাচন কমিশনের কাছে অনেক অভিযোগও জমা পড়েছে। নির্বাচন কমিশন তার ওপর নজরও দিয়েছে। তাঁর দাবি, শুনানিতে নৈহাটিতে আরও অনেক নাম বাদ যাবে।

আজাদ মালিকের বিরুদ্ধে প্রথম সাপ্লিমেন্টারি প্রসিকিউশন ফাইল ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাকিস্তানি নাগরিক আজাদ মালিক ওরফে আহমেদ হোসেন আজাদ ওরফে আজাদ হোসেনকে কেন্দ্র করে পাসপোর্ট জালিয়াতির মামলায় ইডির কলকাতা জোনাল অফিস বিশেষ আদালত (পিএমএলএ) কলকাতায় প্রথম সাপ্লিমেন্টারি প্রসিকিউশন ফাইল জমা দিল। যেখানে নাম রয়েছে ইন্দুভূষণ হালদার ওরফে দুলাল এবং আরও চারজনের।

অর্থের বিনিময়ে বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভারতীয় পাসপোর্ট সংগ্রহে সহায়তা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আজাদ হোসেন এবং ইন্দুভূষণ হালদারকে। ঘটনার তদন্তে নেমে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি জানতে পারে এই চক্র দীর্ঘদিন ধরে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সক্রিয় ছিল এবং অবৈধ ভাবে পাসপোর্ট জোগাড়ের মাধ্যমে বিদেশি নাগরিকদের ভারতীয় পরিচয়পত্র পাইয়ে দিচ্ছিল।

এই প্রসঙ্গে ইডির তরফ থেকে জানানো হয়েছেস এই মামলায় অর্থ লেনদেনের যোগসূত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাসপোর্ট জালিয়াতির সঙ্গে অর্থপাচারের সম্পর্ক রয়েছে কি না, তা খুঁজে বের করাই মূল লক্ষ্য।

আদালতে দাখিল হওয়া অভিযোগপত্রে আরও কয়েকজনের নাম উঠে এসেছে, যাদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে।

সম্পাদকীয়

‘মৃত বিবাহ’ নিয়ে আদালতের পর্যবেক্ষণে নয়া বিতর্ক

পুনর্মিলনের যদি আর এক শতাংশ সম্ভাবনাও না থাকে আলাদা হয়ে যাওয়া দম্পতিকে ক্ষয়মৃত বিবাহক্ষয়-এ জোর করে আটকে রাখা যায় না। সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পরও এভাবে একসঙ্গে থাকা বা থাকতে বলাটা চরম নিষ্ঠুরতারই সমান। তাঁদের এই বন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়াই উচিত কাজ। এক ডিভোর্স মামলায় পারিবারিক আদালতের এক রায়কে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হয়েছিল একটি আবেদন। সেই আবেদনের শুনানিতে সম্প্রতি এমনই পর্যবেক্ষণ শোনাল কলকাতা হাইকোর্টের দুই বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। যা নিয়ে আপাতত শুরু হয়ে গিয়েছে তুমুল চর্চা। এখন অনেকেরই প্রশ্ন, তবে কি আদালত বিবাহ বিচ্ছেদে উৎসাহ দিচ্ছে? কেউ সমর্থন করে বলছেন, বাস্তবোচিত পর্যবেক্ষণ। ওই শুনানিতে আদালত আরও জানিয়েছে, কোনও বিবাহিত সম্পর্ক যদি ভেঙে পড়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তাহলে সেই সম্পর্ক চালিয়ে যাওয়া উভয় পক্ষের প্রতি নিষ্ঠুরতার সামিল। আদালতের বক্তব্য, হিন্দু বিবাহ আইন যে ধর্মীয় সংস্কার হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে বিবেচিত হয়ে এসেছে, সামাজিক পরিবর্তন ও বিবর্তনের সঙ্গে তার ধারণাতেও আমূল বদল এসেছে। বর্তমান সময়ে একাধিক মামলায় আদালত বারবার বলছে, যদি পুনর্মিলনের কোনও সম্ভাবনাই না থাকে, তাহলে দু’পক্ষকেই ‘ডেড ম্যারেজ’-এ আবদ্ধ করে রাখা উচিত নয়। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এই প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের একাধিক রায়ের উল্লেখ করে এই ধরনের সম্পর্ক নিয়ে বলে, এমন সম্পর্কে স্বামী, স্ত্রী দু’জনেই একে অপরের প্রতি মানসিক অত্যাচারের শিকার হন। ফলে এই ধরনের সম্পর্ক টিকে থাকাটা কারও পক্ষেই স্বাস্থ্যকর নয়। এই মৃত সম্পর্ক ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপরও প্রভাব ফেলে। যা কোনও মতেই কাম্য নয়। সমাজের পক্ষেও এটা ভালো উদাহরণ তৈরি করে না। তাই এই ধরনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বামী, স্ত্রী উভয়েরই এগিয়ে এসে ইতি ঘটানো উচিত। বর্তমান পরিস্থিতিতে আদালতের এই পর্যবেক্ষণ নিঃসন্দেহে বিবাহ নিয়ে নতুন বিতর্কের জন্ম দেবে।

শব্দছক ১৬

রবি দাস

১		■	২	৩	৪		■	৫	৬
	■	■	■	৭		■	■	■	
৮	৯	■	১০			১১	■	১২	
■	১৩			■	■	১৪			■
১৫		■	১৬		■	■	■		■
■	১	■	■	■	১৭	১৮	■	১৯	
■	২০		২১	■	■	২২			■
২৩		■	২৪	২৫	২৬		■	২৭	২৮
	■	■	■	২৯	২০	■	■	■	
৩০		■	৩১				■	৩২	

পাশাপাশি: ১. বেত্র ২. দুর্নাম ৫. মাটির উঁচু স্তূপ ৭. চোখ ও কানের মাঝখান ৮. নাসিকা ১০. উড়িষ্যার সংরক্ষিত এক বনভূমি ১২. জন্তু-জানোয়ারের দল ১৩. বড় থুতনি ১৪. চালাকের কাজ ১৫. কলুষ ১৬ প্রবাহিনী ১৭. নৌকার ছাউনি ১৯. কুমীর ২০. থমকে যাওয়ার অবস্থা ২২. গোয়ার এক সমুদ্রতট ২৩. কর্ণ ২৪. বর্ণনা ২৭. ভূমির প্রান্তদেশ ২৯. নেশার পানীয় ৩০. পরিকল্পনার চিত্রিতরূপ ৩১. অনামনস্ক ৩২. দুধ কাটিয়ে উৎপন্ন বস্তু

ওপর-নিচ: ১. মনঃকষ্ট ৩. সমবেদনা ৪. ভালোবাসার পুরুষজন ৬. প্রকান্ড ৯. বাক্যালাপ ১০. শব্দের অক্ষরসমূহ ১১. কাঠ-বাঁশের তৈরী উচ্চস্থান ১২. যে পাকিস্তানে বাস করে ১৮. তিন কোনের সমাহার ২১. কবিতা লেখেন যিনি ২৩. উদ্যান ২৫. বমি ২৬. দাঁত ২৮ ক্ষমা

সমাধান ১৫ — পাশাপাশি: ১. প্রদীপ ৩. গররাজি ৫. বিকশিত ৬. শরদিন্দু ৮. লক্ষশত ১০. হাতবন্দুক ১২. সমতাহীন ১৫. অবিরত ১৭. কনকনে ১৯. মীরামার ২১. নবতম ২২. বাদল

ওপর-নিচ : ১. প্রকাশ ২. কাক ৩. গতকাল ৪. জীবন্মৃত ৫. বিন্দুবিন্দু ৭. রচিত ৯. ক্ষমতা ১১. বর্বর ১৩. মধুকর ১৪. হীরক ১৫. অবস্থান ১৬. তরমীম ১৮. নেউল ২০. মাটি

আজকের দিন

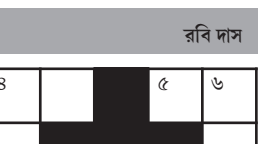

■ **১৯০৩** — প্রথম চালিত বিমান অরভিল এবং উইলবার রাইট উত্তর ক্যারোলিনার কিটি হকের কাছে একটি চালিত, ভারী বিমানের প্রথম টেকসই, নিয়ন্ত্রিত উড্ডয়ন অর্জন করেন।

■ **১৯৬১** — গোয়া ভারত অধিগ্রহণের মাধ্যমে ‘অপারেশন বিজয়’ সম্পন্ন হয়, যার মাধ্যমে গোয়া, দমন এবং দিউয়ের পর্তুগিজ উপনিবেশগুলি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

জন্মদিন

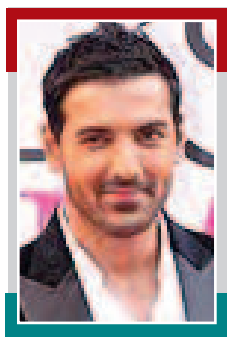

১৯৪৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সুরেশ ওবেরয়ের জন্মদিন।*

১৯৭২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা জন আব্রাহামের জন্মদিন।*

১৯৮৭ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় গৌরাঙ্গ বিশ্বাসের জন্মদিন।*

জন আব্রাহাম

রানাঘাট ও বনগাঁ

কাজের সময় কাজী কাজ ফুরালে পাজি!

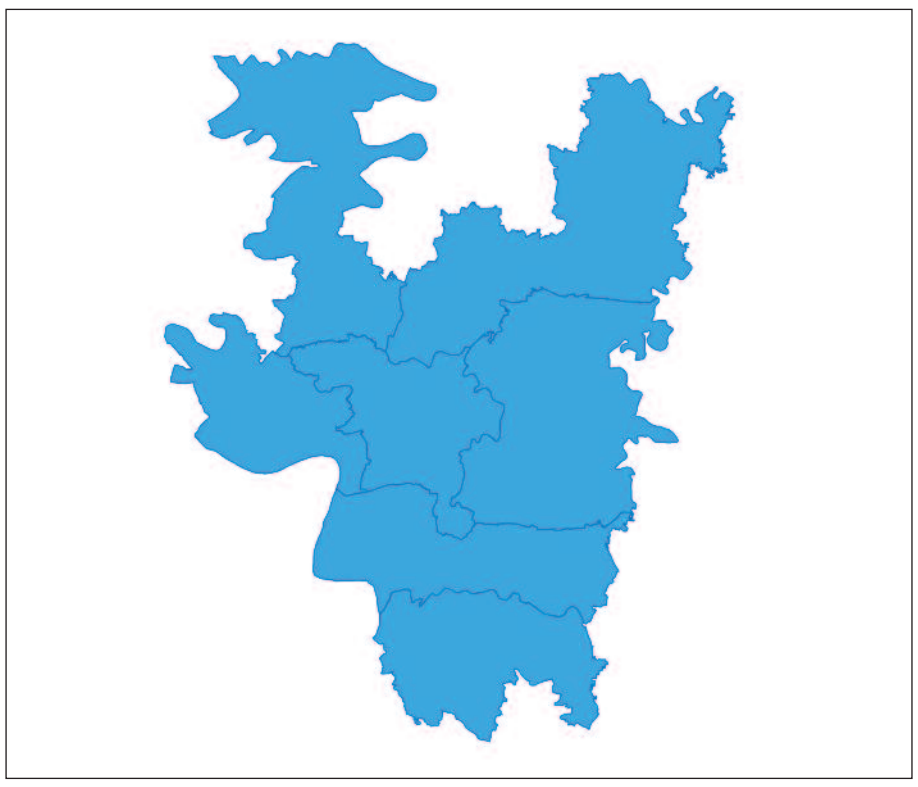

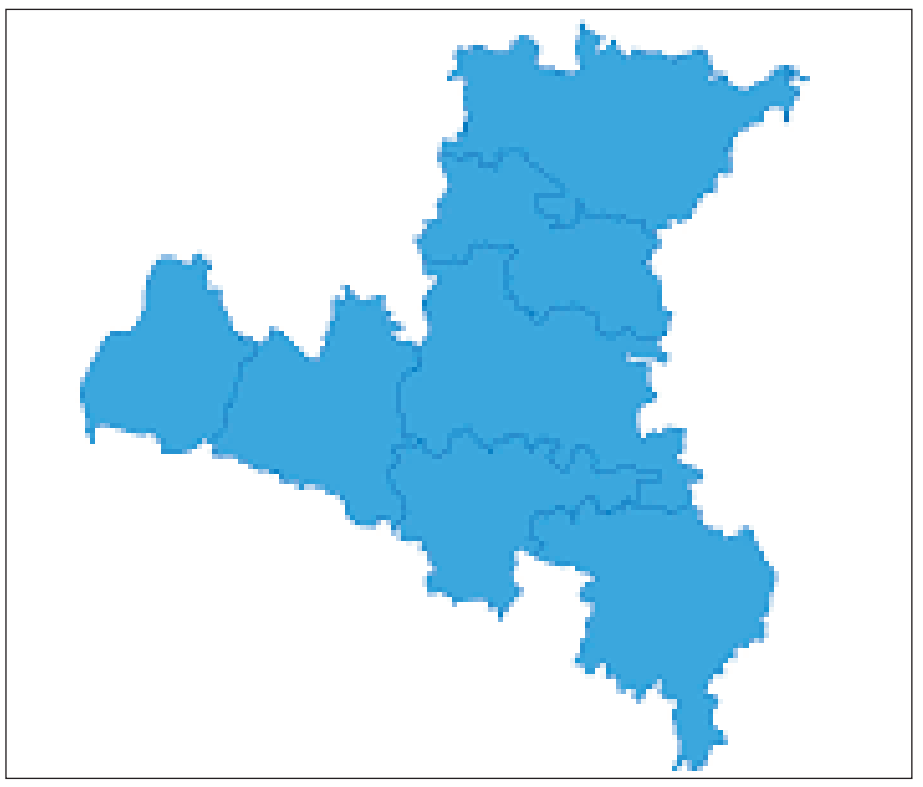

সুবীর পাল

শীত কিন্তু ক্রমেই ডবেশ জাঁকিয়ে বসতে চলেছে আমাদের আপন রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গ সহ দক্ষিণবঙ্গেও। এতো প্রকৃতির এক রুটিন ঋতু পরিক্রমার অঙ্গ। একই সঙ্গে দেশের সাংবিধানিক ভোটাধিকার ঋতু পরিক্রমাতে যে লেগেছে উষ্ণতার থাবা। এই রাজ্যের রুটিনে। তাহলে আর কি, শৈত্য ও উষ্ণতার পারফেক্ট মিশেলে হয়ে যাক চায়ে পে নির্বাচনী চর্চা। কিন্তু চায়ের পেয়ালাতেও যে চুড়ান্ত বিরোধ। কেউ বলবে চিনিটা কিন্তু চাই। অনেকের মতে, ওরে বাবা চিনি কভি নেহি। তবু হোক না চায়ের ঠেকে একটু না হয় ভোটের আড্ডা। হাজার হলেও এই ডাড্ডাটাই তো বাঙালির একটা স্পেশাল ব্র্যান্ড।

’এক কাপ চা দিন তো, তবে চিনি ছাড়া।’

এমন ডায়ালগ আমরা কম বেশি সবাই অহরহ শুনে থাকি। কারণটা অবশ্য সকলের জানা। ডায়াবেটিস আতঙ্ক। আমাদের সমাজে একাংশ মানুষ আছেন যাঁরা ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত। পারতপক্ষে তাঁরা চিনি নামক মারণ খাদ্য বস্তুটি এড়িয়ে চলতে ভালোবাসেন। কারণও আছে যথেষ্ট। অতিরিক্ত পরিমাণে চিনি শরীরে ঢুকলে রক্তে শর্করার ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে। ফলে স্বাস্থ্যের বহুমুখী অবনতি অবধারিত হয়ে ওঠে মারাত্মক হারে। সেধে বিপদে কে পড়তে চায় বলুন।

ঠিক তাই! স্বাস্থ্যের মতো রাজনীতিও যে একই ভাবনা সমান ভাবে প্রযোজ্য। ওই যে বহুল প্রচলিত কথা, সেধে বিপদে কে পড়তে চায়। ঠিক কিনা? অর্থাৎ যেচে কে আছোলা বাঁশ নিতে চায়। আচ্ছা, স্বাস্থ্যের জন্য না হয় চিনির শত্রুতার কথা মানলাম। তাই বলে রাজনীতিতে আবার এমন সমতুল্য কথা কিভাবে এক গোত্রে ফেলা যেতে পারে?

কেন, কেন? আরে, এইতো দিন কয়েক আগের কথা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনগাঁর ত্রিকোণ পার্কে জনসভা করেছেন। চাঁদপাড়ায় প্রচারের ঢাক ঢোল পিটিয়ে তিন কিলোমিটার ঠাকুরনগর রাস্তায় পথযাত্রা সেরেছেন। অথচ মতুয়াদের আসল মহিমা কেন্দ্র ঠাকুরবাড়িতেই তিনি তো শেষমেষ গেলেন না। কেন গেলেন না সে নিয়ে অবশ্য শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারে স্পিকটি নট্। এদিকে মমতাবালা ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক সুকেশ চৌধুরী বেঁফাস মন্তব্য করে ফেলেছেন অনেকটা আগ বাড়িয়ে, ‘আমরা আশা করেছিলাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুরবাড়িতে আসবেন। উনি এলে এখানকার মানুষেরা আরও ভরসা পেতেন। না আসার জন্য অনেকেই কিন্তু ক্ষুব্ধ। এটাও ঠিক ঠাকুরবাড়ি ঘিরে কিছু তো চক্রান্ত হচ্ছে।’

সত্যিই তো ঠাকুরবাড়ি এলাকায় এলেন, সভা করলেন, পদযাত্রা সারলেন অথচ ঠাকুরবাড়ি ঢুকলেন না এটা আবার কেমন কেমন কথা রে বাবা। সে তো সেই চিনি ছাড়া চা খাওয়ার মতো ব্যাপার হলো। আসলে এখানেও একটা রাজনৈতিক ডায়াবেটিস রোগ আছে। যে রোগের নাম বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুর। অন্তত তৃণমূলের বিষ নজরে তো বটেই। এ আবার কি ধরণের অস্বস্তিকর মন্তব্য, শান্তনু ঠাকুর আবার কাদেরও ডায়াবেটিস রোগ হতে যাবেন কোন দুঃখে শুনি?

মনে কি পড়ে, তা বছর খানেক আগের ঘটনাবলী হবে। এই তৃণমূল সুপ্রিমোর ভ্রাতুষ্পুত্র অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রীতিমতো জোর করে পুলিশ সহযোগে অনেকটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে ঠাকুরবাড়ি ঢুকতে গিয়েছিলেন। কিন্তু পারলেন না শেষ পর্যন্ত। কারণ সেই শান্তনু ঠাকুর। মূলতঃ তাঁর বাধাদানেই সেদিন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ লেজ গোটাতে বাধ্য হয়েছিলেন ঠাকুরবাড়ির দুয়ারের বাইরে থেকে। এবারও রাজ্য গোয়েন্দাদের কাছে বিভিন্ন সূত্রে আগাম আভাস মেলে, মুখ্যমন্ত্রী ঠাকুরবাড়ি ঢোকার প্রয়াস করতে গেলেই তিনি সম্ভবত চরম বিরম্বনার মুখে পড়ে যেতে পারেন। যা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মোটেই কাম্যের হতো না। এটা তো এখন ওপেন সিক্রেট, মমতাবালা ঠাকুর ও সুব্রত ঠাকুর নিজেদের লবি কায়েম করতে পরস্পরে আড়াআড়ি অবস্থান গ্রহণ করেছেন। মমতাবালাদেবী তৃণমূলের সোহাগে মত্ত। অন্যদিকে শান্তনুবাবু তো নিজেকে বিজেপির বান্দা বলতেই ব্যস্ত। তাই হয়তো মুখ ফস্কে সুকেশ চৌধুরী বলেছিলেন, ঠাকুরবাড়িতে চক্রান্ত চলছে। সুতরাং উনার মন্তব্যের নিশানা যে কি, তা বোধ হয় সদ্য জন্মানো শিশুও বুঝতে পারবে। সেক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো পোড় খাওয়া ঝানু রাজনীতিবিদ এই সরল বিপদ রেখাটা অনুভব করতে পারবেন না, এটা বোধ হয় না বুঝলে মুখ্যমন্ত্রীর পলিটিক্যাল প্রজ্ঞার প্রতি অবিচার করা হবে। অগত্যা এ যাত্রায় ঠাকুরবাড়ির লক্ষণ রেখা সম শান্তনু গণ্ডি পেরোনোর মতো ঝুঁকি যে তৃণমূল নেত্রী এ যাত্রায় নেননি তা কিন্তু জলের মতোই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। সুতরাং দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতোই মমতাদেবী মতুয়াগড়ে গেলেন ঠিকই। তবে সেখান দাঁড়িয়েই তিনি সম্ভবত ইচ্ছে করেই সবচেয়ে সমালোচনা মূলক মন্তব্যটি করে বসেছেন। তাঁর মন্তব্যটি ছিল, ‘আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব।’ একজন মুখ্যমন্ত্রীর মুখে সাংবিধানিক ভাবে এই কথাটি আদৌ কি শোভনীয়, তা নিয়ে কিন্তু স্যোশাল মিডিয়ায় বিশাল ঝড় উঠেছে। কেউ কেউ তো আগ বাড়িয়ে হাটে রকে সরস টিপ্পনী কাটছেন, ‘এসআইআরয়ের হিলিয়াম কম্পনে নিজেই হেলে পড়েছেন বলে সাইকোলজিক্যালি এ হেন বক্তৃতা দিয়ে ফেলেছেন তৃণমূল নেত্রী।’

আসলে রানাঘাট ও বনগাঁ লোকসভা এলাকা দুটির ভৌগলিক বিন্যাস হলো, এখানকার বেশ কিছু অঞ্চল যে বাংলাদেশের সরাসরি সীমান্ত লাগোয়া। তার উপর মতুয়া সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ এই দুই লোকসভা এলাকার অনেকগুলো বিধানসভার সরাসরি ফলাফল নির্ণায়ক হয়ে উঠেছেন বহুকাল যাবৎ। একেতে সীমান্ত এলাকায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সিএএ ক্যা ক্যা’ সুরসুরি ট্যাবলেট বহুকাল গেলেননি স্থানীয় আম জনতা, অন্যদিকে মমতাবালা ঠাকুরকে ঘুঁটি সাজিয়েও মতুয়া গড়ে প্রত্যাশিত সবুজ ঘাস তো সেভাবে গজালোই না। তবু হাল ছেড়ে দেবার তো পাত্রী নন ঘাসফুল সর্বাধিনায়িকা। তাই তাঁর এই সাম্প্রতিক প্রকাশ্য সভা এবং পদযাত্রা। এসআইআরকে হাতিয়ার করে কতই না উষ্মা প্রকাশ করলেন। বললেন তো উনার নিজস্ব ঘরাণার অনেক কিছুই কপিবুক মার্কা বহুল বচনে। কিন্তু আদৌ কি ডাল গললো? তাহলে যে আবার ফিরে আসতে হয় সুচনা পর্বে। চায়ে চিনি না দেবার ফিরিস্তিতে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদতে কিন্তু যেতে পারলেন না, থুড়ি, গেলেন না ঠাকুরবাড়ি। কিশোর কুমারের একটা বিখ্যাত গান স্মরণে আসে এই অবসরে। ‘সে তো এলো না সে এলো না, কেনো এলো না জানি না, হারলো কি আঁধারেতে নিভে গেল দীপ যে কেন জানি না।’ আসলে এটাই যে বাস্তব পাশাপাশি দুটি লোকসভা কেন্দ্র। অথচ পরপর দুটি লোকসভা নির্বাচনে এই দ্বিজ আসনে তৃণমূলের দীপ যে নিভেই গেছে। গত বিধানসভা ভোটেও আক্ষরিক অর্থে সবুজ বিপ্লব আর হলো কোথায় এখানে। কিন্তু রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু হয় না। সুতরাং সেই বিশ্বাসে শান দিতে এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাবলিক রিলেশনস (পিআর) করাকে আর কেই বা ঠেকায়। তবে এমন পিআর বৃক্ষ তোমার নাম কি তা না হয় আগামী বিধানসভা ভোটের ইভিএমই চূড়ান্ত রায়ই জানিয়ে দেবে। তাই তো?

দেশের প্রথম নির্বাচনের সময়কাল থেকে নদিয়া জেলায় অন্যতম লোকসভা আসন ছিল নবদ্বীপ। এরপর ২০০৯ সালে উক্ত কেন্দ্রটির পুনর্বিন্যাস ঘটানো হয় ভারতের নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে সমগ্র দেশের সঙ্গে। এর ফলে সেখানে তৈরি করা হয় রানাঘাট লোকসভা আসন। ২০০৯ এবং ২০১৪ সালে ওই কেন্দ্রের ভোটে তৃণমূল বিপক্ষকে রীতিমতো ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু জেতার রঙবাজি কি বেশি দিন ধরে রাখা যায় সবসময়? অতএব সেখানে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উপস্থিত হয় নয়া জমানার নব শাহেনশাহ। অমিত শাহের বিজেপি পরপর দুবার অর্থাৎ রানাঘাট লোকসভায় ২০১৯ এবং ২০২৪ সালে তৃণমূলকে পর্যদুস্ত করে ফেলে অনায়াস দক্ষতায়। ২০২৪ সালে লোকসভা ভোটের এই নির্বাচনী কেন্দ্রে মোট ভোটার ছিল ১৮,৭১,৬৫৮ জন। সেখানে বিজেপি একাই পেয়ে যায় ৫০.৭৮ জনের সমর্থন। সুতরাং বিজেপির ঝুলিতে জমা পড়ে ৭,৮২,৩৯৬টি চুপচাপ পদ্মছাপ। পক্ষান্তরে তৃণমূলের তেজারতিতে সঞ্চিত হয় ৫,৯৫,৪৯৭টি ঘাসফুল। শতকরা হিসেবে যা হলো ৩৮.৬৫ ভোটারের পাশে থাকার কথা রাখা। গাণিতিক হিসেবে, ভাজপার এই জয়ের ব্যবধান ছিল মোট ১,৮৬, ৮৯৯টি ভোটের।

এই লোকসভা আসনের অধীনে রয়ে গেছে বিধানসভার সপ্তরথী আসন। সেগুলো হলো নবদ্বীপ, শান্তিপুর, রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম, কৃষ্ণগঞ্জ, রানাঘাট উত্তর-পূর্ব, চাকদহ এবং রানাঘাট দক্ষিণ। গত বিধানসভা ভোট বলতে ২০২১ সালে নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের মানুষ দুই হাত ভরে তৃণমূল সুপ্রিমোকে আশীর্বাদ করেছিল। এই দুটি কেন্দ্রে তৃণমূলের জয়ের ফারাক ছিল সংখ্যানুক্রমে ১৮,৫৭১ ও ৬৪,৬৭৫টি ভোট। অন্যদিকে রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম, কৃষ্ণগঞ্জ, রানাঘাট উত্তর-পূর্ব, চাকদহ এবং রানাঘাট দক্ষিণের মতো আসনে তৃণমূল কিন্তু ধরাশায়ী হয়ে পড়ে কমুণ্ডল বাহিনীর দাপটে। এগুলোতে রামভক্তদের বিজয় পার্থক্য ছিল যথাক্রমে ২৩,১২৮, ২১, ২৭৭, ৩১,৭৮২, ১১,৬৮০, ১৬,৫১৫টি ভোটের।

রাজ্য জুড়ে এখন এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে জোর কদমে। ফলে রাজনৈতিক বিতর্কের উত্তাপও এখন বেশ চড়া নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধনী কার্যকলাপকে সামনে রেখে। এই ইস্যুর শীতকালীন খেজুর রসে জাল দিয়ে বিজেপি আশায় বুক বাঁধছে, গতবারের পাঁচটা নয় বস্, আমাদের এবার চাই সাতে সাত। শুধু ভুতুড়ে ভোটার বাতিল হোক, তারপর তৃণমূলকে দেখাচ্ছি মজা। আর টিএমসি আছে টিএমসিতেই। তারা কোথাও কোথাও বলতে আরম্ভ করেছে, কত হাতি গেল তল মশা বলে কত জল। আরে বাবা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যারিশমার কাছে এখানে বিজেপি এখনও শিশু। গতবারের ফলাফল এবার উল্টো করতে তৃণমূল কিন্তু বদ্ধপরিকর।

ভোটের আকাশে সপ্তর্ষি মণ্ডলের মতো বনগাঁ লোকসভার অন্তর্ভুক্ত সাতটি জ্বলজ্বলে বিধানসভা কেন্দ্র হলো কল্যাণী, হরিণঘাটা, বাগদা, বনগাঁ উত্তর, বনগাঁ দক্ষিণ, গাইঘাটা এবং স্বরূপনগর। পূর্বতন বারাসত লোকসভা কেন্দ্রটির একাংশ হৃদপিন্ড চিরে এখানে ২০০৯ সালে একটি নতুন লোকসভা আসন গঠন করা হয়েছিল। যার নাম দেওয়া হয়েছে বনগাঁ লোকসভা নির্বাচনী ক্ষেত্র। ২০০৯, ২০১৪ সংসদীয় নির্বাচন থেকে ২০১৫ সালের লোকসভা উপনির্বাচনে তৃণমূল এখান থেকে পরপর তিনবার দিল্লির সংসদে পাড়ি জমিয়েছিল। কিন্তু অন্য খাতে মতুয়া দুর্গের চাকা ঘুরে যায় ২০১৯ সহ ২০২৪ সালে। দুয়ো রানি হয়ে ওঠে তৃণমূল। বিজেপি গোঁফে তা দিতে থাকে লড়াকু মেজাজে। দিল্লির মসনদের গত নির্বাচনে এই কেন্দ্রে ১৮,৩৬,৩৭৪ জন মোট ভোটার ছিল। এর মধ্যে বিজেপির নৌকায় চেপেছিলেন ৭,১৯, ৫০৫ জন ভোটার। অতএব ৪৮.১৯ ভোট বিজেপির ভাগ্যে জুটেছিল। আবার ৬,৪৫,৮১২ জন মানুষ ঘাসফুল চিহ্নে বোতাম টিপে ছিলেন। যা পাটিগণিতের ছকে ৪৩.২৫ ভোট বোঝায় কালিঘাটের অনুকূলে। সুতরাং গেরুয়া মঞ্চে উৎসব পালনের জন্য ৭৩,৬৯৩টি ভোট যে বেশি চলে এসেছিল।

বনগাঁ লোকসভার ভিতরে উপরিউক্ত প্রথম ছয়টি বিধানসভা আসনে ২০২১ সালে জয়ের স্বাদ পেয়েছিল সঙ্ঘ পরিবারের রাজনৈতিক কুশীলবেরা। যদিও সর্বশেষ শেষ কেন্দ্রটিতে ঘাসের ছয়লাপ অক্ষুন্ন থাকে। ওই ভোটের ফলাফলে দেখা যায় কল্যাণীতে ২,২০৬ ভোটের, হরিণঘাটাতে ১৫,২০০ ভোটের, বাগদাতে ৯,৭৯২ ভোটের, বনগাঁ উত্তরে ১০৪৮৮ ভোটের, বনগাঁ দক্ষিণে ২০০৪ ভোটের এবং গাইঘাটায় ৯,৫৭৮ ভোটের তফাতে বিজেপি জিত হাসিল করে নেয়। সবেধন নীলমণি হিসেবে স্বরূপনগরে ৩৪,৮০০ ভোট অতিরিক্ত পেয়ে তৃণমূলকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

গত লোকসভা আর বিধানসভা ভোটের এ হেন গ্রাফ অনুযায়ী বিজেপি এখানে আপাতত অনেকটা এগিয়ে থাকলেও গেরুয়ার অভ্যন্তরীণ রাজনীতি কিন্তু তলে তলে এই অঞ্চলে অনেকটাই আশঙ্কার কারণ সৃষ্টি করেছে। দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্রমাগত বাড়বাড়ন্ত এবং বুথ স্তরে সাংগঠনিক শক্তির লাগাতার দুর্বলতা তৃণমূল শিবিরে বাড়তি অক্সিজেন তো এই মুহূর্তে যুগিয়েই চলেছে। এসব পদ্মধারী দলগত পরিস্থিতি যদি এখনই রাজ্য নেতৃত্ব সঠিকভাবে সামাল না দিতে পারে তাহলে কিন্তু ছাব্বিশের ভোটের হাটে বিজেপির নাক কেটে যাবার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। বিপরীতে মতুয়া সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে এখান থেকে গোটা চারেক সিট অন্তত কব্জা করা যায় কিনা তা নিয়েই তৃণমূল বর্তমানে রণনীতি তৈরিতে চুড়ান্ত ব্যস্ত।

আসলে রানাঘাট এবং বনগাঁ অঞ্চলে এটাই সর্বশেষ সত্য বচন, মতুয়া গোঁসাইয়ের গোঁসা হলেই কিন্তু মহা সর্বনাশ। সুতরাং এই ধামে সব দলেরই একটাই লক্ষ্য মতুয়া সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে, ‘ইয়ে দোস্তি হাম নেহি তোড়েঙ্গে, তোরেঙ্গে দম মগর তেরা সাথ না ছোড়েঙ্গেখ।

তাই তো ভোটের মরশুমে এমনতর বৈষ্ণব ধামের মতুয়া আধারের তরে সব দলমত নির্বিশেষে এক কায়-মনো-বাক্যে প্রার্থনা, হে অধিশ্বর তুমিই আমার সকল সাধনা। আরে দাঁড়ান দাঁড়ান হে মতুয়া সুধীগণ। সদা স্মরণে রাখবেন, আপনারা কিন্তু রাজনৈতিক ভাবে পুজিত স্রেফ ইভিএম ঋতুতে। আর বাকি সময়ে? হাহাহা। বুঝলেন না? ওই যে কি যেন বলে, কাজের সময় কাজী কাজ ফুলালে পাজি!

চটবাসর

বিশ্বের শীতলতম স্থানের স্বীকৃতি পেয়েছে পূর্ব আন্টার্টিকার মালভূমি, (-) ৯৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উপগ্রহ থেকে মাপা হয়েছিল ওই তাপমাত্রা। তবে, মানুষ থাকে এরকম শীতলতম স্থানের স্বীকৃতি পেয়েছে রাশিয়ার Oymyakon। একসময় ওই গ্রামে আড়াই হাজার লোক থাকত। ২০১৮-তে কমে হয় ৯০০।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মুখ্যমন্ত্রীর উচিত ক্রীড়ামন্ত্রীকে সমস্ত দপ্তর থেকে অব্যাহতি দেওয়া: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: মঙ্গলবার আসানসোলের দু'টি জায়গায় সভা করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। প্রথম সভাটি হয় জামুড়িয়ায়, বিকেলে আর একটি সভা হয় আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার অন্তর্গত ডামরা ফুটবল মাঠে। ডামরার সভায় বিরোধী দলনেতার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল, পশ্চিম বর্ধমান বিজেপির সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য, রাজ্য নেতা কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ পশ্চিম বর্ধমানের নেতৃত্ববৃন্দ।

জামুড়িয়া সভা শেষ করে আসানসোলে বিজেপি প্রধান কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন শুভেন্দু অধিকারী। ক্রীড়া মন্ত্রীর পদ থেকে অরূপ বিশ্বাসের অব্যাহতি চাওয়ার প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'শুধু ক্রীড়া মন্ত্রীর পদ থেকে নয় মুখ্যমন্ত্রী উচিত অরূপ বিশ্বাস যে সমস্ত দপ্তরের মন্ত্রীত্বে আছেন, সেই সবগুলি থেকে অব্যাহতি দিয়ে দেওয়া। যদিও মাত্র আড়াই মাসের মধ্যে নির্বাচনবিধি লাগু হয়ে যাবে তখন কারো গাড়িতে কোনও বাতি থাকবে না।' শুভেন্দু আরও বলেন, 'অরূপ বিশ্বাসের মাধ্যমে তৃণমূলের নেতা, মন্ত্রীদের জন্য ২১ হাজারেরও বেশি টিকিট নেওয়া হয়েছে শতদ্রুর কাছ থেকে। রাজ্যের আরেক মন্ত্রী সুজিত বসু যুবভারতীর বাইরে হাজার হাজার টিকিট বিলি করেছেন এবং ব্ল্যাকে বিক্রি করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ঘটনার খবর পেয়ে মাঝ রাস্তা থেকেই পালিয়ে গেছেন। মুখ্যমন্ত্রী চেয়েছিলেন মেসিকে দিয়ে ভোটের আগে খেলা হবে এই কথাটি বলানোর। কিন্তু সেই স্বপ্ন তাঁর পূরণ হলো না। যুবভারতী ঘটনার জেরে যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে সেটা আইন সংগত নয়। এবং আই ওয়াশ।' শুভেন্দু এও জানান, 'তিনি এই ব্যাপারে জনস্বার্থে মামলা করেছেন। ঘটনার যে এফআইআর করা হয়েছে তা ভুলে ভরা। সবথেকে উল্লেখ্য বিষয় হল শতদ্রুকে আগে গ্রেপ্তার করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তার অনেক পরে অভিযোগ দায়ের হয়েছে।' এসআইআর প্রসঙ্গে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বলেন, 'নির্বাচন কমিশন যে লিস্ট প্রকাশিত করেছে, তাতে ৫৫ লক্ষের বেশি নাম বাদ গেছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের থেকে মাত্র ২১ লক্ষ ভোটের ব্যবধান ছিল বিজেপির। আর এত নাম বাদ যাওয়ায় সিন্দুরে মেঘ দেখছে তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রীর ভবানীপুরের বুথে একশোরও বেশি ভোটারের নাম বাদ গেছে, অথচ আমার বুথে মাত্র ১০ জনের নাম বাদ গেছে। এর থেকে প্রমাণিত তৃণমূলের মত বিজেপি ভুয়ো ভোটারের ভরসায় ভোট লড়ে না।'

মেসি সফর নির্বাচনী তহবিলের জন্য লুঠ হয়েছে, নদিয়ায় বিস্ফোরক শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: 'যারা কোনও দিন গলিতে টেনিস বল খেলেনি, তাদের ইনভিটেশন দিয়ে কিংবদন্তি ফুটবলার মেসিকে দেখার সুযোগ করে দিয়েছে। যারা অর্থ ব্যয় করে টিকিট কেটেছে, যারা ১০০ টাকা দিয়ে চিপস, ২০০ টাকা ৩০০ টাকা দিয়ে জলের বোতল কিনেছে, তাঁরা দেখতে পেলেন না তাঁদের প্রিয় মেসিকে। এই ব্যর্থতা রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রীর। রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় রাজ্য সরকারের অনুপ্রেরণায় নির্বাচনের আগে নির্বাচনী তহবিলের জন্য লুট হয়েছে। কাউকে শোকজ করতে গেলে নিজেকেই নিজে শোকজ করুক।' মঙ্গলবার নদিয়ার তাহেরপুরে প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থল পরিদর্শন করতে এসে এমনটাই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

আগামী ২০ ডিসেম্বর নদিয়ার তাহেরপুর নেতাজি পার্কে জনসভা করতে আসছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ইতিমধ্যে চলছে জোড় কদমে প্রস্তুতি। সভামঞ্চ পরিদর্শন করতে প্রতিদিনই আসছেন বিজেপির হেভিওয়েট নেতা নেতৃত্ব ও পুলিশ প্রশাসনের কর্তারা। ঠিক তেমনি মঙ্গলবার মাঠ পরিদর্শন করতে আসেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। ঘুরে দেখলেন প্রস্তুতির পরিকাঠামো, প্রধানমন্ত্রী জেলা সফরকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা নিয়েও কথা বললেন কর্মীদের সঙ্গে। যদিও এখন থেকেই করা হয়েছে নিরাপত্তা জোরদার। এসপিজির তত্ত্বাবধানে রয়েছে নিরাপত্তার ব্যবস্থা। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কলকাতায় কিংবদন্তি ফুটবলার মেসি আসাকে কেন্দ্র করে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি।

এডিডিএ-র জমিতে বেআইনি দোকান উচ্ছেদ ঘিরে উত্তেজনা দুর্গাপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: এডিডি-র জমিতে বেআইনি দোকান উচ্ছেদ ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুরে। মঙ্গলবার দুর্গাপুর জংশন শপিং মলের পাশে আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের জমিতে দখলদারি উচ্ছেদে অভিযান চালানো হলে দোকানদাররা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। মহিলাদের নেতৃত্বে তীব্র প্রতিবাদ হয়। দোকানদারদের অভিযোগ, প্রতি মাসে মাথাপিছু ৫ হাজার টাকা করে তোলা হতো, যার সঙ্গে তোলাবাজির অভিযোগ সাসপেন্ডেড তৃণমূল নেতা দেবাংশু রায়ের নাম জড়ানো হয়েছে। উচ্ছেদের পর বিক্ষুব্ধদের প্রশ্ন, যদি নিয়মিত টাকা নেওয়া হয়ে থাকে, তবে কার নির্দেশে দোকান ভাঙা হলো? এক দোকানদার অঙ্কিতা বন্দ্যোপাধ্যায় কান্নায় ভেঙে পড়ে অভিযোগ করেন, মাসের পর মাস টাকা নেওয়া হলেও হঠাৎ উচ্ছেদে তাঁরা রাস্তায় বসেছেন। এই প্রসঙ্গে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় বলেন, 'অভিযোগ প্রমাণিত হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং বিষয়টি দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে।'

ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চের সভায় রাহুল সিনহা

বিজেপি নেতাদের দূরত্ব প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: চলতি মাসের রবিবার জামুড়িয়ার চুরুলিয়ায় ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চের ব্যানারে এক সভায় যোগ দেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা। অনুষ্ঠানের আগেই, বিজেপি মণ্ডল ১-এর মণ্ডল সভাপতির একটি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ভাইরাল হয়।

ভাইরাল চ্যাটে মণ্ডল সভাপতি স্পষ্ট করে বলেছেন, 'এই ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চের অনুষ্ঠানের সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই, এমনকি কোনও দলের কর্মকর্তা বা কর্মীও এতে জড়িত নন।' এই হোয়াটসঅ্যাপ বার্তাটি প্রকাশের পর, রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে, কেন দলের অধিকাংশ কর্মীরা বিজেপির সিনিয়র নেতা রাহুল সিনহার উপস্থিত সভা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিল? এটি জামুড়িয়ার রাজনীতিতে উত্তপ্ত আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এই বিষয়ে পিনা রাইয়ের সঙ্গে কথা বললে তিনি বলেন, 'ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চ বা বিজেএমএম একটি স্বাধীন সংগঠন। যার ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। তাই, মণ্ডল সভাপতি হিসেবে আমি দলের কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছিলাম তাদের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নয়।' তিনি আরও বলেন, 'ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চ এখনও বিজেপি কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি। তাই কোনও বিজেপি কর্মীর জন্য এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক ছিল না। এমনকি দলীয় পতাকা ব্যবহারের কোনও সুযোগও ছিল না।' তিনি আরও বলেন, 'রাহুল সিনহা বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি, তাই প্রতিটি বিজেপি কর্মী তাকে সম্মান করেন। তবে, এটি বিজেপি বা বিজেপির সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও শাখা সংগঠনের কর্মসূচি ছিল না। রাহুল সিনহা -র ব্যক্তিগত স্তরে কোথাও যাওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।' এই বিষয়ে, সিনিয়র বিজেপি নেতা এবং আসানসোল জেলা সহ-সভাপতি সন্তোষ সিং বলেন, 'রাহুল সিনহা একজন সিনিয়র বিজেপি নেতা, তাই তাঁর সম্পর্কে এভাবে লেখা ঠিক নয়। দলের উচ্চ নেতৃত্বকে এ বিষয়ে অবহিত করা হবে এবং তাঁরা পরবর্তী পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেবেন।' আসানসোল সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য, পিনাকী রায়কে সমর্থন করেন। দেবতনু বলেন, 'ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চ ভারতীয় জনতা পার্টি কর্তৃক অনুমোদিত কোনও শাখা সংগঠন নয়। তাই কোনও ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীর এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক ছিল না। অন্য কারওর অনুষ্ঠানে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা ব্যবহার করাও ঠিক নয়।'

ভস্মীভূত পোল্ট্রি ফার্ম: মঙ্গলবার কাকভোরে হঠাৎই অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হল আস্ত একটি পোল্ট্রি ফার্ম। শর্ট সার্কিটের জেরেই এই অগ্নিকাণ্ড এমনটাই দাবি ফার্ম মালিকের। প্রায় দেড় লক্ষ টাকার ক্ষতি আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, লাউদোহা ফরিদপুর থানার অন্তর্গত পলাশবুনি গ্রামের অদূরে অবস্থিত একটি পোল্ট্রি ফার্মে মঙ্গলবার ভোর তিনটে নাগাদ সরসার কেটে জেরে হঠাতই আগুন লেগে যায়। আর সেই আগুনের লেলিহান শেখায় নিমিষে পুড়ে ছাই হয়ে যায় আস্ত একটি পোল্টি ফার্ম, মৃত্যু হয় ফার্ম ভর্তি মুরগির।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক / Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস, কলকাতা উত্তর
ইন্ডিয়ান ব্যাংক বিল্ডিং, জিডি-৩৭৭-৩৭৮, ৩য় তল, সেক্টর - ৩, সল্ট লেক, কলকাতা - ৭০০১০৬, ইমেল : zokolkatanorth@indianbank.co.in

সাধারণ নোটিশ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক কলকাতা বড়বাজার শাখা ঠিকানা (ব্রা.কোড -৪০৩৩) এর সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট এর জালিয়াতির যাচাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিম্নোক্ত গ্রাহককে ২৫.১১.২০২৫ তারিখে কারণ দর্শানোর নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে। গ্রাহকের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্কের অভিযোগের কারণ দর্শানোর নোটিশ ইস্যুর তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে জবাব দেওয়ার জন্য সুযোগ দেওয়া হয়েছে। নথিভুক্ত ঠিকানায় স্পিড পোস্টের মাধ্যমে নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে। গ্রাহকের প্রতি উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশ অবন্টিত অবস্থায় ফেরত এসেছে। সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত মতে গ্রাহকের ঠিকানার বিস্তারিত :-

ক্রম নং	নাম	ঠিকানা
১	শ্রী অনিশ কুমার	পিতা ভূষণ প্রসাদ সোনি, ০৪, সুখদেও নগর, রাতু রোড, হেহাল, ঝাড়খান, পিন : ৮৩৪০০৫

এমতাবস্থায়, নোটিশ সংবাদপত্রে প্রকাশের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে অবিলম্বে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কলকাতা বড় বাজার শাখা, ১৪০ কটন স্ট্রিট, বড়বাজার, পোস্তা, কলকাতা, পব, পিন -৭০০০০৭ ঠিকানায় বিবেক কুমার, চিফ ম্যানেজার, যোগাযোগ নং ৬৩৮৩৬৫৬১৪৪ নম্বরে যোগাযোগ করে নোটিশ সংগ্রহ বা এই প্রকাশনার তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নোটিশ না সংগ্রহ করলে, সংশ্লিষ্টের পক্ষে কোনও জবাব দেওয়ার নেই এবং পরবর্তীতে ব্যাঙ্ক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

তারিখ : ১৭.১২.২০২৫, স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

মানাকসিয়া কোটেড মেটালস এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর : L27100WB2010PLC144409
রেজি. অফিস : ৮/১ লাল বাজার স্ট্রিট, বিকানের বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন নম্বর +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩/৫০৫৪
ইমেল : investor.relations@mcmil.in; ওয়েবসাইট www.manaksiacoatedmetals.com

নথিতথ্যের আকারে শেয়ারসমূহের হস্তান্তর আবশ্যকতার পুনরায় তালিকাভুক্ত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সেবি সার্কুলার SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 তারিখের ২ জুলাই, ২০২৫ অনুসারে, হস্তান্তর দলিল পুনরায় দাখিলের জন্য ৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বিশেষ সময়সীমা ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে দাখিল করা হওয়া ট্রান্সফার ডিডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেগুলো নথিপত্র বা প্রক্রিয়ার ত্রুটির কারণে প্রত্যাখ্যাত বা ফেরত দেওয়া হয়েছিল এবং এই ধরনের ট্রান্সফার ডিড পুনর্নথিভুক্তির জন্য নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ, অর্থাৎ ৩১ মার্চ, ২০২১ (সময়সীমা) এর আগে বা তার আগে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ পুনরায় দাখিল করতে হয়েছিল। সেই অনুযায়ী, যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের বিশেষ সময়সীমার মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ কোম্পানির আরটিএ অর্থাৎ মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৬ষ্ঠ তল, ২৩, আরএন মুখার্জি রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০১, ইমেল আইডি mdpldc@yahoo.com পুনরায় জমা দিতে উৎসাহিত করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে স্থানান্তরের জন্য পুনর্নথিভুক্ত শেয়ারগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে প্রক্রিয়া করা হবে।

মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
শ্রুতি আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম.নং. এফসিএস ১২১২৪
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৬.১২.২০২৫

চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড (Chola — Enter a better life)
কর্পোরেট অফিস : চোলা ক্রেস্ট, সুপার বি, সি৫৪ এবং সি৫৫,৪, থিরু ৬ কেএ, ইন্ডিস্ট্রিয়াল এস্টেট, গুন্ডি, চেন্নাই - ৬০০ ০৩২

পরিশিষ্ট - ৪ [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু মেসার্স চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে, ২০০২ সালের ধারা ১৩(২) অধীনে নিম্নোক্ত দাবি নোটিশের তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নে বর্ণিত তারিখে ঋণগ্রহীতাগণকে (নাম এবং ঠিকানা নিচে বর্ণিত) এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন এবং ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল নিয়েছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন মেসার্স চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্সি কোম্পানি লিমিটেড নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	লোন এ/সি নং এবং ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	দাবি নোটিশের তারিখ	বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	দখলের তারিখ
১	লোন অ্যাকাউন্ট নং : LAP4CNT000164940 শ্রী/শ্রীমতি শেখ আবদুল মুস্তাক, শ্রী/শ্রীমতি মোহিনী বিবি, উভয়ের নিবাস : শ্রীরামপুর, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর, শ্রীরামপুর প্রাইমারি স্কুল, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৪০১। উভয়ের আরও ঠিকানা : দাগ নং ১০৭০/১৮৮৮, ১০৭০/১৮৮৯, ১০৭৩, ১০৭৫, গ্রাম এবং মৌজা : শ্রীরামপুর, রাইপুর পশ্চিমবার ৪ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এলআর খতিয়ান নং ২৫০৬, শ্রীরামপুর, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৪০১।	২০.০৮.২০২৫	২৫৯৯০৫০ টাকা (পঁচিশ লাখ নিরানব্বই হাজার পঞ্চাশ টাকা) ২০.০৮.২০২৫ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ	জেএল নং ৩০৮, দাগ নং ১০৭০/১৮৮৮, ১০৭০/১৮৮৯, ১০৭৩, ১০৭৫, গ্রাম এবং মৌজা : শ্রীরামপুর রাইপুর পশ্চিমবার ৪ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এলআর খতিয়ান নং ২৫০৬, শ্রীরামপুর, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৪০১। চৌহদ্দি নথি অনুযায়ী : উত্তরে : পরস বাগ প্লট নং ১৮৮৪ চৌহদ্দি, দক্ষিণে : উবে বাগ প্লট নং ১০৭০, পূর্বে প্লট নং ১৮৯০, বাদশা বিবি এবং ১০ ফুট কংক্রিট রোড, পশ্চিমে : মানাজা বিবি প্লট নং ১৮৮৭, ১৮৮৫। সাইট/প্রকৃত অনুযায়ী : উত্তরে : পরস বাগ প্লট নং ১৮৮৪ দক্ষিণে : উবে বাগ প্লট নং ১০৭০। পূর্বে : প্লট নং ১৮৯০, বাদশা বিবি এবং ১০ ফুট কংক্রিট রোড। পশ্চিমে : মানাজা বিবি প্লট নং ১৮৮৭, ১৮৮৫।	দখলের তারিখ - ১২.১২.২০২৫

তারিখ : ১২.১২.২০২৫
স্থান - পূর্বমেদিনীপুর
অনুমোদিত অফিসার, চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড

এসবিআই এইচএলসি বহরমপুর (৬৪২০৯) (SBI)
পঞ্চাননতলা (২য় তল), ৩৪, ন্যাশনাল হাইওয়ে, বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, ৭৪১২১০১, ই-মেল - sbi.64209@sbi.co.in
পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১) দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি বহরমপুর, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে দাবি নোটিশ **৩০.০৮.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী জয়দেব মিশ্র, পিতা চিরঞ্জীব মিশ্র, গ্রাম - পলাশি, পো - ফরাক্কা ব্যারেজ, থানা - ফরাক্কা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২১২ (ঠিকানা - ১) শ্রী জয়দেব মিশ্র, পিতা চিরঞ্জীব মিশ্র, চকভবানী মিলন সংঘ পাড়া, বালুরঘাট পুরসভা, ওয়ার্ড নং ২, পো এবং থানা - বালুরঘাট, জেলা দক্ষিণ দিনজাপুর, পিন - ৭৩৩১০১ (ঠিকানা ২) এ/সি নং ৩৫৮৯০৩৬০৮১০, ৩৭৭১৭৩৮৯৭১৫** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৩,৪৮,৩৪৪.০০ টাকা (তেরো লাখ আটচল্লিশ হাজার তিনশ চুয়াল্লিশ টাকা) ২০.০৬.২০২৫ অনুযায়ী** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি বহরমপুর** নিকট বকেয়া **১৩,৪৮,৩৪৪.০০ টাকা (তেরো লাখ আটচল্লিশ হাজার তিনশ চুয়াল্লিশ টাকা) ২০.০৬.২০২৫ অনুযায়ী এবং ২১.০৬.২০২৫** থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রী জয়দেব মিশ্র
জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর, থানা : বালুরঘাট, মৌজা : ডাকরা, জেএল নং ১০৫, এডিএসআর -সদর বালুরঘাট,খতিয়ান নং এলআর - ৮০০২,প্লট নং এলআর -১৩৬১, শ্রেণি -বাস্তু, এরিয়া - ৮.২৫০ ডেসিমেল।
চৌহদ্দি : উত্তরে : ৮ ফুট চওড়া পাকা রোড। **দক্ষিণে :** নরেশ মাহাতো। **পূর্বে :** মন্টু সরকার। **পশ্চিমে :** সৈকৃতী কুন্ডু।
(দলিল নং ২৯৫২-২০১৫ সালের)।
তারিখ - ১২.১২.২০২৫
স্থান - বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD)
টালিগঞ্জ শাখা
৭৬, গলফ ক্লাব রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৩
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট ৪ রুল ৮(১)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **০৭.১০.২০২৫** তারিখে **শ্রী আদিত্য কুমার, পিতা প্রদীপ কুমার (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতী বীণা দেবী, স্বামী প্রদীপ কুমার (জামিনদাতা) চাকদিয়ান, শেখপুরা, পো. এবং থানা - শেখপুরা, জেলা - শেখ পুরা, রাজ্য - বিহার, পিন - ৮১১১০৫, টালিগঞ্জ শাখা,** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩৫,৩১,১৬৪.০০ টাকা (পঁয়ত্রিশ লাখ একত্রিশ হাজার একশ চৌষট্টি টাকা)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** নিকট বকেয়া **৩৫,৮২,০৯০.০০ টাকা (পঁয়ত্রিশ লাখ বিরাশি হাজার নব্বই টাকা) ১৬.১২.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ। এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
বন্ধকদত্ত সম্পত্তি : সেরসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০০৮৫১৬৫৩২৮ : সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০৮৩৩৩৩৩১৫।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ১এ (১১৬০.০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া), ৩ বেড রুম, ১ কিচেন, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ১ টয়লেট, ১ ডব্লুসি এবং ১ বারান্দা দোতলায়, উত্তর -পূর্ব-দক্ষিণ দিকে জি-৪ তলা ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ ৪ কাঠা ১৩ ছটাক ৪৪.৮৫ বর্গফুট অবস্থিত প্রেমিসেস নং ২৯৭, রাজা রাম মোহন রায় রোড, এলআর দাগ নং ৪৩৪ এবং ৪৩৪/৯৮৯ পূর্ব এলআর খতিয়ান নং ৬১৫ এবং বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১১৩৩ এবং ১১৩৪ এবং সিএস খতিয়ান নং ৩৮, মৌজা - মন্ডলপাড়া, জেএল নং ৬, আরএস নং ১৯০, তৌজি নং ৮০, পরগনা মাগুরা, থানা-বেহালা ওয়ার্ড নং ১২১, কলকাতা পুরসভা অধীন, যোগাযোগের ডাক ঠিকানা বিত জয়শ্রী পার্ক, থানা- বেহালা, কলকাতা-৭০০০৩৪, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
মালিক : শ্রী আদিত্য কুমার।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ২০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড। **দক্ষিণে :** সিএস প্লট নং ৫২২। **পূর্বে :** প্লট নং ৪। **পশ্চিমে :** প্লট নং ২।
তারিখ : ১৬.১২.২০২৫, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক / Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস, কলকাতা উত্তর
ইন্ডিয়ান ব্যাংক বিল্ডিং, জিডি-৩৭৭-৩৭৮, ৩য় তল, সেক্টর - ৩, সল্ট লেক, কলকাতা - ৭০০১০৬, ইমেল : zokolkatanorth@indianbank.co.in

লকার ভাঙার বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ান ব্যাংকের নিম্নলিখিত শাখাগুলির লকার হোল্ডারদের কাছে পলিসি নোটিশ জারি করা হচ্ছে, যারা লকার ভাড়া পরিশোধ করেননি বা ব্যাংক কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন অনুস্মারকের জবাব দেননি।
নিম্নলিখিত লকার হোল্ডারদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে, যদি এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে লকার ভাড়া পরিশোধ না করা হয়, তাহলে ব্যাংক লকার খুলতে বাধ্য হবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, লকারের জিনিসপত্র, যদি থাকে, বিক্রি করা হবে এবং বকেয়া লকার ভাড়া এবং লকার ভাঙার খরচের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া আদায়ের জন্য ব্যাংক লকার হোল্ডারদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেবে।

ক্রম নং	শাখার নাম	লকার ভাড়াকারীর নাম	এসএডিভি এ/সি নং	বকেয়ার বিস্তারিত	লকারের বকেয়া থেকে
১	ইন্ডিয়ান ব্যাংক বড়বাজার (৪১৬) শাখা	বরুণ কুমার নন্দী	৯৯১১৮০৩২৩৭	১২৭৩৪	০১.০৭.২০২০
২		প্রদীপ কুমার জাজোদিয়া	৯৯১২৬০৫২০২	১২৭৩৪	০১.০৭.২০২০
৩		রাকেশ তিওয়ারি	৯৯১১৮৮৭২৪২	১২৭৩৪	১০.০৭.২০২০
৪		শিব রতন ঝাঁওয়ার	৯৯১১৮৫৪২৪৯	১৪৪৫৯	০১.০৭.২০২১
৫		কিরণ মেহতা	৯৯১১৮৫৪৩২৯	১৭৯০৯	১০.০৯.২০১৯
৬		বিমল চাঁদ ধাঁধিয়া	৯৯১১৮৮৩৪৫২	২৩৫৮৬	০১.০৭.২০০৯
৭		ভগবান দাস দাগা	৯৯১১৮৫৩৭০০	২৪৭৩০	২৭.০৪.২০০৮
৮		মায়া দেবী কারেল	৯৯১১৮৯২১০৫	২৫৬৭৯	০১.০৭.২০১০
৯		কে এল বেঁগানি	৯৯১১৮৯১৯২৮	২৮৩২৬	০১.০৭.২০০৭
১০		শ্যামলাল দাগা	৯৯১১৮৮৩০৩২	২৮৩২৬	১১.০৭.২০০৭
১১		রামঅবতার আগরওয়াল	৯৯১১৮১৫৯২৫	১৭৯০৯	০১.০৭.২০১৭
১২		রামঅবতার আগরওয়াল	৯৯১১৮১১৭০৫৮	১৭৯০৯	০১.০৭২০১৭
১৩		রাধেশ্যাম আগরওয়াল	৯৯১১৭৮৩২৮৬	১৭৯০৯	০১.০৭.২০১৭
১৪		অনিমা সরকার	৯৯১১৮০৯৭৭২	২৮৩২৬	০১.০৭.২০০৭
১৫		রাজেশ কুমার লুনিয়া	৯৯১১৭৮৮৪১২	১৭৯০৯	০১.০৭.২০১৭
১৬		কিশান কুমার শর্মা	৯৯১১৭৭৮৪৫৮	১৯৬৩৪	০১.০৭.২০১৬
১৭		কে কে মুস্তাফা	৯৯১১৮৫৯৩৯৪	২৬৩২৬	০১.০৭.২০০৭
১৮		অরুণ আগরওয়াল	৯৯১১৮০৮৬০০	১৬৭৮৫	০১.০৭.২০১৭
১৯		শরণ কুমার বাজাজ	৯৯১১৮৮৩১২৩	১৭৯০৯	০১.০৭.২০১৭
২০		জ্যোতি শরফ	৯৯১১৭৮৮২২৯	১৭৯০৯	০১.০৭.২০১৭
২১		সুনীল পোদ্দার	৯৯১২০৩৯৭৮৭	৯০১৬১	১৬.১২.১৯৯৯
২২		প্রেম লতা পোদ্দার	৯৯১১৮৮৬৬৬৭	১৭৯০৯	০১.০৭..২০১৭
২৩		কাঞ্চন দেবী পোদ্দার	৯৯১১৮৮৬৬৮৯	২৭৪৯৯	০১.০৭.২০০৮
২৪		রমেশ কুমার	৯৯১১৮৭৮৫৫৫	২৮৩২৬	০৮.০১.২০০৭
২৫		সুজন সিংঘানিয়া	৯৯১১৮৫৯৬৯৯	১৬১৮৪	০১.০৭.২০১৮

তারিখ : ১৭.১২.২০২৫, স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাংক

SBFC — এসবিএফসি ফিনান্স লিঃ
রেজিস্টার্ড অফিস: ইউনিট নং ১০৩, ২য় তল, সি অ্যান্ড বি স্কোয়ার, সঙ্গম কমপ্লেক্স, সিটিএস নং ৯৫এ, ১২৭, আন্ধেরি কুরলা রোড, গ্রাম চাকালা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৫৯। টেলিফোন: +৯১২২৬৭৮৭৫৩০০, ফ্যাক্স: +৯১ ২২৬৭৮৭৫৩৩৪। www.SBFC.com। কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: U67190MH2008PTC178270

জনবিজ্ঞপ্তি

AXIS BANK — অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)
যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ডানকুনিতে জীবিত তৃণমূল কাউন্সিলরকেই খসড়া ভোটার তালিকায় মৃত দেখানো হয়েছে

জেলাশাসককের রিপোর্ট তলব রাজ্য নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডানকুনি: হুগলির ডানকুনির তৃণমূল কাউন্সিলরকে মৃত দেখানো নিয়ে জেলাশাসকের কাছে রিপোর্ট চাইলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। জীবিত তৃণমূল কাউন্সিলরকেই খসড়া ভোটার তালিকায় মৃত দেখানো হয়েছে। তা নিয়ে শুরু হয়েছে শোরগোল। কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। এবার এই নিয়ে তৎপর হল নির্বাচন কমিশন। কার ভুলে ওই তৃণমূল কাউন্সিলরকে খসড়া ভোটার তালিকায় মৃত দেখানো হল, তা নিয়ে রিপোর্ট পাঠাতে বলা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, নাম বাদের আগে বিএলএ-রা বৈঠক করেন বিএলও-দের সঙ্গে। সেই সময় তৃণমূল কাউন্সিলর সূর্য দে-র নাম বাদ যায়নি বলে সূত্রের খবর। এরপর বিএলও যখন নাম তোলেন, তখন সূর্য দে-র নাম মৃত হিসেবে দেখানো হয়। কীভাবে এই ভুল হল, সেটাই জানতে চেয়েছে কমিশন। ২ মাসে এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা নিয়ে প্রথম থেকেই সরব তৃণমূল। কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে আন্দোলন হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দলেরই কাউন্সিলরকে খসড়া ভোটার তালিকায় মৃত দেখানো নিয়ে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, 'ডানকুনি পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সূর্য দে চণ্ডীতলা বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দা। তাঁর ক্রমিক নম্বর ৪০, বুথ নম্বর ২২৬। মঙ্গলবার ভোটার তালিকা অনুযায়ী তিনি মৃত। এটা এসআইআর না ফাজলামি হচ্ছে?' এই নিয়ে কমিশনকে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল কাউন্সিলর সূর্য দে-ও। শ্মশানেও চলে আসেন তিনি। বলেন, 'নিজেই হেঁটে আসলাম, নিজের সৎকারের জন্য। আমি একজন জনপ্রতিনিধি। আমাকে দেখানো হচ্ছে আমি মৃত। তীব্র নিন্দা করছি। আমি এখন শ্মশানে এসেছি। নির্বাচন কমিশনের যাঁরা আধিকারিক রয়েছেন, তাঁদের আবেদন করব, আমাকে এসে চুল্লিতে পুড়িয়ে দিন।'

পৈতৃক সম্পত্তি দখলের প্রতিবাদ করায় এক মহিলাকে মারধর ও বাড়ি ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পৈত্রিক সম্পত্তি দখলের প্রতিবাদ করায় এক মহিলাকে মারধর ও বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠলো স্থানীয় জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। এই হামলার ঘটনার ভিডিও মোবাইলে বন্দী করে ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করেছেন আক্রান্ত ওই মহিলার পরিবার। পাশাপাশি পুরো ঘটনাটি নিয়ে ইংরেজবাজার থানা এবং মিস্কি পুলিশ ফাঁড়িতে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত ওই মহিলা। কিন্তু পুলিশ প্রয়োজনীয় কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলে অভিযোগ। এমনকি পুলিশ সুপারকে জানিয়েও কোনও লাভ না হওয়ায় অবশেষে মঙ্গলবার আক্রান্ত ওই মহিলা তার নাবালক ছেলেকে নিয়ে মালদা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। মালদা আদালতের আইনজীবী সফিকুল ইসলামের সহযোগিতা নিয়ে মোট আটজনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছেন আক্রান্ত মহিলা মামনি খাতুন। ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্ডিপুর এলাকায়। যদিও আক্রান্ত মহিলার অভিযোগ দুষ্কৃতীরা পুলিশের অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য ক্রমাগত চাপ দিচ্ছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৯ ডিসেম্বর মঙ্গলবার ইংরেজবাজার থানার কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্ডিপুর এলাকায় মামনি খাতুনের প্রায় ১৩ শতক জায়গা জবরদখল করে স্থানীয় জমি মাফিয়ারা। তাদেরকে মদত জোগায় মামনি খাতুনের দুই আত্মীয় হালিমা বিবি ও নাসিমা বিবি। নিজের জায়গা দখলের প্রতিবাদ করাতেই ওই মহিলাকে প্রকাশ্যে মারধর করার পাশাপাশি বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়। মামনি খাতুনের এক নাবালক ছেলে সমস্ত ঘটনার বিষয়টি মোবাইলে ভিডিও করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেয়। ঘটনার দিন ইংরেজবাজার থানা এবং মিস্কি পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মামনি খাতুন। কিন্তু তারপর থেকে দুষ্কৃতীরা ক্রমাগত ফোনে হুমকি দিয়ে বসবাসযোগ্য জায়গা থেকে সরে যাওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতেই ১১ ডিসেম্বর পুলিশ সুপারের কাছেও একইভাবে হামলাকারী মুক্তার শেখ, ইউনুস শেখ, আবু বাক্কার-সহ মোট আটজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। আক্রান্ত ওই মহিলা মামনি খাতুন বলেন, তার স্বামী কিসমত শেখ পেশায় ভিন রাজ্যের শ্রমিক। বর্তমানে তাঁর স্বামী বাইরে রয়েছেন। একমাত্র নাবালক ছেলেকে নিয়ে চন্ডিপুরে নিজের বাড়িতেই থাকেন ওই মহিলা। কিন্তু রাস্তার ধারে তাদের ১৩ শতক ফাঁকা জমিতে নজর পরে স্থানীয় মাটি মাফিয়াদের। এরপর সেই জমি থেকে গাছ কেটে ঘিরে নেওয়ার চেষ্টা চালায় দুষ্কৃতীরা। অবশেষেই মারধর ও বাড়ি ভাঙচুরের একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে মামনি খাতুন। কিন্তু তারপরেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ। তাই বিচারের আশায় এদিন তিনি মালদা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। আইনজীবী সফিকুল ইসলাম বলেন, 'ওই জমিটি বাস্তু এবং রাজ্য সড়কের ধারে অবস্থিত। বর্তমানে ওই জমির দাম লক্ষাধিক টাকা। আর তাতেই নজর পড়েছে জমি মাফিয়াদের ওই মহিলা তাঁর নাবালক ছেলেকে নিয়ে যেহেতু একা থাকেন, তাই জোর করে জমি দখলের পাশাপাশি বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছে। এমনকি সেই জায়গার পাকাপোক্ত কাগজও তাদের কাছে রয়েছে। ষড়যন্ত্র করে তাদের ফাঁসানো হচ্ছে।' পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

খসড়া ভোটার তালিকা প্রদানে দঃ দিনাজপুরে জেলাশাসকের সর্বদলীয় বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন এর জন্য প্রকাশিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের খসড়া ভোটার তালিকা। সেইমতো ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) পর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে। মঙ্গলবার পুরো বিষয়টি নিয়ে বালুরঘাটে অবস্থিত জেলা প্রশাসনিক ভবনের আত্রেয়ী সভা হলে এক সর্বদলীয় বৈঠকের আয়োজন করা হয় জেলা প্রশাসনের তরফে। সেখানে জেলাশাসক সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এসআইআর সম্পর্কিত প্রকাশিত হওয়া খসড়া তালিকা উপস্থিত সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি রাজ্যজুড়ে চলছে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর প্রক্রিয়া। অনলাইন এবং অফলাইনে জমা পড়েছে এনুমারেশন ফর্ম। তার ভিত্তিতে মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে খসড়া ভোটার তালিকা। জানা গিয়েছে, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে মোট ৭,৬৬,৩৭,৫২৯ জন ভোটারের মধ্যে ৭,০৮,১৬,৬৩০ জন ভোটার তাঁদের এনুমারেশন ফর্ম জমা দিয়েছেন এবং প্রায় ৫৮,২০,৯২৯ জন ভোটার এখনও জমা করেননি। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় আগে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ১৩,৩১,৫৪৮ জন। এসআইআর প্রক্রিয়ার সময় ১২,৫০,৫৬৪ জন ভোটার এনুমারেশন ফর্ম জমা দিয়েছেন। ফলে খসড়া ভোটার তালিকা থেকে মোট ৮০,৯৮৪টি নাম বাদ পড়েছে। খসড়া তালিকায় বাদ পড়া নামগুলোর মধ্যে ৪৩,৩৫৮ জন ভোটারকে মৃত বলে শনাক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে, ৩৬,৩০৩ জন ভোটার অন্য কোথাও চলে গেছেন বা তাঁদের খুঁজে পাওয়া যায়নি এবং ১,৩২৩টি নাম নকল ভোটার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বালাসুব্রামানিয়ান টি. জানান, 'জেলা প্রশাসনের তরফে সর্বদলীয় বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের জন্য প্রকাশিত হওয়া খসড়া ভোটার তালিকা উপস্থিত সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। শুনানি, ত্রুটি সংশোধন এবং নাম সংযোজন বা বাদ দেওয়ার দাবি সংক্রান্ত পরবর্তী পর্যায়গুলো নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী সম্পন্ন করা হবে। এই পদ্ধতি গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সরকারি নির্দেশিকা পাওয়ার পরেই জানানো হবে।'

জামুরিয়ায় কয়লা, লোহা, বালি চোরেদের হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয়নি, তবে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং প্রধান বিরোধী দল বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব দিন দিন বাড়ছে। বলা যেতে পারে যে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে শীতকালেও পশ্চিমবঙ্গের মানুষ উষ্ণতা অনুভব করছেন।

মঙ্গলবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়িয়ে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জামুড়িয়ায় পৌঁছেছেন। তিনি এলাকার টাউন হলে এক কর্মী সম্মেলনে ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি, বিধায়ক ডঃ অজয় পোদ্দার, লদণ ঘোড়ুই, প্রবীণ বিজেপি নেতা ডঃ বিজন মুখার্জি, সন্তোষ সিং, সকল মণ্ডল সভাপতি এবং এই অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক তরুণ বিজেপি কর্মী।

এদিনের ভাষণে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'যদিও পশ্চিমবঙ্গে চলমান এসআইআর প্রক্রিয়া শেষের দিকে এবং মঙ্গলবার খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, তবুও বিজেপি কর্মীদের এখনও সতর্ক থাকতে হবে। কারণ তৃণমূল এখনও ভোটার তালিকায় কারচুপির চেষ্টা করবে।' বিজেপি কর্মীদের উৎসাহিত করে তিনি বলেন, 'তাদের এভাবেই কাজ চালিয়ে যাওয়া উচিত এবং ১৪ ফেব্রুয়ারির পরে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর, আমি এসে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে লিট্টি চোখা পার্টি উদযাপন করে যাব।' পাশাপাশি এদিনের ভাষণে বিস্ফোরক শুভেন্দু অধিকারী এলাকার বালি মাফিয়া, কয়লা মাফিয়াদের নাম ধরে তাদের নামের তালিকা নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'আমি জানি এদের কিভাবে ব্যবস্থা করতে হবে। নামগুলো নিয়ে যাচ্ছি, আগামী দিনে সবার ব্যবস্থা হবে।' এছাড়াও এলাকার মানুষকে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'বিজেপি ক্ষমতায় এলে এইসব এলাকায় কারখানাগুলোতে এলাকারই ১০০ শতাংশ আন-স্কিলড কর্মী কাজ পাবেন।' পাশাপাশি জিতেন্দ্র তিওয়ারি কর্মীদের উদ্দেশ্যে আরও বলেন, 'আগে কাজী নজরুল ইসলামের কারণে জামুড়িয়া সারা বিশ্বে পরিচিত ছিল, কিন্তু এখন জামুড়িয়া অবৈধ কার্যকলাপের জন্য পরিচিত হয়ে উঠেছে। তৃণমূল নেতাদের সরাসরি সহায়তায় জামুড়িয়ায় বেআইনি কার্যকলাপ চলছে। কিন্তু প্রশাসনের তাদের থামানোর সাহস নেই। আজ জামুড়িয়া শিল্প এলাকার কারখানাগুলিতে কারখানার মালিকরা শ্রমিকদের বঞ্চিত করছে।' জিতেন্দ্র তিওয়ারি প্রতিশ্রুতি দেন, আগামী বছর বাংলায় বিজেপি সরকার গঠন হলে শ্রমিকদের তাদের অধিকার দেওয়া হবে।

তৃণমূলে যোগদান ঘিরে নাটক!

দলের জেলা সভাপতি বনাম বিধায়ক দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিভিন্ন দল থেকে প্রায় ১০০টি পরিবারের ৪০০ জন ভোটারের তৃণমূলে যোগদানকে ঘিরে প্রকাশ্যে এল বিধায়ক বনাম জেলা সভাপতির দ্বন্দ্ব। গতকাল বাঁকুড়ার দেশড়া কোয়ালপাড়া এলাকায় ওই ৪০০ জন ভোটারের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন বিজেপি থেকে তৃণমূলে আসা কোতুলপুরের বিধায়ক হরকালী প্রতিহার। দলের জেলা নেতৃত্বে অজ্ঞাতে এই যোগদান 'বৈধ নয়' বলে দাবি করেছেন তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি। গোটা বিষয়টিকে কাটমানির লড়াই বলে উল্লেখ করেছে বিজেপি।

বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ফের প্রকাশ্যে এল তৃণমূলের বিষ্ণুপুর জেলা সভাপতি বনাম কোতুলপুরের বিধায়ক হরকালী প্রতিহারের দ্বন্দ্ব। গতকাল সন্ধ্যায় বাঁকুড়ার কোতুলপুরের দেশড়া কোয়ালপাড়া এলাকায় একটি পথসভায় বেশ কিছু জনের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন এলাকার বিধায়ক হরকালী প্রতিহার। যোগদান পর্ব শেষে তিনি দাবি করেন, রাজ্য জুড়ে চলা কর্মযজ্ঞে সামিল হতে বিজেপি-সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি থেকে মোট ১০০টি পরিবারের ৪০০ জন তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। এই ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে মঙ্গলবার সেই যোগদানের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুব্রত দত্ত। তিনি বলেন, 'ওই যোগদানের কোনো আগাম খবর আমার কাছে ছিল না। দলের জেলা নেতৃত্বের আগাম অনুমোদন ছাড়া বিধায়কের হাত ধরে এই যোগদানের কোনও বৈধতা নেই।' বিধায়ক অবশ্য এই যোগদানের বৈধতার পক্ষেই সাফাই দিয়েছেন। বিধায়কের দাবি, 'বিষয়টি দলের আভ্যন্তরীণ বিষয় হওয়ায় এনিয়ে আমি বিশদে কিছু বলবো না।' একইসঙ্গে বিষয়টিকে দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব বলেও মানতে নারাজ তিনি। এদিকে এই ঘটনা সামনে আসতেই তৃণমূলকে কটাক্ষ করার সুযোগ হাতছাড়া করেনি বিজেপি। বিজেপির দাবি, 'কেউ দলবদল করেননি। নিজের দলের কর্মীদের ফের পতাকা ধরিয়ে নাটক করছে তৃণমূল। এখন সেই নাটক নিয়েও শুরু হয়েছে দ্বন্দ্ব। আসলে এই ঘটনা কাটমানি নিয়ে বিধায়ক বনাম তৃণমূলের জেলা সভাপতির দ্বন্দ্ব ছাড়া আর কিছুই নয়।'

খানাকুলে হবে দমকল কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: খানাকুল এক নম্বর ব্লক অফিসের একেবারে কাছেই দমকল কেন্দ্র নির্মাণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা হল। এই কেন্দ্র চালু হলে অগ্নিকাণ্ড-সহ নানা জরুরি মুহূর্তে দ্রুত সেবা পাওয়া যাবে বলে আশাবাদী স্থানীয় বাসিন্দারা। খানাকুলবাসীর বহুদিনের স্বপ্ন অবশেষে বাস্তবের পথে। এই কেন্দ্র চালু হলে অগ্নিকাণ্ড-সহ নানা জরুরি মুহূর্তে দ্রুত সেবা পাওয়া যাবে বলে আশাবাদী স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয়দের দাবি, প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে তীব্র তাপদাহে বিভিন্ন এলাকায় আগুন লেগে ঘরবাড়ি ও জনসম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। আরামবাগ চাঁদুর এলাকা থেকে দমকল পৌঁছতে দেরি হওয়ায় পরিস্থিতি আরও খারাপ রূপ নিত। সেই সমস্যার সমাধান ঘটাতেই খানাকুলে একটি দমকল কেন্দ্র স্থাপনের দাবি দীর্ঘদিন ধরেই ছিল। সেই দাবিকে মান্যতা দিয়ে খানাকুল এক নম্বর ব্লক প্রশাসনের সক্রিয় সহযোগিতায় দমকল কেন্দ্র তৈরি হওয়ায় জন্য জমি চিহ্নিত হয়। খানাকুল এক নম্বর বিডিও অফিস সংলগ্ন স্থানে দমকল কেন্দ্র গড়ে উঠলে সমস্ত খানাকুল জুড়েই পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। প্রসঙ্গত, আরামবাগ মহকুমার মধ্যে নদীবেষ্টিত ব্লক হল খানাকুল এক ও দুই নম্বর ব্লক। এই দুই ব্লকের গ্রামগুলি ভৌগোলিক দিক থেকে একেবারেই প্রত্যন্ত। আর এই মহকুমার একমাত্র দমকল কেন্দ্র আরামবাগ শহরের চাঁদুরে গড়ে উঠেছে। তাই খানাকুলের কোনও প্রত্যন্ত এলাকায় আগুন লাগলে দমকলের গাড়ি পৌঁছাতে বহু সময় লেগে যেত। স্বাভাবিক ভাবেই বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যেত। এই জন্য খানাকুলে একটা দমকল কেন্দ্রের প্রয়োজন ছিল। জানা গেছে, ইতিমধ্যেই জমি নির্ধারণের কাজ হয়ে গেছে। এই বিষয়ে খানাকুল এক নম্বর ব্লকের বিডিও অরিন্দম মুখার্জি বলেন, 'সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জমি দেওয়া হয়ে গেছে। যেকোনো সময় বিল্ডিং তৈরি হবে।' অপরদিকে খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মিন্টু পাল বলেন, 'মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাই, খানাকুলে দমকল কেন্দ্র তৈরি করার জন্য। এই দমকল কেন্দ্র তৈরি হওয়ায় খুশি এলাকার মানুষ।'

বরযাত্রীবাহী বাস উলটে আহত একাধিক: এক আনন্দের যাত্রা, মুহূর্তের মধ্যে রূপ নিল আতঙ্কে। পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানার সাহেবগঞ্জ গ্রামে বরযাত্রীবাহী একটি বাস দুর্ঘটনায় উলটে গিয়ে আহত হলেন বেশ কয়েকজন। ঘটনাটি ঘটেছে সাহেবগঞ্জ গ্রামের নির্মল ঘোষের ছেলের বিয়ে উপলক্ষে বরযাত্রীদের নিয়ে রওনা দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসটি সাহেবগঞ্জ থেকে গলসি থানার অন্তর্গত আদ্রাহাটির উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছিল। ঠিক সেই সময় হঠাৎ সামনে একটি টোটো চলে আসায় তাকে বাঁচাতে গিয়েই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি উল্টে যায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ভাতার থানার পুলিশ।

পাড়ার সমাধানে মিলল স্কুল চত্বরে এলইডি ল্যাম্প

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: হাওড়ার শ্যামপুর দুই ব্লকের বাছরি প্রাইমারি স্কুল চত্বরে আলো নেই। সমস্যা হচ্ছে। তাই এই এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল আলোর আর 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান'-শীর্ষক কর্মসূচিতে দাবি জানিয়ে অবশেষে মিললো এলইডি লাইট। হাওড়ার শ্যামপুর দুই ব্লকের বাছরি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাছরি প্রাইমারি স্কুল চত্বরে এই লাইটের উদ্বোধন করেন শ্যামপুর দুই ব্লকের বিডিও শেখ আশিক ইকবাল। এদিন বাছরি গ্রাম পঞ্চায়েতের বার্ষিক গ্রাম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ জুলফিকার আলি মোল্লা। পুরো কর্মসূচি নিজের হাতে অপারেট করেন বাছরি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্যাম সুন্দর মেটিয়া। এদিন গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে কয়েকশো মানুষের চক্ষু পরীক্ষা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং প্রসূতি মা ও শিশুদের হাতে পুষ্টিকর খাওয়া তুলে দেওয়া হয়। তবে মঙ্গলবার অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিন অনুষ্ঠান চত্বরে মহিলাদের তৈরি পিঠে ভাগ করে খেলেন বিডিও। যা সকলের নজর কাড়ে।

ঝাড়গ্রামে ভোটার তালিকা সংশোধনে বাদ পড়েছে ৫২ হাজারের বেশি নাম

নিজস্ব প্রতিবেদনন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম জেলায় ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে। জেলায় মোট ৫২,৭৮৬ জনের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এর মধ্যে ১৫,৮২৫ জন মৃত ভোটার বলে চিহ্নিত হয়েছেন। মঙ্গলবার বিকেলে জেলা কালেক্টরেটে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জেলাশাসক ও জেলা নির্বাচনী আধিকারিক আকাঙ্ক্ষা ভাস্কর জানান, ভোটারদের অধিকার সুরক্ষিত রাখতে ১৫,১৪৯ জনকে শুনানির জন্য ডাকা হবে। তাঁর কথায়, 'প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শুনানির আয়োজন করা হবে, যাতে সাধারণ মানুষকে দূরে যেতে না হয়। স্থানীয় ও পরিচিত জায়গাতেই শুনানি হবে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ পেলেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' শুনানি ঘিরে অযথা আতঙ্ক বা গুজব না ছড়ানোর অনুরোধ জানিয়ে জেলাশাসক বলেন, 'এসআইআর সংক্রান্ত বিষয়ে কেউ বিভ্রান্ত হবেন না। যাঁদের নাম খসড়া তালিকায় রয়েছে, তাঁদেরই শুনানিতে ডাকা হবে। প্রত্যেক বিএলও-র কাছে খসড়া ভোটার তালিকা রয়েছে। পাশাপাশি অনলাইনের মাধ্যমেও ভোটাররা নিজেদের নাম যাচাই করতে পারবেন।' এদিকে এদিন সকাল থেকেই অনলাইনে খসড়া ভোটার তালিকা দেখতে সাধারণ মানুষের মধ্যে তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। আমলাশোল এলাকার বিএলও সুরথ মাহাতো জানান, ব্লক অফিস থেকে এখনও হার্ড কপি হাতে পাননি। তাঁর কথায়, 'সন্ধ্যায় ব্লকে তালিকা পৌঁছানোর কথা রয়েছে। আমরা আগামীকাল সংগ্রহ করব। তবে অনলাইনে ইতিমধ্যেই সমস্ত তথ্য দেখা যাচ্ছে।' অন্যদিকে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি প্রসূন ষড়ঙ্গী বলেন, '১৫,১৪৯ জনকে শুনানিতে ডাকা হবে। আমাদের প্রধান লক্ষ্য হল কোনও বৈধ ভোটার যেন তালিকা থেকে বাদ না পড়ে এবং প্রত্যেক যোগ্য নাগরিকের নাম ভোটার তালিকায় থাকে।'

সচেতনতা বাড়াতে স্বয়ংসিদ্ধা

নিজস্ব প্রতিবেদনন: এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের মহিলা থানার উদ্যোগে বর্ধমান সহযোদ্ধার সহযোগিতায় নেহেরু বিদ্যামন্দির হাই স্কুলে স্বয়ংসিদ্ধা এবং সাইবার ক্রাইম বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ছাত্রীরাই এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। মূলত এই কর্মসূচি থেকে নিজেদেরকে কি করে সুরক্ষিত রাখবে ছাত্র-ছাত্রীরা এবং বিপদে পড়লে তারা কি করবে? কোথায় যোগাযোগ করবে? পাশাপাশি 'না' বলতে শিখতে হবে এবং ফোনের ব্যবহার কিভাবে করবে? কতটা ভালো, কতটা খারাপ এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন মহিলা থানার পুলিশ অফিসাররা এবং সাইবার ক্রাইম অফিসার। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মহিলা থানার সাব ইন্সপেক্টর আত্রেয়ী মুখার্জি এবং মধুমিতা কুন্ডু, সাইবার ক্রাইমের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর ফাল্গুনী পাল এবং সাইবার ক্রাইমের প্রশান্ত দে, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গণেশ রাজদেব এবং বর্ধমান সহযোদ্ধার সম্পাদক প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাশাপাশি ওই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। এদিন এই সচেতনতামূলক বিষয় থেকে খোলামেলাভাবে আলোচনা করা হয় ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে। তাদের সমস্যার জানানোর কথা বলা হয়।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম ভাতারের সানভির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের কামারপাড়া মোড় এলাকার একটি তিন বছর, নয় মাসের শিশু ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুলে এলাকার মানুষের মন জয় করে নিল। ওই কন্যা সন্তানের নাম সানভি দাস। সে অনায়াসে বেশ কিছু আবৃতি ও ছড়া মুখোস্থ বলতে পারে। জেলার নাম, বিভিন্ন রাজ্যের নাম অনায়াসে সে বলে দিচ্ছে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। পশু পাখির নাম, ফুলের নাম ও ইংরেজি ওয়ার্ড-এর বাংলা মানে বলে দিতে পারছে খুব দ্রুত। সানভির বাবা তরুণ দাস জানান, মেয়েকে তাঁর স্ত্রী দারুনভাবে গাইড করে। ছোট্ট ছোট্ট ভিডিও করে তিনি সেগুলিকে ওনাদের দপ্তরে পাঠান। ওনারা তার মেয়ের নাম সিলেক্ট করে। পাশাপাশি তার নামের সার্টিফিকেটও পাঠিয়েছেন। মেয়ের এই সফলতায় খুশি পরিবারের সকলে।

শান্তি সম্প্রীতিময় সাগর মেলায় সচেতনতার ডাক স্বপন দত্ত বাউলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: প্রতি বছরই গঙ্গা সাগর মেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়। লক্ষ লক্ষ পূণ্যার্থী পূণ্য স্নান করেন, সাধু, সন্ত, নাগা সন্ন্যাসী, সারা রাজ্যের মানুষ, দেশ বিদেশের ভক্তবৃন্দের সমাগমে সাড়ম্বরে সাগর মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এবারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার-সহ বিভিন্ন জায়গায় পথে পথে বাউল গানে সচেতন করতে দেখা গেল ডক্টর স্বপন দত্ত বাউলকে। রাষ্ট্রপতির পুরস্কার দেওয়া একতারা, কোল ডুগী বাজিয়ে একতারার সুরে গঙ্গাসাগরের জল ও পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে এবং নেশা মুক্ত হয়ে শান্তি সম্প্রীতিময় সাগর মেলার জন্য আগাম সচেতনতার বার্তা দিতে দেখা গেল নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতনের শিল্পী ডঃ স্বপন দত্ত বাউকে। গানে গানে তিনি বলেন, 'গঙ্গা সাগর মেলায় জলে কেউ পলিব্যাগ, থার্মকলের থালা, পাত্র, প্লেট, কাপ পুজোর ব্যবহৃত ডালি, ফুল সামগ্রী জলে ফেলে জল দূষণ করবেন না। এর ফলে সমুদ্রের জলে বহু জলজ জীব, সামুদ্রিক মাছ, জন্তু, জলজ উদ্ভিদের ক্ষতি হয়।' তিনি বক্তব্যে আরও বলেন, 'সাগর প্রাঙ্গণে পলিথিন, নানা আবর্জনা, মদের বোতল, সিগারেটের প্যাকেট ফেলে ও আগুনে জ্বালিয়ে পরিবেশ দূষণ এবং বায়ু দূষণ করবেন না। তামাকজাত দ্রব্য মদ, গাঁজা, হেরোয়িন, ফুটুস, তামাক বর্জন করে নেশামুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।' শান্তি সম্প্রীতিময় মেলার ডাক মানুষের মন জয় করছে। শান্তি সম্প্রীতিময় মেলার জন্য সচেতনতার বাউল গানের বার্তায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষ মুগ্ধ হয়ে বাউল শিল্পীর প্রশংসা করে।

দেশে প্রত্যর্পণের পরই গ্রেপ্তার লুথরা ভাইরা

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর: অবশেষে ভারতে ফেরানো হল গোয়ার পুড়ে যাওয়া সেই নৈশক্লাবের দুই মালিক সৌরভ ও গৌরভ লুথরাকে। দিল্লি বিমানবন্দরে নামতেই তাঁদের গ্রেপ্তার করে গোয়া পুলিশ। লুথরা ভাইদের ভারতে প্রত্যর্পণের চেষ্টা চালাচ্ছিল ভারত সরকার। দিন দুয়েক আগেই তাইল্যান্ড কর্তৃপক্ষের তরফে প্রত্যর্পণের বিষয়ে সবুজ সঙ্কেত মেলে। ছাড়পত্র পাওয়ার পর মঙ্গলবার সকালে থাইল্যান্ডের ব্যাঙ্কক বিমানবন্দরে আনা হয় তাঁদের। তার পর ইন্ডিগোর বিমানে লুথরা ভাইদের ফিরিয়ে আনা হয় ভারতে। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামামাত্রই লুক আউট সার্কুলারের শর্ত অনুযায়ী তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ বার তাঁদের হাজির করানো হবে দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্টে। তাঁদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য হেপাজতে নেওয়ার আবেদন করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। গত ৬ ডিসেম্বর মধ্যরাতে গোয়ার বাগা সমুদ্রসৈকতে আরপোরার নৈশক্লাব 'বার্চ বাই রোমিও লেন'-এ অগ্নিকাণ্ডে ২৫ জনের মৃত্যু হয়। তার কয়েক ঘণ্টা পরেই ভারত ছেড়ে পালান সৌরভ ও গৌরভ। তদন্তে জানা যায়, সেই রাতেই ইন্ডিগোর বিমানে থাইল্যান্ডে চলে গিয়েছেন তাঁরা। তার পর থেকেই তাঁদের ভারতে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়। দুই ভাইয়ের খোঁজে প্রথমে ইন্টারপোলের দ্বারস্থ হয় গোয়া পুলিশ। ইন্টারপোলের তরফে লুথরা ভাইদের বিরুদ্ধে ব্লু কর্নার নোটিস জারি করা হয়। গোয়া পুলিশও লুক আউট সার্কুলার (এলওসি) জারি করে। এর মাঝে আবার ব্যাঙ্ককের ভারতীয় দূতাবাস যোগাযোগ করে থাইল্যান্ড কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। সেই কাজে থাইল্যান্ড কর্তৃপক্ষও পূর্ণ সহযোগিতা করেন। প্রথমে দুই অভিযুক্তের পাসপোর্ট ও ভিসা বাতিল করা হয়। তার পর ৯ ডিসেম্বর ফুকেটের একটি হোটেল থেকে তাঁদের আটক করে থাইল্যান্ডের অভিবাসন দপ্তর। তার পরই লুথরা ভাইদের প্রত্যর্পণের চেষ্টা চালাচ্ছিল ভারত সরকার।

ধোঁয়াশায় বলি: দিল্লি-আগ্রা সড়ক দুর্ঘটনা, জীবন্ত দগ্ধ ১৩

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর: মঙ্গলবার ভোরে মথুরায় দিল্লি-আগ্রা এক্সপ্রেসওয়েতে দৃশ্যমানতা পৌঁছয় প্রায় শূন্যে। তখনই একাধিক বাস ও গাড়ির সংঘর্ষ হয়, আগুন ধরে যায় বেশ কয়েকটি গাড়িতে। এর ফলে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের। আহত অন্তত ২৫ জন।

দুর্ঘটনা এড়াতে দিল্লিবাসীকে বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া গাড়ি রাস্তায় নামাতে বারণ করা হয়েছে। একান্তই বেরোতে হলে ধীর গতিতে গাড়ি চালানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এত করেও অবশ্য দুর্ঘটনা এড়ানো যাচ্ছে না। সংঘর্ষে ফলে একাধিক বাস-গাড়ি উলটে যায়। বেশ কয়েকটি গাড়িতে আগুন ধরে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতাল ভর্তি করেন তারা। দুর্ঘটনার জেরে রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি সরিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে পুলিশ। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পুলিশকর্তা শ্লোক কুমার জানান, গাঢ় কুয়াশার জেরে সাতটি বাস এবং তিন গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনার জেরে বেশ কয়েকটি গাড়িতে আগুনও ধরে যায়। এর ফলে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। ২৫ জন আহত।

উল্লেখ্য, দিল্লি-সহ গোটা উত্তর ভারতে ধোঁয়াশার বিড়ম্বনা অব্যাহত। সোমবারও রাজধানীতে বাতাসের গুণমান সূচক (একিউআই) ছিল ৪৫০-এর উপরে। গতকালের মতোই একাধিক বিমান এবং ট্রেন বাতিল হয়েছে। ঘন কুয়াশার জেরে সোমবার সকালেও দিল্লি-মুম্বই জাতীয় সড়কে পরপর কুড়িটি গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। ওই দুর্ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল। মঙ্গলবার যেন তার পুনরাবৃত্তি হল।

মেক্সিকোয় বিমান ভেঙে মৃত অন্তত ৭

মেক্সিকো সিটি, ১৬ ডিসেম্বর: ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা মেক্সিকোয়। জরুরি অবতরণ করতে গিয়ে একটি কারখানার ছাদে ভেঙে পড়ে বিমান। তারপরই উড়ানটিতে আগুন লেগে যায়। দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৭ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সেদেশের সংশ্লিষ্ট সংস্থা। মেক্সিকো পুলিশ সূত্রে খবর, বিমানটিতে আট জন যাত্রী এবং দু'জন 'ক্রু' ছিলেন। তবে এখনও পর্যন্ত সাতজনের দেহ উদ্ধার হয়েছে বলে খবর। কিন্তু কী কারণে বিমানটিতে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, বিমানটি একটি প্রাইভেট জেট ছিল। সোমবার সেটি আকাপুলকো থেকে মেক্সিকো সিটির টলুকা বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। সূত্রের খবর, উড়ানের কিছুক্ষণ পরই বিমানটিতে কিছু যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা যায়। তারপরই পাইলট তড়িঘড়ি উড়ানটিকে জরুরি অবতরণের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তখনই ঘটে যায় বিপত্তি। আকাপুলকো থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে সান মাতেও আতেনকো শিল্পাঞ্চলে বিমানটি ভেঙে পড়ে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, জরুরি অবতরণের সময় একটি কারখানার ছাদে থাকা ধাতব বস্তুতে বিমানটি প্রথমে আঘাত করে।

তারপর সেখানেই ভেঙে পড়ে বিমানটি। দুর্ঘটনার পর বিমানটিতে আগুন লেগে যায়। মুহূর্তেই কালো ধোঁয়ায় ঢাকে গোটা এলাকা। বিকট শধ শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি সেখানে পৌঁছয় পুলিশ, দমকল এবং উদ্ধারকারী দল।

ময়দান

ছোটদের এশিয়া কাপে অপ্রতিরোধ্য ভারত, নিয়মরক্ষার ম্যাচেও দর্পচূর্ণ মালয়েশিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাকিস্তানকে ৯০ রানে উড়িয়ে দিয়ে আগেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছিল অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দল। মঙ্গলবার দুবাইয়ে সেই গ্রুপ পর্বের 'নিয়মরক্ষা'র ম্যাচেই যেন আগুন ঝরাল আয়ুষ মাত্রের দল। অভিজ্ঞান কুণ্ডুর ঐতিহাসিক ডবল সেঞ্চুরি এবং দীপেশ দেবেন্দ্রনের বিধ্বংসী বোলিংয়ের দাপটে মালয়েশিয়াকে ৩১৫ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে দিল ভারত।

টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি ভারতের। অধিনায়ক আয়ুষ মাত্র (১৪) ও বিহান মালহোত্রা (৭) দ্রুত ফিরে যান। তবে চাপের মধ্যেও নিজের স্বভাবসিদ্ধ আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে দলের রানের চাকা সচল রাখেন বৈভব সূর্যবংশী। মাত্র ২৬ বলেই হাফসেঞ্চুরি পূরণ করেন তিনি। অন্যপ্রান্তে বেদান্ত ত্রিবেদীও দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন। ৯০ রানের ইনিংসে ভারতের ভিত মজবুত করে দেন তিনি।

কিন্তু দিনের আসল নায়ক ছিলেন অভিজ্ঞান কুণ্ডু। পাঁচ নম্বরে নেমে যা করলেন, তা ছোটদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ইতিহাস হয়ে রইল। ১২৫ বলে ২০৯ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেন ১৭ বছরের এই বাঁ-হাতি ব্যাটার। স্ট্রাইক রেট ছিল ১৬৭.২০। ১৭টি চার ও ৯টি ছক্কায় সাজানো তাঁর ইনিংস। মাত্র ৪৪ বলে হাফসেঞ্চুরি করার পর পরবর্তী ৩৬ বলেই শতরান পূর্ণ করেন অভিজ্ঞান। এরপর আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠে তাঁর ব্যাট। ১২১ বলে ডবল সেঞ্চুরিতে পৌঁছে ছোটদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে এই নজির গড়েন তিনি। পাঁচ নম্বরে নেমে ডবল সেঞ্চুরি, এই 'অসাধ্য' কাজই অনায়াসে করে দেখান অভিজ্ঞান।

নির্ধারিত ৫০ ওভারে ভারত তোলে পাহাড়প্রমাণ ৪০৮ রান। জবাবে ৪০৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে একেবারেই দাঁড়াতে পারেনি মালয়েশিয়া। ভারতীয় বোলারদের সামনে কার্যত আত্মসমর্পণ করে তারা। মাত্র ৯৩ রানেই গুটিয়ে যায় মালয়েশিয়ার ইনিংস। দীপেশ দেবেন্দ্রনের বোলিং তাণ্ডব ছিল চোখে পড়ার মতো। ২২ রান দিয়ে ৫ উইকেট তুলে নেন তিনি। উদ্ধব মোহন নেন ২৪ রানে ২ উইকেট। কিষাণ কুমার, খিলান প্যাটেল ও কণিষ্ক চৌহান নেন একটি করে উইকেট। মালয়েশিয়ার হয়ে হামজা পাঙ্গির ৩৫ রানই ছিল সর্বোচ্চ।

এই জয়ের ফলে গ্রুপ পর্বের তিনটি ম্যাচেই জিতে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে শেষ করল অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দল। আত্মবিশ্বাসে ভর করে এবার সেমিফাইনালের দিকেই তাকিয়ে আয়ুষ মাত্রের ভারত।

আইপিএল নিলামে ১৮ কোটিতে কেকেআরে মাথিশা পাথিরানা

মুম্বই, ১৬ ডিসেম্বর: মঙ্গলবার আইপিএল ২০২৬ নিলামে শ্রীলঙ্কার পেসার মাথেশা পাথিরানাকে ১৮ কোটি টাকায় কিনে নিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। দিল্লি ক্যাপিটালস পাথিরানার জন্য তার মূল মূল্য ২ কোটি টাকায় নিলাম শুরু করে, এর কিছুক্ষণ পরেই লখনউ সুপার জায়ান্টস যোগ দেয় এবং প্রতিযোগিতাকে ১০ কোটি টাকারও বেশি দামে এগিয়ে দেয়। এর কিছুক্ষণ পরেই কলকাতা নাইট রাইডার্স নিলামে অংশ নেয় এবং ২২ বছর বয়সী এই খেলোয়াড়কে ১৮ কোটি টাকায় কিনে নেয়, যার ফলে অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিনকে অধিগ্রহণের পর নিলামে তাকে দ্বিতীয় বড় অঙ্কের দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পাথিরানা চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে ৩২টি আইপিএল ম্যাচে ৪৭টি উইকেট নিয়েছেন, যার ইকোনমি রেটে মাত্র আটটি। তার স্লিং অ্যাকশনের জন্য পরিচিত, তিনি ২০২৩ সালে সিএসকে-র শিরোপা জয়ের অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেনগ্ন

২০ বছর পর বাংলায় আয়োজিত হল জাতীয় হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ। ৩৪টি রাজ্য-কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের কর্ণধার সত্যম রায়চৌধুরী, সাউথ এশিয়ান হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সেক্রেটারি জেনারেল আনন্দেশ্বর পান্ডে, স্থানীয় বিধায়ক অসিত মজুমদার, তপন দাশগুপ্ত, চুঁচুড়া পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমিত্র ঘোষ, নেতাজি সুভাষ এরিনার সিইও তন্ময় রায় চৌধুরী সহ বিশিষ্টজনেরা।

আয়োজিত হল টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫কে কলকাতা ২০২৫ এর ফিলানথ্রপি মিট অ্যান্ড গ্রিট উপস্থিত ছিলেন রেসকিউ অ্যান্ড রিলিফ ফাউন্ডেশন-এর প্রতিষ্ঠাতা আইনজীবী সিদ্ধান্ত ঘোষ, প্রোক্যাম ইন্টারন্যাশনাল এর ভাইস প্রেসিডেন্ট আরতি কাকাতকর, সারা তাবিশ, নিউ লাইটের প্রতিষ্ঠাতা উর্মি বসু, বিবেক সিং, বিকাশ কুমার, শর্মিষ্ঠা ঘোষ, ঝিলাম সরকার এবং ইমপ্যাক্ট ৩৬০ এর সিইও দেবাশীষ রায় চৌধুরী।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

e-Tender Notice
Prodhan, Illambazar Gram Panchayet, Birbhum, West Bengal invites Tender e-NIT No- 11 /IGP/2025-26 dt 04.12.2025 Tender ID: - 2025_ ZPHD_966355 for 1 No work of SBMG Work details will be available in the website: wbtenders.gov.in and e-NIT No-12 /IGP/2025-26 dt 09.12.2025 Tender ID: - 2025_ZPHD_5000792 for 38 Nos work of APAS Work details will be available in the website: https://tenders.wb.gov.in
Sd/-
Prodhan,Illambazar Gram Panchayet

Office of the Block Development Office Sagardighi :: Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:-30/EN/SB/2025-2026, (APAS-2025-26) (Sl No 01 to 41) Dated:-16/12/2025. The last date of online submission of tender is 23/12/2025 upto 14:00 hours.
For details please visit website: http://wbtenders.gov.in
SD/-Block Development Officer
Sagardighi, Murshidabad

eTender notice of Gohaliara GP Dubrajpur Dev. Block, Birbhum
Prodhan ,Gohaliara GP invited eTender of 1(One) Schemes of APAS vide NIT No-07/GGP/25-26 DATED.30.10.2025
Bid Closes: Follow Website
For details pls visit http://wbtenders.gov.in or GP Office notice board.
Sd/-
Prodhan
Gohaliara Gram Panchayet

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
টেন্ডার নোটিস নং ঃ এসএনটি_ই_টেন্ডার_এডিএ_২৫_২৬_১২। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা, পিন-৭২৩১২১, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম ঃ** আদ্রা ডিভিসনে সেন্ট্রালাইজড রেকর্ডিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে স্টেশন মাস্টার এবং নন- ইন্টারলকড এলসি গেটসমূহের মধ্যে ভয়েস লগিং সুবিধা সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং সূচনার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,১৩,২৬,৫২৫.৪৩ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.০১.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা। বিশদ যে ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in (PR-967)

SHORT TENDER NOTICE
NABADWIP MUNICIPALITY
e-Tender are invited by the Chairman Nabadwip Municipality.
Tender No: NM/PWDT/NIT-74e/2025-26
ID: 2025_MAD_975394_1
Last Date of submitting tender **12.01.2026 at 05.00 PM. N.B.:** Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site http://wbtenders.gov.in this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**
Sd/- **Chairman**
Nabadwip Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of C.C. Road in Ward No. - 01 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference: WBMAD/NIeT/234/BM/2025-26/APAS
Date: 16.12.2025
Tender ID: 2025_MAD_5002918_1. Bid Submission Start date- **16.12.2025 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **22.12.2025 at 14:00.** 2. End date- **25.12.2025 at 18:55.** 3. Bid opening date- **27.12.2025 at 18:55.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman/ Executive Officer**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Shed in Ward No. - 01 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference: WBMAD/NIeT/233/BM/2025-26/APAS
Date: 16.12.2025
Tender ID: 2025_MAD_5002907_1. Bid Submission Start date- **16.12.2025 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **22.12.2025 at 14:00.** 2. End date- **25.12.2025 at 18:55** 3. Bid opening date- **27.12.2025 at 18:55.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman/Executive Officer**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Drain in Ward No. - 01 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference: WBMAD/NIeT/235/BM/2025-26/APAS
Date: 16.12.2025
Tender ID: 2025_MAD_5002924_1. Bid Submission Start date- **16.12.2025 at 18:55.** 1. Prebid meeting date– **22.12.2025 at 14:00.** 2. End date- **25.12.2025 at 18:55.** 3. Bid opening date- **27.12.2025 at 18:55.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman/ Executive Officer**
Bongaon Municipality.

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
CORRIGENDUM
NIeT No.: WBMAD/BASIR/APAS-04 OF 2025-26
Tender ID:
2025_MAD_942075_76
2025_MAD_942075_126
2025_MAD_942075_131
e-Tender Closing Date: **13/01/2026 at 9.00 AM.** & Opening Date: **15/01/2026 upto 9.00 AM.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** & **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- **Chairperson**
Basirhat Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Drain in Ward No. - 02 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference: WBMAD/NIeT/237/BM/2025-26/APAS
Date: 16.12.2025
Tender ID: 2025_MAD_5002979_1, 2025_MAD_5002979_2, 2025_MAD_5002979_3, Bid Submission Start date- **16.12.2025 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **22.12.2025 at 14:00.** 2. End date- **25.12.2025 at 18:55.** 3. Bid opening date- **27.12.2025 at 18:55.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman/ Executive Officer**
Bongaon Municipality.

Chakdaha Municipality
Chakdaha, Nadia
Tender Notice
Chakdaha Municipality invites e-tender vide **tender reference no:- WBMAD/CM/WS/APAS/NIT-51/25-26 & Tender Id:-2025_MAD_5002715_1, 2025_MAD_5002715_2, WBMAD/CM/WS/APAS/NIT-52/25-26 & Tender Id:- 2025_MAD_5002710_1, 2025_MAD_5002710_2, WBMAD/CM/WS/APAS/NIT-53/25-26 & Tender Id:- 2025_MAD_5002728_1, 2025_MAD_5002728_2** for various works under Chakdaha Municipal area under the APAS scheme. For further information, please visit **https://tenders.wb.gov.in/**
Sd/-
Chairman
Chakdaha Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of C.C.Road in Ward No.- 02 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference: WBMAD/NIeT/236/BM/2025-26/APAS
Date: 16.12.2025
Tender ID: 2025_MAD_5002962_1, 2025_MAD_5002962_2, 2025_MAD_5002962_3. Bid Submission Start date- **16.12.2025 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **22.12.2025 at 14:00.** 2. End date- **25.12.2025 at 18:55.** 3. Bid opening date- **27.12.2025 at 18:55.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman/ Executive Officer**
Bongaon Municipality.

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ এমসি_ডব্লুসি_ডিপিটি_এনএইচ_২৫, তারিখ ঃ ১১.১২.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রুম নম্বর ৪২, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ নামী কন্ট্রাক্টরদের থেকে নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে 'সিঙ্গেল প্যাকেট সিস্টেমে' সিলকরা ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম/বিবরণ ঃ** ১ বছরের জন্য সি অ্যান্ড ডব্লু এনএইচ ডিপোতে বিভিন্ন ওয়াগনের মেরামতির সময় ডিপিটি টেস্টিং কাজের আউটসোর্সিং। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৮,৮৭,৮৬২.৮০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৯৭,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০ টাকা। **মাসে চুক্তির মেয়াদ ঃ** ১২। **বিড শুরুর তারিখ ঃ** ২০.১২.২০২৫। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৩.০১.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৩.০১.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা। ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং কাজের জন্য যোগ্যতার শর্তাবলী সমেত টেন্ডার নথিপত্র www.ireps. gov.in (ওয়েবসাইট URL)-এ দেখা যাবে এবং সেখান থেকে ডাউনলোড করা যাবে। ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (SDAH-302/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Shed in Ward No. -07 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference: WBMAD/NIeT/238/BM/2025-26/APAS
Date: 16.12.2025
Tender ID: 2025_MAD_5003018_1. Bid Submission Start date- **16.12.2025 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **22.12.2025 at 14:00.** 2. End date- **25.12.2025 at 18:55.** 3. Bid opening date- **27.12.2025 at 18:55.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman/ Executive Officer**
Bongaon Municipality.

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
A Statutory Authority of the Government of West Bengal
(Under Urban Development & Municipal Affairs Department)
1st Administrative Building, City Centre, Durgapur - 713216
ABRIDGED NOTICE
WB TENDER ID. : 2025_ADDA_974579_1
Asansol Durgapur Development Authority (ADDA) invites eTender for Comprehensive Annual Maintenance Contract of Computer Hardware and Other Peripherals including Networking.
Last Date of Bid Submission : 10.01.2026
For details visit the eTendering Portal at http://wbtenders.gov.in or ADDA's website

Basantapur Gram Panchayat
Under Amta-I Panchayat Samity
Manikura, Amta, Howrah
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of 12 nos. development work(s) vide **Memo No.: WB/HWH/AMTA-I/BGP/NIT/666/25, Date: 16.12.2025.** Documents Download & Bid Submission Start Date (Online): **16.12.2025 at 06:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **12.01.2026 up to 02:00 PM.** Opening Date of Technical Bid (Online): **15.01.2026 at 02:00 PM.** For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Basantapur Gram Panchayat

Basantapur Gram Panchayat
Under Amta-I Panchayat Samity
Manikura, Amta, Howrah
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of 6 nos. development work(s) vide **Memo No.: WB/HWH/AMTA-I/BGP/NIT/665/25, Date: 15.12.2025.** Documents Download & Bid Submission Start Date (Online): **15.12.2025 at 06:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **10.01.2026 up to 02:00 PM.** Opening Date of Technical Bid (Online): **13.01.2026 at 02:00 PM.** For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Basantapur Gram Panchayat

Kanachi Gram Panchayat
Under May-1 Dev. Block
Vill-Kharasinpur, P.O.- Katigram, P.S.-Mallarpur, Dist.- Birbhum, Pin-731216
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of different development works vide **Nit No.-WB/BIR/MAY1/KAN/40/2025-26 dated 02/12/2025** bid submission date is **08/12/2025 from 5:00 PM** onwards to Last date **29/12/2025 till 5.00 PM.**
For more information Visit to **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- Prothan
Kanachi Gram Panchayat

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট.)-এইচএমসি, হাওড়া পৌর নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ৪ (চার) টি বৈদ্যুতিক কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদারি লাইসেন্স, সুপারভাইজার সার্টিফিকেট এবং সাম্প্রতিকতম জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (চলতি তিনমাসের), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।
টেন্ডার দাখিলের(অনলাইন) শুরুর তারিখ : ১২.১২.২০২৫ সন্ধে ৬ টা থেকে
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ১২.০১.২০২৬ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
২৩৪(১)/২৫-২৬
১৬.১২.২৫
সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. -
WBMAD/UM/828/APAS/e-Tender/2025-26 Dated: 16.12.2025,
WBMAD/UM/829/APAS/e-Tender/2025-26 Dated: 16.12.2025
(Installation of street light with MS-Tubular pole, & High Mast Lighting Tower with Octagonal Pole & Construction of cement concrete road, Drain, B/T road, Drain & Bullah Pilling in different ward under Uluberia Municipality of 176 Uluberia Purba A.C. Under APAS 2025.)
Details are available in the www.wbtender.gov.in
Sd/- Executive Officer,
Uluberia Municipality

e-Tender Notice
Executive Officer, Jangipur Municipality
Name of the work: 13 nos of different development works of "Amader Para Amader Samadhan" in different ward within Jangipur Municipality.
Tender Ref No.: MAD/ULB/JM/APAS/NIeT /25-26 (1stCall)
Tender ID: 2025_MAD_5002840_1 to 13
Date & Time of Publishing: 17/12/2025 up to 02:00 pm
Last Date & Time of bid submission: 24/12/2025 up to 04:00 pm.
For details please visit **https://tenders.wb.gov.in/** or Jangipur Municipality Notice Board and website **www.jangipurmunicipality.org**
Sd/- Chairman
Jangipur Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work : Repairing of road at Vivekananda Pally, Ward No.-18 under DMC
E-Tender No. : WBDMC/W/241(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5002104_1 ● Est. Amt: Rs. 5,17,801.00
2) Name of the Work : Construction of Shed at ICDS No.-29, Ward No.-18 under DMC
E-Tender No. : WBDMC/W/241(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5002104_2 ● Est. Amt: Rs. 2,60,543.00
3) Name of the Work : Repairing of Road from K-Block to G-Block and J-Block into repairing of drain at K-Block and A-Block Nishanhat, Ward No.-18 under DMC
E-Tender No. : WBDMC/W/203(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5002119_1 ● Est. Amt: Rs. 6,83,223.00
4) Name of the Work : Construction of New Road at J-Block, Nishanhat, Ward No.-18 under DMC
E-Tender No. : WBDMC/W/203(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5002119_2 ● Est. Amt: Rs. 3,13,356.00
5) Name of the Work : Construction of CGI Shed at Annapurna Nagar Temple within Ward No.-17 under DMC
E-Tender No. : WBDMC/W/214(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5002111_1 ● Est. Amt: Rs. 8,38,442.00
6) Name of the Work : Improvement of illumination with Steel Tubular Pole, LED light fittings & LT/OH Un-armoured cable at Netaji Park Street No.-01 and Annapurna Nagar Main Road under Ward No.-17 of Durgapur Municipal Corporation
E-Tender No. : WBDMC/W/214(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5002111_2 ● Est. Amt: Rs. 85,041.00
7) Name of the Work : Improvement of illumination with LED street light at Salbagan under Ward No.-18 of Durgapur Municipal Corporation
E-Tender No. : WBDMC/W/215(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5002128_1 ● Est. Amt: Rs. 1,26,743.00
8) Name of the Work : Repairing of bituminous road at Street No.-7, 10, 11 & near Deshbandhu Nagar Club within Ward No.-17 under DMC area
E-Tender No. : WBDMC/W/94(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5002864_1 ● Est. Amt: Rs. 9,80,164.00
9) Name of the Work : Laying of 25mm Dia PVC Underground Pipe Line for Street Tap at Raju Badyakar House at Ruidas Para, Ward No.-14 under DMC
E-Tender No. : WBDMC/W/219(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5002869_1 ● Est. Amt: Rs. 29,580.00
10) Name of the Work : Improvement of illumination with Steel Tubular Pole, LED light fittings & LT/OH Un-armoured cable at Naim Nagar D-Block under Ward No.-14 of Durgapur Municipal Corporation
E-Tender No. : WBDMC/W/219(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5002869_2 ● Est. Amt: Rs. 75,619.00
11) Name of the Work : Improvement of illumination with Steel Tubular Pole, LED light fittings & LT/OH Un-armoured cable at Ruidas Para under Ward No.-14 of Durgapur Municipal Corporation
E-Tender No. : WBDMC/W/219(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5002869_3 ● Est. Amt: Rs. 81,306.00
12) Name of the Work : Construction of Drain at Nichu Para, Ward No.-14 under DMC
E-Tender No. : WBDMC/W/168(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5002881_1 ● Est. Amt: Rs. 1,35,428.00
13) Name of the Work : Improvement of illumination with Steel Tubular Pole, LED light fittings & LT/OH Un-armoured cable at Nichu Para under Ward No.-14 of Durgapur Municipal Corporation
E-Tender No. : WBDMC/W/168(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5002881_2 ● Est. Amt: Rs. 81,246.00
14) Name of the Work: Construction of Culverts at Adibasi Para, Ward No.- 14 under DMC
E-Tender No. : WBDMC/W/168(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5002881_3 ● Est. Amt: Rs. 1,13,945.00
15) Name of the Work : Construction of Concrete Road at Nishan Hut Bastee near Sephali Halder's House, Ward No.-14 under DMC
E-Tender No. : WBDMC/W/168(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5002881_4 ● Est. Amt: Rs. 88,704.00
16) Name of the Work : Construction of Concrete Road at Nishan Hut Bastee near Rana Dome's House, Ward No.-14 under DMC
E-Tender No. : WBDMC/W/168(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5002881_5 ● Est. Amt: Rs. 80,416.00
17) Name of the Work : Construction of Concrete Road at Nishan Hut Bastee near Sanu Shaw's House, Ward No.-14 under DMC
E-Tender No. : WBDMC/W/168(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5002881_6 ● Est. Amt: Rs. 76,010.00
18) Name of the Work : Improvement of illumination with Steel Tubular Pole, LED light fittings & LT/OH Un-armoured cable at Adibasi Para under Ward No.-14 of Durgapur Municipal Corporation
E-Tender No. : WBDMC/W/168(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5002881_7 ● Est. Amt: Rs. 1,05,858.00
19) Name of the Work : Improvement of Illumination with Steel Tubular Pole, LED light fittings & LT/OH Un-armoured cable at Adibasi Para near Khatal under Ward No.-14 of Durgapur Municipal Corporation
E-Tender No. : WBDMC/W/168(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5002881_8 ● Est. Amt: Rs. 1,07,869.00
20) Name of the Work : Construction of Concrete Road near Kawsar Ali's House, Ward No.-14 under DMC
E-Tender No. : WBDMC/W/168(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5002881_9 ● Est. Amt: Rs. 1,27,427.00
21) Name of the Work : Improvement of illumination with Steel Tubular Pole, LED light fittings & LT/OH Un-armoured cable at Kalibari Basti under Ward No.-14 of Durgapur Municipal Corporation
E-Tender No. : WBDMC/W/168(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5002881_10 ● Est. Amt: Rs. 80,240.00
Last Date: **27.12.2025 upto 1:00 p.m.**
For Details: **tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, DMC

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

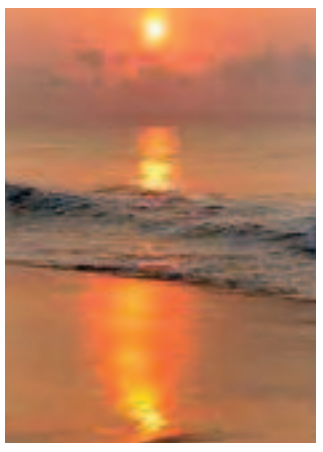

একদিন ঘুরে ট্যুরে

বুধবার • ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ • পেজ ৮

জগন্নাথ মন্দির থেকে সমুদ্র সৈকতে

ড. কার্তিক কুমার মণ্ডল

কথায় বলে বাঙালির পায়ের তলায় সর্ষে। ভ্রমণবিলাসী বাঙালি ছুটি পেলেই ছুটে বেড়ায়। প্রতি বছরের মতো এবছরও পুজোর ছুটিতে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা হতেই আমার লীলা এবারও পুরী যাওয়ার কথা বলে। আমার শ্বশুর মশাইয়ের দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল পুরীর জগন্নাথদেব দর্শন ও মহাপ্রসাদ গ্রহণের। কিন্তু সাংসারিক ব্যস্ততায় ইচ্ছা থাকলেও তাঁদের সময় হয়ে ওঠেনি। বছর দুয়েক আগে আমরা সপরিবারে পুরী ভ্রমণ করে ফেরে এলে শ্বশুর মশাই তাঁর মনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এবছর লীলা তার বাবা-মায়ের ইচ্ছা পূরণে উঠে পড়ে লাগে। সে চেয়েছিল একাই ওর মা-বাবাকে নিয়ে পুরী যাবে। কিন্তু বাড়িতে বসে আমি টেনশন করব আর ছবি ফেসবুকে ছবি দেখে আফশোস করব সে তো হতে পারে না। তাই ছেলে-মেয়েকে উৎসাহ দিয়ে আমরাও সেদলে ভিড়ে যাই। সেই সুযোগে আমারও আরেকবার পুরী ভ্রমণের সুযোগ হল। শ্বশুরমশাই পঞ্জিকা দেখে দিনক্ষণ স্থির করলে পর আমি আমার মণিপুর স্বামী বিবেকানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকর্মী শুভদীপ আচার্যকে দিয়ে মাস দুয়েক আগে নভেম্বরের ৭ তারিখে যাওয়া ও ১০ তারিখে ফেরার টিকিট বুকিং নিশ্চিত করি এবং হোটেল বুকিং এর ব্যবস্থা করি।

দেখতে দেখতে আমাদের পুরী যাওয়ার মাহেন্দ্রক্ষণটি এগিয়ে আসে। আমার ছেলে অভিজ্ঞান ও মেয়ে আদৃতার উৎসাহ উদ্দীপনা বেড়ে চলে। যারা টিকিট বুকিং এর দিন থেকেই ৭ অক্টোবর কয় দিন পর আসবে দিন গুনতে থাকে তাদের দিন গোনার পালা শেষ হয়। পূর্ব পরিকল্পনা মতো লীলার বাবা-মা পুরী যাওয়ার আগের দিন আমাদের বাড়ি 'মুক্ত জীবনানন্দে' প্রবেশ করলেই আদৃতা-অভিজ্ঞানের আনন্দ উপচে পড়ে।

পরদিন পুরুলিয়া জংশনে বিকেল ৫টায় পৌঁছে যাই, পুরুষোত্তম এক্সপ্রেস ধরার জন্য। স্টেশনে প্রায় ঘন্টা খানেক অপেক্ষার পর আমাদের ট্রেন স্টেশন পৌঁছালে আমরা সকলে উঠে পড়ি। আমরা জায়গা পাই এস ফাইভে। ট্রেনে বাচ্চাদের কোলাহল ও বাবা, মা-মেয়ের আড্ডা বিলাসে কখন যে রাত্রি নেমে আসে বুঝে উঠতে পারি না। টাটানগর স্টেশনে পৌঁছালে রাত্রে বাড়ি থেকে আনা খাবার খেয়ে সকলেই নিজের জায়গায় শুয়ে পড়ি। ঘুম ভাঙলে দেখি আমাদের ট্রেন পুরী পৌঁছে গেছে যথা সময়ে ঠিক ৮ তারিখ সকাল ৬টা ৩০ এ।

পুরী স্টেশন নামার পরেই কিছুটা গরম কম অনুভূত হয়। সেখানে নেমে দরকষা-কষি করে একটি অটো বুকিং করে আমরা পৌঁছে যাই পুরীর কামাখ্যা মন্দিরের পিছনে অবস্থিত 'হোটেল এ পি রয়েলস'-এ সকাল সাড়ে সাতটায়। হোটেলে পৌঁছে প্রথমে

রিসেপশনে কথা বললে হোটেলের ম্যানেজার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে দু'টি রুমের ব্যবস্থা করে দেন। প্রত্যেকে রুমে ঢুকে ফ্রেশ হয়ে পূর্ব পরিকল্পনা মতো পুরীর সংলগ্ন এলাকার দর্শনীয় স্থান ঘুরতে বেরিয়ে পড়ি। একটি টোটো বুকিং করে আমরা প্রথমেই যাই বিপত্তারিনী চন্ডী মন্দির। সেখানে মন্দির দর্শনের পর মোহনা পেরিয়ে ওঁঙ্কারেশ্বর মন্দির। এই মন্দিরে ১০৮ টি শিব লিঙ্গ শিবের ১০৮ নামে পূজা পাচ্ছেন। এই মন্দিরের প্রবেশ পথে একটি অপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়ে। মন্দিরের সদর দরজার সামনে একটি ষাঁড় নির্বিকার চিত্তে যেন দাঁড়িয়ে মানুষের পূজা ও প্রণাম গ্রহণ করে চলেছে। ওঁঙ্কারেশ্বর মন্দিরে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আমরা চলে যাই মাতা কি মঠ তথা গুপ্ত বৃন্দাবনে। এই মন্দিরের বাইরে টিকিট কেটে জুতো রাখার ব্যবস্থা করে ঢুকতে হয়। তাই আমরা টোটোতে জুতো রেখে মন্দিরে ঢুকে পড়ি। গুপ্তবৃন্দাবন আসলে বৃন্দাবনের আদলে নির্মিত একটি আশ্রম। এই আশ্রমিক পরিবেশ আপনার ভালো লাগবেই। এখানে ৮০ টাকা দিয়ে পেটপুরে প্রসাদ খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। এখানে যখন পৌঁছাই তখন সূর্য মধ্যগগনে। তাই আমরাও টিকিট কেটে পেটভরে প্রসাদ খেয়ে নিলাম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বাচ্চাদের খাওয়ার জন্য টিকিট লাগে না। এখানে প্রসাদের সঙ্গে ক্ষীর পাওয়া যায় তাতে আলাদা করে ২০ টাকা দিতে হয়। এই ক্ষীর বাচ্চাদের খুব প্রিয়। এর পর জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়ি তথা গুণ্ডিচা মন্দির দর্শন করি। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের রানী গুণ্ডিচার নামানুসারে এই মন্দিরের নাম গুণ্ডিচা মন্দির হয়েছে, শ্রী জগন্নাথ মহাপ্রভু ৯দিন রথযাত্রার সময়ে এই মন্দিরে অবস্থান করেন। দশমীর দিন শ্রীমন্দিরে ফেরেন। এই মন্দিরের উচ্চতা ৪৩০ফুট ও চওড়া ৩২০ফুট।

মাসির বাড়ি দর্শেনের পর আমরা চলে যাই পুরীর গোল্ডেন বিচে। এটি একটি প্রাইভেট বিচ। এখানে টিকিট কেটে ঢুকতে হয়। আমরাও টিকিট কেটে গোল্ডেন বিচে প্রবেশ করি । বিচের পরিষ্কার পরিছন্নতা আমাদের মুগ্ধ করে। বসার জন্য বেতের চেয়ার রয়েছে। সেখানে বসে বেশ কিছুটা সময় যাপন করি। এরপর প্রায় এক কিমি দূরে আমরা স্বর্গদ্বার সমুদ্র সৈকতে যাই। সেখানে সবাই মিলে ঘন্টা খানেক সমুদ্র স্নান করে টোটোয় করে হোটেলে ফেরা। হোটেলে ফিরে ফ্রেশ হয়ে ঘন্টাখানেক রেস্ট নিয়ে আবার রাত্রি ৮ টায় স্বর্গদ্বার সৈকতে যাই। সেখানে সমুদ্র সৈকতে ঘণ্টা দুই সময় কাটিয়ে ও সামুদ্রিক মাছ ভাজা খেয়ে হোটেলে ফিরি। ফেরার পথে রাস্তার হোটেল থেকে রাত্রির খাবার নিয়ে আমাদের হোটেলএপি রয়্যালে ফিরি।

পূর্ব পরিকল্পনা মতো আমাদের পুরী ভ্রমণের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ৯ অক্টোবর পুরীর মূল আকর্ষণ জগন্নাথদেবের মন্দির দর্শন ও পূজা দেওয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণের জন্য হোটেল থেকে যোগাযোগ নম্বর নিয়ে পাণ্ডা ঠিক করা হয়। যাতে ৭৬ বছর বয়স্ক শ্বশুর মশাই নির্বিঘ্নে জগন্নাথ দেব দর্শন করতে পারেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আপনার চাইলে পাণ্ডা না নিয়েও জগন্নাথ দর্শন করা যায়। পাণ্ডার কথা মতো আমরা বিকেল ৩টায় মন্দিরের দক্ষিণ দরজার কাছে উপস্থিত হই। সেখানে প্রাইভেট কাউন্টারে টোকেন কেটে জুতো ও মোবাইল ফোন রেখে মন্দিরে প্রবেশ করি। সত্যি সত্যি বিকেল ৩ টায় মন্দিরে ভিড় কম। আগের বার কয়েক হাজার জনের লাইন অতিক্রম করে জগন্নাথদেবের দর্শন পেয়েছিলাম। এবার লোকনাথ পাণ্ডার তত্ত্বাবধানে আমরা অতি সহজেই জগন্নাথ দেবে মূর্তি দর্শন করি। ঠাকুর দর্শনের পর ৫৫১ টাকার সরকারি টোকেন কেটে পুজো দিই আমরা দুজনের নামে। পুজোর টোকেন কেটে পাণ্ডা আমাদের মন্দিরের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরিয়ে দেখান।

মন্দির দর্শনের পর পাণ্ডা আমাদের মন্দির চত্বরে বসিয়ে দিয়ে আরেকটি গ্রুপকে মন্দির দর্শন করায়। কিছুক্ষণ পর ফিরে পাণ্ডা ফিরে আসলে পর আমরা ১০ টাকা করে টিকিট কেটে জগন্নাথ দেবের প্রসাদ রন্ধনশালা পরিদর্শন করি। এই মন্দিরের রন্ধনশালাটি বিশ্বের বৃহত্তম রান্নাঘরগুলোর মধ্যে একটি। যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার ভক্তের জন্য 'মহাপ্রসাদ' তৈরি হয়। এই রান্নাঘরে কোনো বিদ্যুৎ বা আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করা হয় না ; রান্না হয় ঐতিহ্যবাহী মাটির হাঁড়ি ও জ্বালানি হিসাবে কাঠ ব্যবহার হয়। সেখান৭৫২ টি হাড়িতে রান্না হওয়ার বিচিত্র কাহিনি আপনাকে অবাক করবেই। কত যে লোক সেখানে কাজ করছে তার হিসেব মেলা ভার। মন্দির দর্শন হয়ে গেলে আবার অটোতে করে হোটেলে ফিরি। সেখানে ফ্রেশ হয়ে বয়স্কদের রেখে আমরা চলে যাই স্বর্গদ্বার সৈকতে। সেখানে সমুদ্র সংলগ্ন বাজারে কেনাকাটা করে ফেরার পথে রাত্রের খাবার নিয়ে হোটেলে যখন ফিরি তখন বাজে রাত দশটা।

পরদিন অর্থাৎ ১০ অক্টোবর ভোর পাঁচটায় উঠে স্বর্গদ্বার সৈকতে সূর্যোদয় দেখতে গেলে নিরাশ হই। কারণ সেদিন মেঘাচ্ছন্ন আকাশ আমাদের হতাশ করে। তবে জেলে মাঝিদের মাছ ধরে ঘরে ফেরার লড়াই দেখে বেশ ভালো লাগে । তারপর হোটেলে ফিরে হাল্কা টিফিন খেয়ে ৭ সিটের গাড়িতে করে সাড়ে আটটায় সময় বেরিয়ে পড়ি পুরী থেকে ৩৮ কিমি দূরে কোনারকের সূর্য মন্দিরের উদ্দেশ্যে। কোনারক যাওয়ার রাস্তায় পড়ে পথে পঞ্চমুখী হনুমান মন্দির দর্শন করে আবার গাড়িতে উঠে পড়ি। কোনারকের সূর্য মন্দিরে যখন পৌঁছাই সূর্য তখন মধ্য গগনে। প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে মন্দিরের সামনে টিকিট কাউন্টারে পৌঁছাই। জনপ্রতি ৪০ টাকা করে টিকিট কেটে মন্দিরে প্রবেশ কোনারকের সূর্য মন্দিরে প্রবেশের সাথে সাথে মনে হল যেন আমি দ্বাদশ শতকের চলে এসেছি। ইতিহাসের স্মারক তার পরতে পরতে অনুভব করা যায় সেখানে। অনেকের গাইড যেভাবে মন্দিরের ইতিহাস তুলে ধরছেন তা অনন্য। এই মন্দির গড়ে ওঠার পিছনে দুটি মত আছে। প্রথমত পূর্বগঙ্গ রাজবংশের নরসিংহ দেব ১২৩২-১২৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বাংলা জয়ের স্মারক রূপে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে প্রাচীন মিত্রাবনে অর্থাৎ আজকের কোনারকে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয়ত, পুরাণ মতে শ্রীকৃষ্ণে পুত্র শাম্ব একদিন নারদের ডাকে সাড়া দিতে ভুলে গেলে নারদের মনে প্রতিশোধস্পৃহা জাগে। একদিন কৃষ্ণ যখন গোপিনীদের সঙ্গে লীলায় ব্যস্ত তখন নারদের মন্ত্রনায় শাম্ব সেখানে ঢুকে পড়ে। সেই সময় গোপিনীদের নজর তার ওপর গিয়ে পড়ে। তখন কৃষ্ণ প্রচুর রেগে গিয়ে তাকে অভিশাপ দানের প্রয়োজনে শাস্তি দেন যে তার রূপ হারিয়ে যাবে। তখন মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে সে কোনারকের সমুদ্রের তীরে এসে সূর্যদেবকে কঠোর তপস্যায় মুগ্ধ করে নিজের রূপ ফিরে পেয়ে কোনারকে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। এই মন্দিরে প্রায় দুই ঘন্টা থাকার পরেও মন ভরে না। প্রখর রৌদ্রের হাত থেকে বাঁচতে আমরা মন্দিরের চত্বরে থাকা বটবৃক্ষের নীচে বসলে মনে একরাশ প্রশান্তি বয়ে আনে। বিকেল হয়ে গেলেও সেখান থেকে বেরতে মন চাইবে না কারও। কিন্তু কিছু করার নেই নিজের গন্তব্যে যেতেই হবে তাই আবার আমরা গাড়িতে উঠে পড়ি। আমরা চলে যাই পুরী-কোনারক মেরিন ড্রাইভে অবস্থিত সুদাম স্যান্ড আর্ট মিউজিয়ামে। মাথাপিছু ৪০ টাকা প্রবেশমূল্য দিয়ে আমরা সেখানে ঢুকি। বালি শিল্পের অনুরাগীদের জন্য অবশ্যই দেখার মতো আকর্ষণ। আন্তর্জাতিক স্তরে প্রশংসিত বালি শিল্পী সুদাম প্রধানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই বিরল বালি শিল্পের জাদুঘরটিতে বিভিন্ন থিম এবং শৈলীর থ্রি ডি বালি শিল্পের মডেল রয়েছে। পর্যটকেরা জাদুঘরে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, স্মৃতিস্তম্ভ, হিন্দু দেবতার বালি ভাস্কর্য দেখতে পারেন। জাদুঘর দেখে আমরা চলে যাই চন্দ্রভাগা সমুদ্র সৈকতের উদ্দেশ্যে। চন্দ্রভাগা সৈকতে কিছুটা সময় অতিবাহিত করে পুরী স্টেশনে যখন পৌঁছাই তখন বিকেল হয়ে এসেছে। কিন্তু আমাদের ফেরার ট্রেন পুরী নিউদিল্লি পুরুষোত্তম এক্সপ্রেস রাত্রি ৯টা ৫৫। ঘন্টা কয়েক পুরী স্টেশনে বিশ্রাম নিয়ে ও স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় গজ লক্ষ্মী প্রতিমা দেখে কিছুটা সময় কাটিয়ে দেখতে দেখতে আমাদের ট্রেনের সময় হলে পুরুষোত্তম এক্সপ্রেসে উঠে পড়ি। এবারও আমাদের সবার সংরক্ষিত আসন ছিল এস ফাইভে। ট্রেনে উঠে রাতের খাবার খেয়ে নিজস্ব বার্থে শুয়ে পড়ি। ভোর পাঁচটায় বাচ্চাদের চিৎকারে ঘুম ভাঙে। ৬ জনের দলে দু'জন বাচ্চার হৈ-হুল্লোড়ে ও বড়দের আড্ডা বিলাসে কখন যে সকাল সাড়ে আটটা বেজে গেলে দেখি আমরা পুরুলিয়া পৌঁছে গেছি। সত্যিই নিজে দায়িত্ব করে বয়স্কদের নিয়ে ফিরে আসার এত আনন্দ আগে জানা ছিল না।

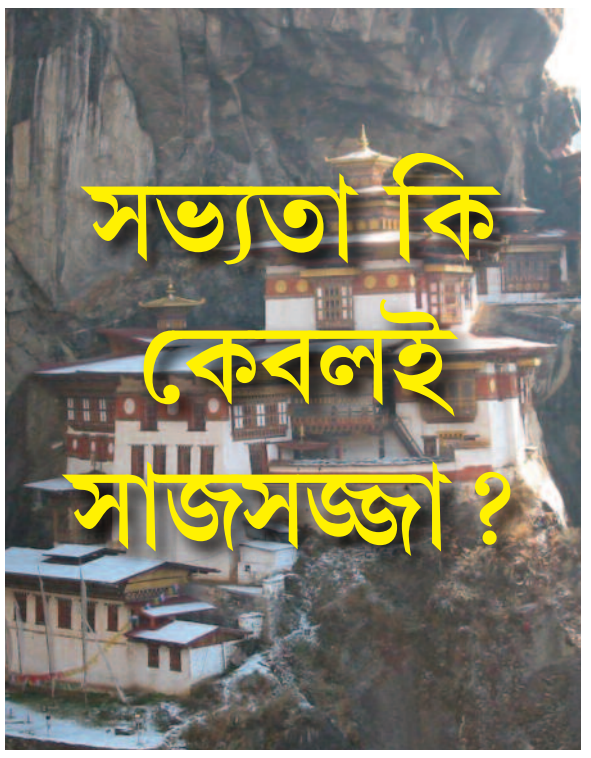

সভ্যতা কি কেবলই সাজসজ্জা ?

ভুটান সফরের অভিজ্ঞতা

শুভজিৎ বসাক

মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং পূর্ণ মানসিকতার বহিঃপ্রকাশে নিহিত। বাইরে থেকে আড়ম্বরপূর্ণ সাজসজ্জার মানুষ সবসময়ে পূর্ণ সভ্যতার পরিচয় বহন নাও করতে পারে;এমন উদাহরণের অভাব নেই। সম্প্রতি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভুটানে একটি ঘটনার সাক্ষী হলাম, যা এই চিরায়ত সত্যকেই পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করল।

সম্প্রতি আমি সস্ত্রীক ভুটান ভ্রমণে গিয়েছিলাম। প্রথম দিন সীমান্ত এলাকা পার্শ্ববর্তী ফুন্টশোলিং অঞ্চলে একটি হোটেলে রাত্রিযাপন করছিলাম। স্বাভাবিকভাবেই, যাওয়ার আগে ট্যুর এজেন্টের সাথে কথা বলে সমস্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছিল। যদিও পূর্বে ভুটানে সাধারণ বা অতিসাধারণ ঘরে থাকার ব্যবস্থা ছিল, এখন সেখানকার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ন্যূনতম থ্রি স্টার হোটেলে অতিথিকে রাখা বাধ্যতামূলক, তাই সেইমতোই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেখানকার মনোরম পরিবেশের সাথে মানুষের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত সুখময়।

রাতে সেখানে বুফে সিস্টেমে খাবারের আয়োজন করা হয়েছিল এবং খাবারগুলো ছিল বেশ সুস্বাদু। আমরা বেশ অনেকেই নীরব পাহাড়ি পরিবেশের মধ্যে বসে সেই খাবারের স্বাদ নিচ্ছি। এমন সময়ে একজন বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারার ভারতীয় এসে খাবার প্লেটে নিয়ে বসে সেখানকার কর্মীদের ডেকে বসলেন। তারা সংযত আচরণে সেখানে আসতেই লোকটি একটি রুটি তুলে ধরে রুক্ষ ও অভদ্র ভাষায় যা বললেন, তার সারমর্ম এটিই যে রুটিগুলো পোড়া এবং অখাদ্য, হয় তাকে পরোটা করে দেওয়া হোক অথবা হোটেলের ম্যানেজারকে ডাকা হোক।

কর্মীরা বিনম্রভাবে তাঁকে বিরত করে জানায় যে পরোটা আলাদাভাবে কিনতে হবে। তিনি তাতে রাজি হলে সেইমতো খাবার তৈরি করতে ব্যস্ত হলেন। কিছুক্ষণ পরেই লোকটি রীতিমতো আঙুল তুলে ডেকে আবার অভদ্রতা দেখিয়ে জানতে চাইলেন যে আরও কতক্ষণ সময় লাগবে। কর্মীটি পরোটা হতে আরেকটু সময় লাগবে জানালে তিনি আবার অকথ্য ভাষায় হম্বিতম্বি করে জানান যে তিনি নাকি পরোটার জন্য বলেননি! কর্মীরা তাঁকে ভুল বোঝানো থেকে বিরত করার চেষ্টা করলেও তিনি ভুল তো মানলেন

না, উল্টে ভদ্রোচিত আচরণের বিপরীতে অভব্যতা তুলে ধরলেন। অথচ আমরা বাকিরা হোটেলে প্রস্তুত রাখা রুটি, ভাত, তরকারি সহ বাকি সমস্ত খাবারের স্বাদ নিচ্ছিলাম; তাতে একবারও আন্তরিকতার অভাব বোধ করিনি। একজন ভারতীয় হয়ে এমন আচরণ দেখে আমরা উপস্থিত সকলেই লজ্জিত হলাম।

কিছু কিছু মানুষ সামান্য অর্থের মুখ দেখেই নিজের সমযোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ বা নিজেকে ছাড়া অন্য যেকোনো শ্রমজীবী বা সেবা প্রদানকারী মানুষকে অযথা অপমান করে। তারা ভ্রান্তিবশত মনে করে যে এভাবেই বুঝি তারা একটি 'স্ট্যাটাস' বজায় রাখছে বা তাদের কথা শুনতে অন্য শ্রেণীর মানুষেরা বাধ্য। ওই লোকটি সবার সামনে এখানকার কর্মীদের সাথে যে অমানবিক আচরণ করে দেখালেন, এতে স্পষ্ট হয় যে মানুষটি তাঁর পরিবারবর্গ বা অন্য শ্রেণীর মানুষের সাথেও কেমন নিম্নরুচির আচরণে লিপ্ত থাকেন।

অর্থ দিয়ে সুখ, বা স্ট্যাটাস কেনা গেলেও ভদ্রতা মানুষের সত্যিকারের পরিচায়ক;যা ফুন্টশোলিঙ্গে কর্মরত কর্মীরা দেখিয়েছেন এবং তাঁর আবদার মেটানোর জন্য চেষ্টা করে গিয়েছিলেন। সেখানে উপস্থিত আমাদের কাছে ভুটানি কর্মীদের সেই মানবিকতাই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।

ভারতীয় হিসাবে আমাদের এই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে যে, আমাদের এই ধরনের আচরণ অন্য দেশের কাছে আমাদের জাতীয় পরিচয় সম্পর্কে এক বিরূপ ভাবনার সৃষ্টি করে। এর প্রভাব ভবিষ্যতে পর্যটন শিল্পে দুই দেশের সম্পর্কেই পড়তে বাধ্য। ভ্রমণ মানে অর্থব্যয় করে দাসত্ব ফলানো নয়। সেই অসার ভাবনার অবসান হওয়া প্রয়োজন। ভ্রমণের আসল উদ্দেশ্য সামনে আসা প্রয়োজন;যেখানে নতুন সংস্কৃতিকে জানা হয় এবং উন্মুক্ত মানবিকতার প্রস্ফুটন ঘটে। তবেই ভ্রমণ সার্থক হবে।